বিহারীলাল চক্রবর্তীর
শ্রেষ্ঠ কবিতা

বিহারীলাল চক্রবর্তীর

শ্রেষ্ঠ কবিতা

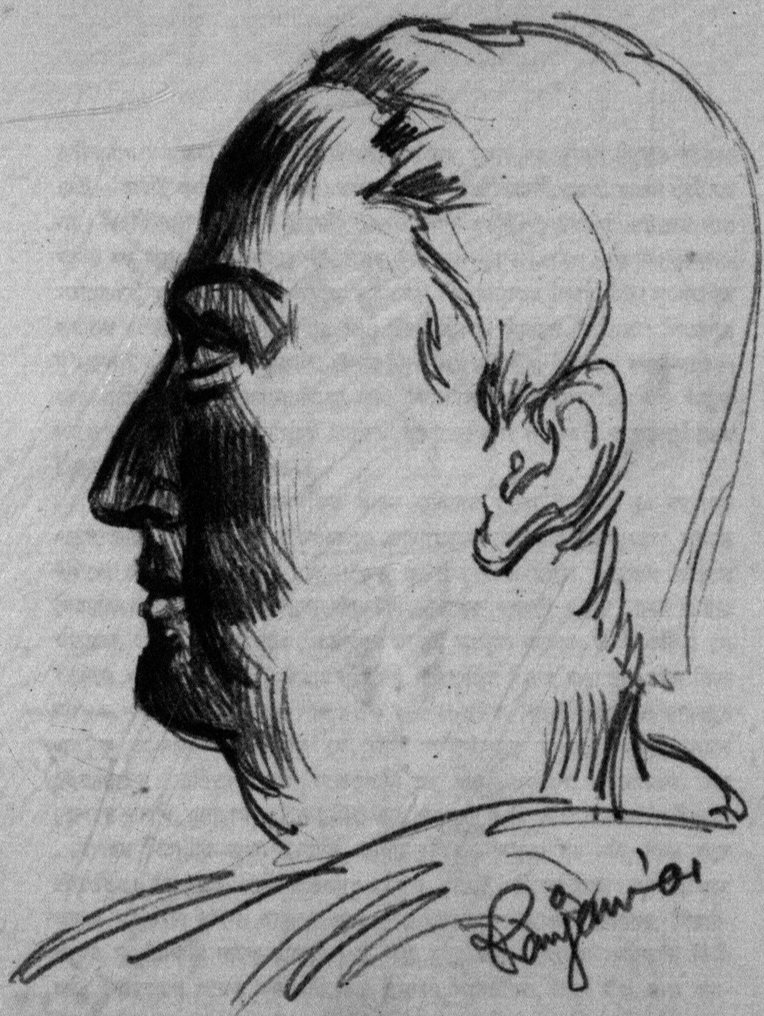
অলোক রায়
-সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৪০৮, সেপ্টেম্বর ২০০১

অঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : দীপঙ্কর ধর।
রাজেন্দ্র অফসেট। ১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন। কলকাতা-৯।



রবীন্দ্রনাথ বলতেন, মহাপুরুষের জীবনচরিত হয়, মহাকবির জীবনচরিতের দরকার নেই—কাব্যই যথার্থ কবিজীবনী। তাই বলে কবির জীবনচরিতের প্রয়োজন নেই তা নয়। বিহারীলাল চক্রবর্তীর জীবনী আজও লেখা হয়নি। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কৃষ্ণকমল স্মৃতিচারণ-উপলক্ষে পুরাতন-প্রসঙ্গ গ্রন্থে বিহারীলাল-সম্বন্ধে যেটুকু বলেছেন, কবি-সম্বন্ধে তার বেশি-কিছু জানবার উপায় নেই। সুবর্ণবণিক সমাজে পৌরোহিত্য গ্রহণ করার জন্য তাঁরা ছিলেন সমাজে 'পতিত'। পিতাপুত্র দু'জনেরই জীবিকার্জনের একমাত্র উপায় ছিল, কয়েকটি বাঁধা-পরিবারে যজন-যাজন। অর্থ-খ্যাতি-প্রতিপত্তি কোনো-কিছুর প্রতি বিহারীলালের লালসা ছিল না। অদ্ভুত লাগে ভাবতে, কৃষ্ণকমল বন্ধুকে 'নাস্তিক' বলেছেন এবং বঙ্গসুন্দরী কাব্যে কোঁতের চিন্তাভাবনার প্রকাশ দেখেছেন।

বিহারীলাল তাঁর সমসাময়িক প্রধান কবিদের মতো ইংরেজি-স্কুল-কলেজে পড়াশোনার সুযোগ পাননি। কৃষ্ণকমল জানিয়েছেন, 'বিহারীর লেখাপড়ার সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, দিনকতক সে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হইয়া মুগ্ধবোধ পড়িতে গিয়াছিল। কিন্তু ইস্কুল-কলেজে বাঁধাবাঁধি নিয়মের বশবর্তী হইয়া থাকা তাহার স্বভাবের সহিত মিলিল না। ...অল্পকাল-মধ্যেই সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া সে বাড়িতে পণ্ডিতের নিকট মুগ্ধবোধ কিছু দিন পড়িয়াছিল ; সাঙ্গ করা হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। ...মুগ্ধবোধ সাঙ্গ হউক আর না-হউক, বিহারীর সংস্কৃত-ব্যাকরণে এতটুকু অধিকার জন্মিয়াছিল যে, তিনি সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাহিত্য-শাস্ত্রের কয়েকখানি গ্রন্থ যথা—রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, আর বোধহয় ভারবি, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত এবং শকুন্তলা আমি তাঁহাকে পড়াইয়াছিলাম। ..বোধহয় বিহারীর তখন ইংরাজি ব্যাখ্যা বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই, কিন্তু পরে হইয়াছিল। ইংরাজিও তিনি কতকদূর আমার কাছেই পড়িয়াছিলেন। আমার মনে আছে, বায়রনের চাইল্ড হ্যারল্ড এবং শেক্সপিয়রের ওথেলো, ম্যাকবেথ, লিয়ার-প্রভৃতি দু-পাঁচখানি নাটক একত্রে পাঠ করা হইয়াছিল। ...বাংলা সাহিত্যটা তিনি অতি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, ঈশ্বর গুপ্ত, দাশু রায়-ইত্যাদি তৎকাল-প্রচলিত অনেক বাংলা গ্রন্থ তাঁহার ভালরূপ পড়া ছিল।' বিহারীলালের পড়াশোনার বিশদ পরিচয় দেওয়ার কারণ তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি জানলেও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সুনিবিড় যোগ তাঁর কবিতাসৃষ্টিতে বেশি প্রভাব বিস্তার

করেছে। বিহারীলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ সঙ্গীত-শতক (১৮৬২) প্রকাশিত হওয়ার আগেই বঙ্গলাল-মধুসূদনের কাব্যগ্রন্থ পাশ্চাত্য কাব্যধারার অনুসরণে তথাকথিত নবযুগের সূচনা করেছে। সঙ্গীত-শতকে বিহারীলাল এই নব্যধারার কাব্যরীতি অনুসরণ না করে 'টপ্পাগান' অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রণয়সংগীতের ধারাই অনুসরণ করেছেন। এখানে তাঁর আদর্শ নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, রাম বসু। বঙ্গসুন্দরী থেকে তাঁর নিজত্ব প্রকাশ পেতে থাকে এবং তিনি যখন সারদামঙ্গল (১৮৭৯) লিখছেন ততদিনে তাঁর নিজের কাব্যাদর্শ গড়ে উঠেছে। অবশ্য সারদামঙ্গলের উপহার-গীতি (নয়ন-অমৃতবাশি প্রেয়সী আমার) যদি কাউকে নিধুবাবুর গান মনে করিয়ে দেয় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই :

যে দিকে চাই, সেই দিকে পাই, দেখিতে তোমারে।
কি জানি কি গুণে, ভুলালে নয়নে, তোমার বিহনে,
না দেখি কাহারে।
যখন থাকি শয়নে, তোমারে দেখি স্বপনে,
পুনু জাগরণে, নয়নে নয়নে, থাকি সেই মনে,
কি হল আমারে॥

বিহারীলাল অনাথবন্ধু রায়কে লেখা চিঠি ছাড়া অন্য-কোথাও স্বতন্ত্রভাবে নিজের কাব্যভাবনার কথা বলেননি। তাঁর কবিতা থেকে তাঁর কাব্যাদর্শ আমাদের বুঝে নিতে হয়। কাব্যগ্রন্থাবলীতে শরৎকাল নামে যে কবিতাগুচ্ছ সংকলিত হয়েছে, তার অংশবিশেষ বহুল উদ্ধৃত হলেও, তাঁর কাব্যচিন্তার পরিচয় গ্রহণে সবচেয়ে মূল্যবান :

এখন ভারতে ভাই, কবিতার জন্ম নাই,
গোরে বোসে অট্ট হাসে কেরে কার ছায়া?
হা ধিক্! ফেরঙ্গ বেশে এই বাল্মীকির দেশে
কে তোরা বেড়াস্ সব উল্কি-মুখী আয়া?

উনিশ শতকে বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য ভাবপ্রেরণা যে-নবযুগের সৃষ্টি করে, বিহারীলাল তার সঙ্গে মানসিক যোগ অনুভব করেননি। তাঁর কাছে 'ফেরঙ্গ-বেশে' এই 'উল্কিমুখী' আয়াদের আবির্ভাব কৌতুককর মনে হয়েছে :

নেকড়ার গোলাপ ফুলে বেঁধে খোঁপা পরচুলে
ছিটের গাউন পোরে আহ্লাদে আকুল!
পরস্পরে গলা ধরি' নাচিছেন যেন পরী!
কি আশ্চর্য বিধাতার বুঝিবার ভুল!

এই প্রাণহীন কৃত্রিম কাব্যধারা বিহারীলালের কাছে পরিত্যাজ্য। তিনি সঙ্গীত-শতকের শেষ-দুটি গানে তাঁর নিজের কাব্যাদর্শের কথা বললেন : 'অয়ি হা প্রকৃতি দেবি! /তোমারে নির্জনে সেবি,/বড় সুখী হইয়াছে আমার হৃদয়' এবং তাঁর বিশ্বাস : 'বুঝিলে ইহার ভাব,/পাইবে আমার ভাব,/প্রেম, ধর্ম, প্রকৃতির/হবে উদ্দীপন।' নব্য বাঙালি কবিরা প্রেম, ধর্ম, প্রকৃতির উদ্দীপনে অসমর্থ। তাই কবি বলেন,

কেন এ অলীক ভূষা, সরস্বতী অকলুষা,
ওই দেখ হাসিছেন বিমল গগনে!
হেলিয়া নলিনী রানী, কোন্ প্রাণে খুঁজে আনি
গাঁথিয়া দোপাটি মালা দিব শ্রীচরণে?
দু-মিনিটে ঝরে যাবে মরে যাবে ক্ষুদ্র প্রাণী ;
দিও না মায়ের পায়ে প্রসাদি কুসুম আনি।

এর সঙ্গে খুব সহজেই সঙ্গীত-শতক বা বাউল-বিংশতির গানগুলিকে মিলিয়ে নেওয়া যায়। আসলে বিহারীলাল পূর্বতন কাব্যধারারই অনুসরণ করেছেন (তিনি কবিগানের আসরে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন, এবং বিস্মৃত গানের পাদপূরণ করে আনন্দ পেতেন)। যেখানে বিহারীলাল গান লেখেননি, সেখানে কবিতায় সাময়িক ঘটনা বা কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে—নবীনচন্দ্র সেন যাকে বলতেন, 'হুজুগে কবিতা'। বিহারীলালের একমাত্র গদ্যগ্রন্থ স্বপ্নদর্শনে বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষের কারণ ও স্বরূপ-নির্দেশ ; নিসর্গ সন্দর্শনে ১২৭৪ সালের কার্তিকের ঝড়ের বর্ণনা ; বন্ধু-বিয়োগে পূর্ণচন্দ্র, কৈলাস, বিজয় ও রামচন্দ্র-নামে চারবন্ধু এবং প্রথমা পত্নীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ ; বঙ্গসুন্দরী পরিচিত কয়েকজন মহিলাকে উপলক্ষ করে লেখা। ধূমকেতু কবিতাটি ১২৮৯ সালের আশ্বিন মাসে ধূমকেতু-দর্শনের অভিজ্ঞতা। তাহলে একদিকে প্রচলিত কবিসংগীতের ধারানুসরণ, অন্যদিকে উপলক্ষ-প্রধান কবিতা। 'যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য' না লিখলেও 'উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা' তিনি লিখেছেন : 'যখন জনমভূমি ছিলেন স্বাধীন,/কেমন উজ্জ্বল ছিল তাঁহার বদন!/এখন হয়েছে মা'র সে মুখ মলিন!/মন-দুখে পরেছেন তিমির বসন!/হায়, জননীর হেন বিষণ্ন দশায়,/কভু কি প্রফুল্ল রয় সন্তানের মন?/যেমন বিদ্যুৎ খেলে মেঘের মালায়,/বিমর্ষ মেজাজে বুদ্ধি খেলে কি তেমন?...স্বাধীন দেশের লোক, স্বাধীন অন্তর,/অবাধে ছুটায়ে দেয় বুদ্ধি আপনার,/ঘরে বোসে তোলপাড় করে চরাচর,/যে বাধা বিষম বাধা তা নাই তাহার।' পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকে না গেলেও আখ্যান-রচনায় আগ্রহের অভাব ছিল না— যার দৃষ্টান্ত নিসর্গ-সন্দর্শনের তৃতীয় সর্গ বীরাঙ্গনা : 'এক চোটে মুণ্ড তার হল দুই চীর,/খিচিয়ে উঠিল দাঁত চিতিয়ে পড়িল,/ধড়্ফড় করে ধড়্, নিকলে রুধীর,/ভিস্তির মতন পড়ে গড়াতে লাগিল।/যারা ছিল, ছুট দিল বাঁচাইতে প্রাণ,/তাড়িলেন মুক্তকেশী পিছনে পিছনে,/মাঝপথে করিলেন কেটে খান্ খান্/লাগিলেন চিৎকার করিতে ক্ষণে ক্ষণে।'

সারদামঙ্গল ও সাধের আসন অবশ্য একটু অন্য-ধরনের রচনা। কবিগানের প্রতিধ্বনি সেখানেও শোনা যায়। কিন্তু অনেকে সেখানে দেখেছেন শেলির কবিতার ভাবনাদৃশ্য। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, শেলির বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মী হলেন বিহারীলালের সরস্বতী—'এই সারদাদেবীর, এই Spirit of Beauty-র নব অভ্যুদিত করুণা-বালিকামূর্তি এবং সর্বত্রব্যাপ্ত সুন্দরী ষোড়শীমূর্তির বর্ণনা সমাপ্ত করিয়া কবি গাহিয়া উঠিয়াছেন—তোমারে হৃদয়ে রাখি/সদানন্দ মনে থাকি, শ্মশান অমরাবতী

দু'ই ভালো লাগে.....'। কিন্তু শেলির রাজনৈতিক চেতনা, দার্শনিক জিজ্ঞাসা ও কাব্যভাবনা বিহারীলালকে কোনোভাবে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয় না। প্রসঙ্গত 'প্লেটোনিক' প্রেম সম্বন্ধে বিহারীলালের শ্লেষাত্মক মন্তব্যের কথাও মনে পড়বে : 'ধিক্ রে অধম ধিক্/ভালোবাসা "প্লেটোনিক"/ছদ্মবেশী রসিকমধুর "মিয়ু মিয়ু"।'

আসলে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের কথামতো বিহারীলালকে যেমন পজিটিভিস্ট-নাস্তিক বলা যায় না, তেমনি 'পেশাদারি' কাব্যধারার প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কৃষ্ণকমল ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে খাপে-খাপে মেলাতে চেয়েছেন, আর তাই তাঁর মনে হয়েছে, 'ইংরাজি সাহিত্যে পোপ কবির আবির্ভাবের পর কবিতা-সাম্রাজ্যে যে-একটা পেশাদারি ভাব বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল, ক্র্যাব ও কাউপারের আবির্ভাবে সেইটি খণ্ডিত হইল, পরে কিট্স, বায়রন, শেলি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই পেশাদারি ভাবের খণ্ডন ব্যাপারের চূড়ান্ত করিয়াছেন। আমার মনে হয়, বঙ্গ-কবিতারাজ্যে বিহারীর আবির্ভাব কতকটা তদ্রূপ। পেশাদারি কবিতার লেশমাত্র তাঁহার প্রতিভাতে ছিল না। যাহা তিনি নিজে দেখিতেন, শুনিতেন, অনুভব করিতেন, যেন কোন-এক দুর্দম প্রবৃত্তি তাঁহাকে সেইগুলি কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবর্তিত করিত। যে-শব্দটি সম্পূর্ণভাবে তাঁহার মনের ভাবের প্রখরতা ব্যঞ্জক হইত, এবং আপনা হইতেই তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিত, সেই শব্দটি ভাষা হউক, অপভাষা হউক, সংস্কৃত হউক, অপভ্রংশ হউক—তিনি প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অথচ তাঁহার শ্লোকগুলি পড়িয়া দেখ, এমন খাঁটি বাংলা আজকাল কুত্রাপি পাইবে না।' কিন্তু বিহারীলালের কাব্যরচনার অব্যবহিত পূর্বে মধু-হেম-নবীনের কাব্যকে পেশাদারি কবিতা বলা যায় না। (কবিগানকে অনেকসময়ে আমরা পেশাদারি কবিতা বলি বটে, কিন্তু এখানে কবিগানের কথা বলা হচ্ছে না)। অন্যদিকে বাংলা গীতিকবিতার ধারা মধ্যযুগ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত বাধা-বন্ধহীনভাবে প্রবাহিত হয়েছে। বিহারীলালের কাব্যে 'কবির নিজের কথা' প্রথম শোনা গেল—এমন কথাও বোধহয় বলা যায় না। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর প্রকাশের আগেই মধুসূদন রচনা করেছেন আত্মবিলাপ (১৮৬১) এবং বঙ্গভূমির প্রতি (১৮৬২)। বিহারীলালের সমকালে হেমচন্দ্রের খণ্ডকবিতাবলী (১৮৭০) ও নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনী (১৮৭১) কাব্যে কবিচিত্তের প্রকাশ ঘটেছে। এ-সময়ে মহাকাব্য লেখা হয়েছে সত্য ; কিন্তু শুধুই মহাকাব্য লেখা হয়নি। তবে সর্গবদ্ধ কাব্য লেখার দিকে কবিদের একটা ঝোঁক ছিল ; বিহারীলালও সেই প্রথা অগ্রাহ্য করতে পারেননি।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন, 'সারদামঙ্গল বিহারীর শেষাশেষি সময়ের রচনা। আমার বোধ হয়, তাঁহার জীবনের এই অংশে তাঁহার হৃদয়ে জর্মন-ধরনের একটু অস্ফুটতার ভাব (Vagueness) আসিয়াছিল।' এই Vagueness সাধের আসনে আরও বেড়েছে—তবে তার কারণ স্বতন্ত্র। বিহারীলাল পরিণত বয়সে ক্রমশ একটা আধ্যাত্মিক ভাবোপলব্ধির মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এর সঙ্গে ধর্মের কোনো যোগ ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এই সময়ের সদাসর্বদা ভাববিহ্বল মূর্তির কথা

বলেছেন—'তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত—একজন খাঁটি কবি। সর্বদাই তিনি ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। ...যখন কোনও সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা হইত, অথবা গম্ভীর বিষয় চিন্তা করিতেন, তখন....তাঁহার চক্ষু-দুইটি বুঁজিয়া আসিত, তিনি ভাবে আত্মহারা হইয়া যাইতেন।' বিহারীলাল নিজে সারদামঙ্গল কাব্য রচনার সময়ে তাঁর মনোজগতের যে পরিচয় দিয়েছেন, তার মধ্যেও এই আত্মহারা-আত্মবিস্মৃত অবস্থার উল্লেখ আছে—'মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল সংগীত রচনা করি।' এই উন্মত্ততা মরমিয়া সাধকদের মধ্যেও দেখা দেয়। উনিশ শতকে ছদ্মমহাকাব্য ও সাংবাদিকতার যুগে এই উন্মত্ততা বেশি দেখা যায় না। সে কালে গীতিকবিরাও যেন কিছুটা যুক্তিবাদী, তত্ত্বমুখী, চিন্তাকুল। বিহারীলাল সেখানে 'অর্থভেদী অভ্রভেদী সংগীত উচ্ছ্বাস' প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এইখানে তাঁর অনন্যতা।

প্রত্যেক কবিকেই বাহির এবং অন্তর, প্রথা এবং প্রেরণা, রূপ এবং ভাবের দ্বন্দ্বে কম-বেশি বিচলিত হতে দেখি। মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের মধ্যে এই দ্বিধা প্রবল—ফলে প্রায়শ তাঁরা সর্বাঙ্গীণ কাব্যসিদ্ধি অর্জনে ব্যর্থ। বিহারীলাল বড় কবি নন। কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কার, কাব্যরুচি ও উপলব্ধি তাঁকে একমুখী করেছে। তিনি যে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সন্ধান করেন, তিনি একই সঙ্গে লোকায়ত ও ঐতিহ্যানুমোদিত। বিমূর্ত সৌন্দর্য-কল্পনা তাঁর লক্ষ্য নয়। তিনি খুব সহজে বলেন,

স্বপন নগরে বেড়িয়ে বেড়াই ঢুলিয়া-ঢুলিয়া আপন মনে,
কখন বিহরি শিখরী-শিখরে, কখন বা ভ্রমি বিজন বনে।

কখন কখন কল্পনা যানে আরোহণ করি আকাশে ভাসি,
দেখি বোঁ বোঁ কোরে ঘোরে গ্রহতারা, ঘোরে দূরে দূরে অনলরাশি।

তাঁর সারদা জায়া-জননী ও প্রণয়িনীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে—ফলে সারদার ধ্যান লৌকিক স্মৃতির জগতে সীমাবদ্ধ। তিনি লেখেন, সারদামঙ্গলের 'মৈত্রী ও প্রীতিবিরহ যথার্থ সরল-সহজভাবে বুঝাইতে হইলে আমার সমস্ত জীবনবৃত্তান্ত লেখা আবশ্যক করে, এবং সরস্বতীর সহিত প্রেম, বিরহ ও মিলন বুঝাইতে হইলে অনেকগুলি অসর্ববাদীসম্মত কথা কহিতে হয় ...কেবল জীবনবৃত্তান্ত এখন লিখিতে পারিব না।' (৪ কার্তিক ১২৮৮)। এই কথা চিঠিতে যখন লেখেন, তখন সাধের আসন কাব্য লেখা হচ্ছে। সাধের আসন কবির আত্মজৈবনিক রচনা। এদিকে থেকে কাব্যটি মূল্যবান হলেও, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর প্রত্যাশিত দূরত্ব রক্ষা করা সম্ভব না হওয়ায়, বিহারীলালের বিমূর্ত সৌন্দর্যকল্পনা সাধের আসন কাব্যে অনেকাংশে খণ্ডিত। জায়া-জননী এবং কখনও কাদম্বরী দেবী কাব্যে অনধিকার প্রবেশ না করলেও অতিরিক্ত প্রাধান্য পেয়েছেন। এ-অবস্থায় বিহারীলালের সারদার ধ্যান লৌকিক স্মৃতির জগতে সীমাবদ্ধ এবং কবির কল্পনা প্রায়ই উন্মার্গগামী হয়েছে।

বিহারীলাল যেখানে সাময়িক প্রসঙ্গ অবলম্বন করেন বা বস্তুরূপের বর্ণনা করেন সেখানে তাঁর কাব্যে একধরনের সাফল্য প্রত্যাশিত। অন্যত্র যেখানে তিনি তীব্র ভাবাবেগ-চালিত হয়ে হৃদয়োৎসারিত আনন্দ-বেদনা প্রকাশ করেন সেখানেও তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার্য। কিন্তু যেখানে তিনি রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করেন বা কিছুটা আত্মসচেতন, সেখানেই তিনি বিপন্ন বোধ করেন। সাধের আসনে এই ধরনের বিপদ ঘটেছে। সারদামঙ্গল এদিক থেকে কল্পনার অসংযম ও সংগতির অভাব সত্ত্বেও কাব্যোৎকর্ষলাভে সক্ষম।

বিহারীলালের কবিতা একসময়ে দুর্বোধ্যতার জন্য নিন্দিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সারদামঙ্গল পড়ে মন্তব্য করেন, 'উহা কাব্যই নহে, উহার কোন উদ্দেশ্য নাই, উহা পাঠ করিয়া মনে কোনো স্থায়ী উচ্চভাবের উদয় হয় না।' (দ্র : মন্মথনাথ ঘোষ, বিহারীলাল, উদয়ন, চৈত্র ১৩৪০)। মনে হয়, হেম-নবীনের বক্তব্য-সোচ্চার, তত্ত্বপ্রতিপাদনে আগ্রহী, নৈতিক আদর্শ-প্রচারে সচেষ্ট কবিতার প্রতিক্রিয়ায় বিহারীলাল সম্ভবত সারদামঙ্গল প্রসঙ্গে বলেন, 'এখন বোধ করি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি কোন উদ্দেশ্যেই সারদামঙ্গল লিখি নাই।' তাঁর কাব্যের মূলসুর, 'তোমারে হৃদয়ে রাখি, সদাই আনন্দে থাকি/আমার প্রাণে পূর্ণচন্দ্রোদয় সারা দিবা-রজনী।' সে সময়ে একদিকে যেমন একদল কবি, ঈশ্বর গুপ্তের অনুকরণ করেছেন—শ্লেষ-যমকের চমকে সামাজিক কবিতা লেখার পথ গ্রহণ করেছেন, তেমনি অন্যদিকে রঙ্গলাল-মধুসূদনের অনুকরণে ঐতিহাসিক-পৌরাণিক আখ্যানকাব্য লেখার প্রয়াস আর-একদল কবির রচনায় দেখা গেছে। বিহারীলালের ধারা একসময়ে অনুসরণ করেছেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে বিহারীলালের কবিতার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেও অনতিপরে সম্পূর্ণ নিজস্ব কাব্যজগৎ নির্মাণ ও সৃষ্টি করেন। এখন প্রায় অনুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে বাংলা কাব্যে বিহারীলালের প্রভাব সন্ধান করতে হয়।

তবু বাংলা কবিতার ইতিহাসে বিহারীলাল সন্ধিক্ষণের কবি—একদিকে কবিগানের দেশজধারা, মাটির সঙ্গে যোগ, অন্যদিকে রোমান্টিক গীতিকবিতার বিদেশি ধারা, ভোরের পাখি—দুই ধারার মিলন-মিশ্রণে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত কবি। সারদামঙ্গল-সাধের আসন পড়তেই হবে তাঁকে জানতে—সেই সঙ্গে অন্য-কিছু কবিতার নির্বাচিত অংশ। হয়তো ছোট এই সংকলনটির মধ্য দিয়ে বিহারীলালের কবিতার সঙ্গে একালের পাঠকের নতুন করে পরিচয় হবে। পাঠক সম্পূর্ণ নিরাশ হবেন এমন মনে হয় না। পুনরাবিষ্কারেরও একটা আনন্দ আছে।

১ সেপ্টেম্বর ২০০১ অলোক রায়

সূ চি প ত্র

সঙ্গীত শতক (১৮৬২)

নির্বাচিত অংশের প্রথম পংক্তির সূচি :

বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০)

নির্বাচিত অংশের প্রথম পংক্তির সূচি :

নিসর্গ সন্দর্শন (১৮৭০)

নির্বাচিত অংশের প্রথম পংক্তির সূচি .

বন্ধু বিয়োগ (১৮৭০)

প্রেম প্রবাহিনী (১৮৭০)

নির্বাচিত অংশের প্রথম পংক্তির সূচি :

সারদামঙ্গল (১৮৭৯)

সাধের আসন (১৮৮৯-৯০)

কবিতা ও সংগীত :

নির্বাচিত অংশের প্রথম পংক্তির সূচি :

সঙ্গীত শতক
১৮৬২

রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল আড়াঠেকা

কোথায় রয়েছ প্রেম!
দাও দরশন!
কাতর হয়েছি আমি
করে অন্বেষণ ;

কপটতা—ক্রূরমতি,
বিষময়ী, বক্রগতি,
দংশিয়ে তোমারে বুঝি
করেছে নিধন? ॥ ৪ ॥

রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল আড়াঠেকা

এই যে সমুখে প্রেম
মানসমোহন!
আভাময় প্রভাজালে
আলো ত্রিভুবন ;

সারল্যের স্বচ্ছ জলে,
প্রত্যয়ের শতদলে,
সুখেতে শয়ন করি
সহাসবদন ;

সন্তোষ অনিল বায়,
আনন্দ-লহরী ধায়,
চিত-মধুকর গায়
সুধা বরিষণ—
চারিদিকে সুধা বরিষণ;
এই যে সমুখে প্রেম
মানসমোহন! ॥ ৫ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট্—তাল আড়াঠেকা

প্রাণ প্রেয়সি আমার!
  হৃদয়-ভূষণ,
  কত যতনের হার ;
হেরিলে তব বদন,
যেন পাই ত্রিভুবন,
অন্তরে উথলে ওঠে
  আনন্দ অপার ॥ ৬ ॥

রাগিণী মূলতান—তাল আড়াঠেকা

কেন কেন প্রাণপ্রিয়ে
  হয়েছ-এমন!
নিতান্ত উদাসপ্রায়,
  ভাঙা ভাঙা মন ;

কপোল হয়েছে লাল,
ঘামিছে মোহন ভাল,
নিশ্বাসে অধর ঝলে,
  নেত্রে জ্বলে হুতাশন ॥ ৮ ॥

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা

হায়, সুখময় ফুলবন
  হয়েছে দাহন!
  নীরব এখন—
কোকিলের কুহুরব,
  অলির গুঞ্জন ;

আর পূর্ণিমার ভাসে
ফুল ফুটে নাহি হাসে,
করে না মধুর বাসে
  প্রমোদিত মন ॥ ৯ ॥

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল ধামাল

এস লো প্রেয়সি
  এস হৃদি মাজে!
রতন, পতন পদে,

নাহি সাজে ;
কিছুতো করনি দোষ,
কি জন্যে করিব রোষ,
কাতর দেখিলে তোরে,
ব্যথা বাজে—
প্রাণে ব্যথা বাজে ;
এস লো প্রেয়সি এস
হৃদি মাজে! ৷৷ ১০ ৷৷

....

রাগ মালকোশ—তাল মধ্যমান

না দেখিলে দহে প্রাণ,
দেখিলে দ্বিগুণ দয়.
কিছুই বুঝিতে নারি
কেনই এমন হয় ;

হেরে প্রিয় চন্দ্রানন
যখন মোহিত মন,
তখনি অমনি হৃদে
জাগে অদর্শন ভয় ;

ক্ষণমাত্র ক্ষণপ্রভা
প্রকাশে আপন প্রভা,
আঁধার কি যায় তায়?
আরো অন্ধকার হয়। ৷৷ ১২ ৷৷

রাগ মালকোশ—তাল মধ্যমান

যত দেখি, ততই যে
দেখিবারে বাড়ে সাদ,
নির্মল লাবণ্য-রসে
না জানি কি আছে স্বাদ!
কে যেন বাঁধিয়ে মন
বলে করে আকর্ষণ,
ফিরেও ফিরিতে নারি,
বিষম প্রমাদ! ৷৷ ১৩ ৷৷

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা

বুঝাতে হবেনা আর
বুঝি আমি সুমদায়,
পরে যাহা হবে, তাহা
প্রথমেই জানা যায়,

সকলেরি আছে চিহ্ন,
কিছু নাই চিহ্ন ভিন্ন
উঠন্তি গাছের আগে
পাতায় প্রকাশ পায় ;

যামিনী যখন আসে.
অন্ধকার হয়ে আসে,
উষার আসার আগে
শুকতারা দেখা দেয় ;

হইলে কমলকলি,
পরে মধু লভে অলি,
আকন্দ মুকুল হতে
কভু কি লভেছে তায় ? ॥ ৩৬ ॥

....

রাগ মালকোশ—তাল আড়াঠেকা

আহা প্রাণ জুড়াইল
ছাতে এসে এ সময়ে!
উঃ কি গুমোট্! গেহে
কার সাধ্য থাকে সয়ে,

অম্বরেতে নিশাকর
প্রসারি বিশদ কর,
নিস্তব্ধ ধরায় দেখে
বিস্মিতেরপ্রায় হয়ে,
প্রকৃতি লাবণ্যে ভাসে,
সুখিনী যামিনী হাসে,
সুশীতল সমীরণ
ধীরে ধীরে যায় বয়ে? ॥ ৪০ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা

কেন আজি নিদ্রাদেবী
হয়েছ নিদয়?
তোমার বিরহে আমি
ব্যাকুল-হৃদয় ;

যদিও মালতীমালা
বুকে-মুখে করে খেলা,
যদিও মলয়ানিল
ঝর ঝর বয়,

সকলি বিষের বাণ,
ছটফট করে প্রাণ,
শয্যা যেন শত শূল,
কত আর সয়?

জগতের জ্বালা হতে
কিছু অবসর লতে,
প্রতিদিন এ সময়ে
তব আলিঙ্গনে—

আসিয়ে মজিয়ে রই,
নব বলে বলী হই,
কোথা দিয়ে কেটে যায়
ক্লান্তির সময়। ॥ ৪১ ॥

রাগ মালকোশ—তাল আড়াঠেকা

কেবল অন্তরে দেখে
তৃপ্ত নাহি হয় মন,
দরশন-সুধা বিনে
কাঁদে কাতর নয়ন ;
যদিও প্রেয়সি তোরে
এঁকেছি হৃদি মাঝারে,
শুধু ছবি সান্ত্বনা কি
পারে করিতে কখন?

বটে পূর্ণিমার শশি
হৃদয়ে রয়েছে পশি,
তবু এলে অমানিশি
পরাণ করে কেমন! ॥ ৪২ ॥

....

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা

ভুলি ভুলি মনে করি
ভুলিতে পারিনে তারে!
ক্ষণে ক্ষণে দেয় দেখা
আসিয়ে হৃদিমাঝারে ;

এত সাধের ভালোবাসা,
এত সাধের তত আশা,
সকলি ফুরায়ে গেল
হায় হায় একেবারে! ॥ ৫৭ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা

কেন রে হৃদয় কেন
হয়েছ এত কাতর!
সকলেতে স্পৃহাশূন্য,
কাঁদিতেছ নিরন্তর!

ক্ষুধা, তৃষা, নিদ্রাহীন,
দেহ, মন, প্রাণ ক্ষীণ,
অন্তরে অনল লীন,
তাপে মর্ম জরজর! ॥ ৫৮ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল তিওট

কেন মন হইল এমন!
অকারণ সদা জ্বালাতন,

কিছুই লাগেনা ভালো
প্রেম, স্নেহ, সুখ, আলো,
প্রকৃতির শোভা বিমোহন ;

সে সব, সে সব নয়,
যেন সব শূন্যময়,
চারিদিক জ্বলন্ত দহন! ॥ ৬৩ ॥

....

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা

এসেছি বা কোথা হতে
এখানে আমি,
কোথা করিব গমন?

হাসে খেলে বন্ধু ভাই,
এই দেখি, এই নাই,
কোথায় অদৃশ্য হস্ত
করে আকর্ষণ?

তিমিরসংঘাতদ্বয়
রুধেছে নয়নদ্বয়,
কোনো মতে নাহি হয়
দৃষ্টি প্রসারণ ;

নাহি জানি আদি অন্ত,
মৃষা-ভ্রমে হয়ে ভ্রান্ত,
কল্পনা-সাগরে পড়ে
দিই সন্তরণ! ॥ ৮৩ ॥

....

রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালি

আহা কি মধুরতর
সরল হৃদয়!
অকপট আনন্দের
নির্মল আলয় ;

চরাচর ত্রিসংসার
সকলেই আপনার,
স্বপনে জানে না কারে
অবিশ্বাস কয় ;

জগতের কোন্ জ্বালা
করেনাকো ঝালাপালা,
সন্তোষের সুধাকর
অন্তরে উদয়। ॥ ৯৬ ॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা

বৃথায় ভ্রমিনে আর
অসার প্রেমের আশে,
হৃদয় প্রফুল্ল পদ্ম
শান্তি-সুধারসে ভাসে ;

কিছুই যাতনা নাই,
সদাই আনন্দ পাই,
আমি যারে ভালোবাসি,
সবে তারে ভালোবাসে! ॥ ৯৭ ॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা

প্রণয় করেছি আমি
প্রকৃতি-রমণী সনে,
যাহার লাবণ্যছটা
মোহিত করেছে মনে ;

মুখ—পূর্ণ সুধাকর,
কেশজাল—জলধর,
অধর—পল্লব নব
রঞ্জিত যেন রঞ্জনে ;

সমুজ্জ্বল তারাগণ,
শোভে হীরকভূষণ,
শ্বেত ঘন সুবসন
উড়ে পড়ে সমীরণে ;
বায়ুর প্রতি হিল্লোলে
লতাগুলি হেলে দোলে,
কৌতুকিনী কুতুহলে
নাচে চঞ্চল চরণে ;

হেলিয়ে স্তবক-ভরে
মরি কত লীলা করে,
পয়োধর ভারভরে
ঢলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে

প্রফুল্ল কুসুমরাশি,
অধরে উজ্জ্বল হাসি,
বাজায় মধুর বাঁশি
অলির সুধা-গুঞ্জনে ;

কমল নয়নে চায়,
আহা কি মাধুরী তায়!
মুনিমন মোহ যায়
হেরিলে স্থির নয়নে ;
পাখির ললিত তান,
প্রাণপ্রিয়া গায় গান,
উদাস করয়ে প্রাণ,
সুধা বরষে শ্রবণে ;

যখন যথায় যাই,
প্রকৃতিতো ছাড়া নাই,
ছায়াসমা প্রিয়তমা
সদা আছে সনে সনে!

তেমন সরল প্রাণ
দেখিনি কারো কখনো,
মৃদু-মধু-হাসি, যেন
লেগে রয়েছে আননে!

হেরিয়ে তাহার মুখ
অন্তরে পরম সুখ,
নাহি জানি কোনো দুখ
সদা তার সুসেবনে ;

ক্ষুধায় সুস্বাদু ফল,
তৃষায় শীতল জল,
যখন যা প্রয়োজন,
জোগায় অতি যতনে ;

সাধের বসন্তকালে
চাঁদের হাসির তলে
নিদ্রা আকর্ষণ হলে
ঢুলায় ধীরে ব্যজনে ;

যাহাতে না হই দুখী,
যাহাতে হইব সুখী,
সর্বদাই বিধুমুখী
আছে তার অন্বেষণে !

(যথা যায় ভালোবাসা,
পাছু পাছু ধায় আশা,)
ইহার কামনা নাই,
ভালোবাসে অকারণে !

একান্ত সঁপেছে মন,
সমভাব অনুক্ষণ,
এত করিয়ে যতন
করিবে কি অন্য জনে ?

যেমন রূপ লোভন,
তেমনি গুণশোভন,
এমন অমূল্য ধন
কি আছে আর ত্রিভুবনে ! ॥ ৯৯ ॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা

"সংগীত-শতক" প্রিয়ে !
হল সমাপন !
তব বিনোদন তরে
ইহার রচন ;

বুঝিলে ইহার ভাব,
পাইবে আমার ভাব,
প্রেম, ধর্ম, প্রকৃতির
হবে উদ্দীপন ;

যতই ডুবিয়ে যাবে,
ততই আস্বাদ পাবে,
নব নব ভাবরসে
তৃপ্ত হবে মন ;

সুখ সুখ লোকে কয়,
সুখ শুধু কথা নয়,
পবিত্র প্রণয় জেনো
তাহার কারণ ;

ভালো করে দেখো দেখো,
অন্তরেতে দৃষ্টি রাখো,
সদয় সরল মনে
করো অন্বেষণ!

যেখানে দেখিলে ছাই,
উড়াইয়ে দেখো তাই!
পেলেও পেতেও পার
লুকানো রতন ;

অয়ি সহৃদয়া বালা
কিন্নর-মধুর-গলা!
হাসিমুখে গাও ভাই!
জুড়াই শ্রবণ—
শুনে জুড়াই শ্রবণ।

"সংগীত-শতক" প্রিয়ে!
হল সমাপন!

বঙ্গসুন্দরী
১৮৭০

প্রথম সর্গ

উপহার

"গাত্রেষু চন্দনরসো দৃশি শারদেন্দু
রানন্দ এব হৃদয়ে।"
—ভবভূতি

সর্বদাই হুহু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন ;
চারিদিকে ঝালাপালা,
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন। ১

লোক-মাঝে দেঁতো-হাসি হাসি,
বিরলে নয়ন-জলে ভাসি ;
রজনী নিস্তব্ধ হলে,
মাঠে শুয়ে দূর্বাদলে,
ডাক ছেড়ে কাঁদি ও নিশ্বাসি। ২

শূন্যময় নির্জন শ্মশান,
নিস্তব্ধ গম্ভীর গোরস্থান,
যখন যখন যাই
একটু যেন তৃপ্তি পাই,
একটু যেন জুড়ায় পরান। ৩

সুদুর্ভর হৃদয় বহিয়ে,
কত যুগ রহিব বাঁচিয়ে!
অগ্নিভরা, বিষভরা,
রে রে স্বার্থভরা ধরা!
কত আরো থাকিবি ধরিয়ে! ৪

কভু ভাবি ত্যেজে এই দেশ,
যাই কোনো এ হেন প্রদেশ,
যথায় নগর-গ্রাম
নহে মানুষের ধাম,
পড়ে আছে ভগ্ন-অবশেষ। ৫

গর্বভরা অট্টালিকা যায়,
এবে সব গড়াগড়ি যায় ;
বৃক্ষ-লতা অগণন
ঘেরে করে আছে বন,
উপরে বিষাদবায়ু বায়। ৬

প্রবেশিতে যাহার ভিতরে,
ক্ষীণ প্রাণী নরে ত্রাসে মরে ;
যথায় শ্বাপদদল
করে ঘোর কোলাহল,
ঝিল্লি সব ঝিঁঝি রব করে। ৭

তথা তার মাঝে বাস করি,
ঘুমাইব দিবা-বিভাবরী ;
আর কারে করি ভয়,
ব্যাঘ্রে সর্পে তত নয়,
মানুষ জন্তুকে যত ডরি। ৮

কভু ভাবি কোনো ঝরনার,
উপলে বন্ধুর যার ধার ;
প্রচণ্ড প্রপাত-ধ্বনি,
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দিকে হতেছে বিস্তার ;— ৯

গিয়ে তার তীরতরু তলে,
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে,
ডুবাইয়ে এ শরীর,
শবসম রব স্থির
কান দিয়ে জল-কলকলে। ১০

যে সময় কুরঙ্গিণীগণ,
সবিস্ময়ে ফেলিয়ে নয়ন,
আমার সে দশা দেখে,
কাছে এসে চেয়ে থেকে,
অশ্রুজল করিবে মোচন ;— ১১

সে সময়ে আমি উঠে গিয়ে,
তাহাদের গলা জড়াইয়ে,
মৃত্যুকালে মিত্র এলে,
লোকে যেম্নি চক্ষু মেলে,
তেম্নিতর থাকিব চাহিয়ে। ১২

কভু ভাবি সমুদ্রের ধারে,
যথা যেন গর্জ্জে একেবারে
প্রলয়ের মেঘ-সংঘ ;
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভঙ্গ
আক্রমিছে গর্জ্জিয়া বেলারে। ১৩

সম্মুখেতে অসীম, অপার,
জলরাশি রয়েছে বিস্তার ;
উত্তাল তরঙ্গ সব,
ফেনপুঞ্জে ধবধব,
গণ্ডগোলে ছোটে অনিবার। ১৪

মহা বেগে বহিছে পবন,
যেন সিন্ধু-সঙ্গে করে রণ ;
উভে উভ প্রতি ধায়,
শব্দে ব্যোম ফেটে যায়,
পরস্পরে তুমুল তাড়ন। ১৫

সেই মহা রণ-রঙ্গস্থলে,
স্তব্ধ হয়ে বসিয়ে বিরলে,
(বাতাসের হুহু রবে,
কান বেশ ঠাণ্ডা রবে ;)
দেখিগে, শুনিগে সে সকলে। ১৬

যে সময়ে পূর্ণ সুধাকর
ভূষিবেন নির্মল অম্বর,
চন্দ্রিকা উজলি বেলা
বেড়াবেন করে খেলা,
তরঙ্গের দোলার উপর ; ১৭

নিবেদিব তাঁহাদের কাছে,
মনে মোর যত খেদ আছে ;
শুনি, নাকি মিত্রবরে,
দুখের যে অংশী করে,
হাঁপ ছেড়ে প্রাণ তার বাঁচে।

কভু ভাবি পল্লিগ্রামে যাই,
নাম-ধাম সকল লুকাই ;
চাষিদের মাজে রয়ে,
চাষিদের মতো হয়ে,
চাষিদের সঙ্গেতে বেড়াই। ১৯

প্রাতঃকালে মাঠের উপর,
শুদ্ধ বায়ু বহে ঝর্‌ঝর্‌,
চারিদিক মনোরম,
আমোদে করিব শ্রম ;
সুস্থ-স্ফূর্ত হবে কলেবর। ২০

বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরি,
সাদা-সোজা গ্রাম্য গান ধরি,
সরল চাষার সনে,
প্রমোদ-প্রফুল্ল মনে
কাটাইব আনন্দে সর্বরী। ২১

বরষার যে ঘোরা নিশায়,
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায় ;
ভীষণ বজ্রের নাদ,
ভেঙে যেন পড়ে ছাদ,
বাবু সব কাঁপেন কোঠায় ; ২২

সে নিশায় আমি ক্ষেত্র-তীরে,
নড়বড়ে পাতার কুটীরে,
স্বচ্ছন্দে রাজার মতো
ভূমে আছি নিদ্রাগত ;
প্রাতে উঠে দেখিব মিহিরে। ২৩

বৃথা হেন কত ভাবি মনে,
বিনোদিনী কল্পনার সনে ;
জুড়াইতে এ অনল,
মৃত্যু ভিন্ন অন্য জল
বুঝি আর নাই এ ভুবনে! ২৪

দ্বিতীয় সর্গ

নারীবন্দনা

"इयम् गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्त्तिर्नयनयो:"
—ভবভূতি

জগতের তুমি জীবিত রূপিণী,
জগতের হিতে সতত রতা ;
পুণ্য তপোবন সরলা হরিণী,
বিজন কানন কুসুম-লতা। ১

পূরণিমা চারু চাঁদের কিরণ,
নিশার নীহার, উষার আলা,
প্রভাতের ধীর শীতল পবন,
গগনের নব নীরদ-মালা। ২

প্রেমের প্রতিমে, স্নেহের সাগর
করুণা নিঝর, দয়ার নদী,
হত মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি জগতে যদি। ৩

নাহি মণিময় যে রাজপ্রাসাদে
তোমার প্রতিমা বিরাজমান,

সে যেন মগন রয়েছে বিষাদে,
হাঁ হাঁ করে যেন শূন্য শ্মশান। ৪

অধিষ্ঠান হলে কুঁড়ের ভিতরে,
কুঁড়েখানি তবু সাজেগো ভালো ;
যেন ভগবতী কৈলাস শিখরে,
বসিয়ে আছেন করিয়ে আলো। ৫

নাহিকো তেমন বসন-ভূষণ,
বাকল-বাসনা দুখিনী বালা ;
করে দুই গাছি ফুলের কাঁকন
গলে একগাছি ফুলে মালা। ৬

কোলে শুয়ে শিশু ঘুমায়ে ঘুমায়ে,
আধ আধ কিবে মধুর হাসে!
স্নেহে তার পানে তাকায়ে তাকায়ে,
নয়নের জলে জননী ভাসে। ৭

যদি এই তব হৃদয়ের ধন,
আচম্বিতে আজি হারায়ে যায় ;
ঘোর অন্ধকার হের ত্রিভুবন,
আকাশ ভাঙিয়ে পড়ে মাথায়। ৮

এলোকেশে ধাও পাগলিনীপ্রায়,
চেয়ে পথে পথে বিহ্বল মনে ;
খুঁজি পাতি পাতি না পেলে বাছায়,
কাঁদিয়ে বেড়াও গহন বনে। ৯

পুন যদি পাও বহুদিন পরে,
হারানো রতন নয়ন-তারা ;
ভাস একেবারে সুখের সাগরে,
স্নেহরস ভরে পাগলপারা। ১০

করুণাময়ী গো আজি মা কেমন,
হরষ উদয় তোমার মনে।
নাহিকো এমন পরম পাবন ;

অমরাবতীর বিনোদ-বনে। ১১
যেমন মধুর স্নেহে ভরপুর,
নারীর সরল উদার প্রাণ ;
এ দেব-দুর্লভ সুখ সুমধুর,
প্রকৃতি তেমতি করেছে দান। ১২
আমরা পুরুষ, পরুষ নীরস,
নহি অধিকারী এ হেন সুখে ;
কে দিবে ঢালিয়ে সুধার কলস,
অসুরের ঘোর বিকট মুখে। ১৩

হৃদয় তোমার কুসুম কানন,
কত মনোহর কুসুম তায় ;
মরি চারিদিকে ফুটেছে কেমন,
কেমন পাবন সুবাস বায়! ১৪

নীরবে বহিছে সেই ফুলবনে,
কিবে নিরমল প্রেমের ধারা ;
তারকা খচিত উজল গগনে,
আভাময় ছায়াপথের পারা! ১৫

আননে, লোচনে, কপোলে, অধরে,
সে হৃদি-কানন কুসুমরাশি
আপনা-আপনি আসি থরে থরে,
হইয়ে রয়েছে মধুর হাসি। ১৬

অমায়িক দুটি সরল নয়ন,
প্রেমের কিরণ উঁজলে তায় ;
নিশান্তের শুক্‌তারার মতন,
কেমন বিমল দীপতি পায়! ১৭

অয়ি ফুলময়ী প্রেমময়ী সতী,
সুকুমারী নারী, ত্রিলোক-শোভা,
মানস কমল কানন ভারতী,
জগজন-মন নয়নলোভা! ১৮

তোমার মতন সুচারু চন্দ্রমা,
আলো করে আছে আলয় যার ;

সদা মনে জাগে উদার সুষমা,
রণে বনে যেতে কি ভয় তার! ১৯

করম ভূমিতে পুরুষ সকলে,
খাটিয়ে খাটিয়ে বিকল হয় ;
তব সুশীতল প্রেমতরুতলে,
আসিয়ে বসিয়ে জুড়ায়ে রয়। ২০

তুমি গো তখন কতই যতনে,
ফল-জল আনি সমুখে রাখ ;
চাহি মুখপানে স্নেহের নয়নে,
সহাস আননে দাঁড়ায়ে থাক। ২১

ননির পুতুল শিশু সুকুমার,
খেলিয়ে বেড়ায় হরষে হেসে ;
কোনো কিছু ভয় জনমিলে তার,
তোমারি কোলেতে লুকায় এসে। ২২

স্থবির-স্থবিরা জনক-জননী,
তুমি স্নেহময়ী তাঁদের প্রাণ ,
রাখ চোকে চোকে দিবস রজনী,
মুখে মুখে কর আহার দান। ২৩

নবীনা নন্দিনী কেশ, এলাইয়ে,
রূপেতে উজলি বিজলী হেন ;
নয়নের পথে দুলিয়ে দুলিয়ে,
সোনার প্রতিমে বেড়ায় যেন। ২৪

রোগীর আগার, বিষাদে আঁধার,
বিকার-বিহুল রোগীর কাছে,
পাখাখানি হাতে করি অনিবার,
দয়াময়ী দেবী বসিয়ে আছে। ২৫

নাই আগামূল কত বকে ভুল,
শুনে উড়ে যায় তরাসে প্রাণ ;
হেরি হুলুস্থুল হৃদয় ব্যাকুল,
নয়নের নীরে ভাসে বয়ান। ২৬

সতত যতন, সদা ধ্যান-জ্ঞান,
কীরূপে সেজন হইবে ভালো ;
বিপদের নিশি হবে অবসান,
প্রকাশ পাইবে তরুণ আলো। ২৭

দুখীর বালক ধুলায় ধূসর,
ক্ষুধায় আতুর, মলিন মুখ ;
ডাকিয়া বসাও কোলের উপর,
আঁচলে মুছাও আনন-বুক। ২৮

পরম করুণ জননীর মতো,
ক্ষীর-সর-ছানা-নবনী আনি,
মুখে তুলে দাও আদরিয়ে কত ;
গায়েতে বুলাও কোমল পাণি। ২৯

স্নেহরসে তার গলে যায় প্রাণ,
অচলা ভকতি জনমে চিতে ;
ভেসে ভেসে আসে জলে দু-নয়ান,
পদধূলি চায় মাথায় দিতে। ৩০

আহা কৃপাময়ী, এ জগতীতলে,
তুমিই পরমা পাবনী দেবী ;
প্রাণীরা সকলে রয়েছে কুশলে,
তোমার অপার করুণা সেবি! ৩১

তুমি যারে বাম, সেই হতভাগা,
দুনিয়ায় তার কিছুই নাই ;
একা-ভেকা হয়ে বেড়ায় অভাগা,
ঘুরে ঘুরে মরে সকল ঠাঁই। ৩২

হিমালয়ে আসি করি যোগাসন,
প্রেমের পাগল মহেশ ভোলা ;
ধেয়ান তোমারি কমল চরণ,
ভাবে গদগদ মানস খোলা। ৩৩

নিশীথ সময়ে আজো ব্রজবনে,
মদনমোহন বেড়ান আসি ;
কালিন্দীর কূলে দাঁড়ায়ে, সঘনে ;
রাধা রাধা বলে বাজান বাঁশি। ৩৪

শুনিয়ে কানুর বেণুর সে রব,
দিগঙ্গনাগণ চকিত হয় ;
ফল ফুলে সাজে তরু-লতা সব,
যমুনার জল উজান বয়। ৩৫

কোকিল কুহরে, ভ্রমর গুঞ্জরে,
সুধীর মলয় সমীর বায় ;
যেন পাগলিনী গোপিনী নিকরে,
শ্যাম কালোশশী হেরিতে ধায়। ৩৬

না হেরি সেথায় সে নীল কমলে,
নেহারে সকলে বিকল মনে
চরণ-প্রতিমা রয়েছে ভূতলে,
বাজিছে নূপুর সুদূর বনে। ৩৭

আহা অবলায় কী মধুরিমায়,
প্রকৃতি সাজায় বলিতে নারি!
মাধুরী মালায় মনের প্রভায়,
কেমন মানায় তোমায় নারী! ৩৮

মধুর তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার সরল মন ;
মধুর তোমার চরিত উদার,
মধুর তোমার প্রণয়-ধন। ৩৯

সে মধুর ধন বরে যেইজনে,
অতি সুমধুর কপাল তার ;
ঘরে বসি, করে পায় ত্রিভুবনে,
কিছুরি অভাব থাকে না আর! ৪০

অয়ি মধুরিমে, লোচন-পূর্ণিমে!
সমুখে আমার উদয় হও;
আঁকি আটখানি তোমার প্রতিমে,
স্থির হয়ে তুমি দাঁড়ায়ে রও। ৪১

মনের, দেহের চেহারা তোমার,
ভেবে ভেবে আজ হইব ভোর,

আচম্বিতে এক আসিবে আমার,
আধ ঘুম ঘুম নেশার ঘোর। ৪২

ঢুলু ঢুলু সেই নেশার নয়নে
যেমতি মুরতি স্ফুরতি পাবে,
আপনা-আপনি হৃদি দরপণে
তেমতি আদরা পড়িয়া যাবে। ৪৩

টানিব তখন খাড়া হয়ে উঠে,
আদরা-মাফিক দু-চারি রেখা ;
সাজাইয়ে রং ত্রিভুবন ঘুঁটে ;
দেখিব কেমন হইল লেখা। ৪৪

বাঁচিতে প্রার্থনা নাহিকো আমার,
যে কদিন বাঁচি তবুগো নারী!
উদার-মধুর মুরতি তোমার,
যেন প্রাণভোরে আঁকিতে পারি! ৪৫

তৃতীয় সর্গ

সুরবালা

"ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি
বসুধাতলাত্।"
—কালিদাস

একদিন দেব তরুণ তপন,
হেরিলেন সুরনদীর জলে ;
অপরূপ এক কুমারী রতন,
খেলা করে নাল-নলিনীদলে। ১

বিকশিত নীল কমল আনন,
বিলোচন নীল কমল হাসে,
আলো করে নীল কমল বরণ
পূরেছে ভুবন কমল-বাসে। ২

তুলি তুলি নীল কমল কলিকা,
ফুঁ দিয়ে ফুটায় অফুট দলে ;
হাসি হাসি নীল নলিনী বালিকা,
মালিকা গাঁথিয়ে পরিছে গলে। ৩

লহরী লীলায় নলিনী দোলায়,
দোলেরে তাহায় সে নীলমণি ;
চারিদিকে অলি উড়িয়ে বেড়ায়,
করি গুনু গুনু মধুর ধ্বনি। ৪

অপ্সরী কিন্নরী দাঁড়াইয়ে তীরে,
ধরিয়ে ললিত করুণ তান ;
বাজায়ে বাজায়ে বীণা ধীরে ধীরে,
গাহিছে আদরে স্নেহের গান। ৫

চারিদিক দিয়ে দেবীরা আসিয়ে,
কোলেতে লইতে বাড়ান কোল ;
যেন অপরূপ নলিনী হেরিয়ে,
কাড়াকাড়ি করি করেন গোল। ৬

তুমিই সে নীল নলিনী সুন্দরী,
সুরবালা সুর-ফুলের মালা ;
জননীর হৃদি-কমল উপরি,
হেসে হেসে বেশ করিতে খেলা!

হরিণীর শিশু হরষিত মনে,
জননীর পানে যেমন চায় ;
তুমিও তেমনি বিকচ নয়নে,
চাহিয়ে দেখিতে আপন মায়। ৮

আহা, তাঁর ভাবী আশার অম্বরে,
বিরাজিতে রামধনুর মতো ;
হেরিয়ে তোমায়, মনের ভিতরে,
না জানি আনন্দ পেতেন কত! ৯

আচম্বিতে হায় ফুরাল সকল,
ফুরাল জীবন ফুরাল আশা ;

হারায়ে জননী নন্দিনী বিহ্বলা,
ভাঙিল তাহার স্নেহের বাসা! ১০

ঠিক তুমি তাঁর জীয়ন্ত প্রতিমা,
জগতে রয়েছ বিরাজমান ;
তেমনি উদার রূপের মহিমা
তেমনি মধুর সরল প্রাণ। ১১

তেমনি বরণ, তেমনি নয়ন,
তেমনি আনন, তেমনি কথা ;
ধরায় উদয় হয়েছে কেমন,
অমৃত হইতে অমৃতলতা! ১২

শ্যামল বরন, বিমল আকাশ ;
হৃদয় তোমার অমরাবতী ;
নয়নে কমলা করেন নিবাস,
আননে কোমলা ভারতী সতী। ১৩

সীতার মতো সরল অন্তর,
দ্রৌপদীর মত রূপসী শ্যামা ;
কালো রূপে আলো করি চরাচর,
কে গো এ বিরাজে মুগুধা বামা! ১৪

বালিকার মতো ভোলা খোলা মন,
বালিকার মতো বিহীন লাজ ;
সকলেরে ভাবে ভেয়ের মতন,
নাহিকো বসন ভূষণ সাজ। ১৫

কিবে অমায়িক বদনমণ্ডল,
কিবে অমায়িক নয়ন-গতি ;
কিবে অমায়িক বাসনা সকল,
কিবে অমায়িক সরল মতি! ১৬

কথা কহে দূরে দাঁড়ায়ে যখন,
সুরপুরে যেন বাঁশরি বাজে ;
আলুথালু চুলে করে বিচরণ,
মরিগো তখন কেমন সাজে! ১৭

মুখে বেশি হাসি আসে যে সময়,
করতল তুলি আনন ঢাকে ;
হাসির প্রবাহ মনে মনে বয়,
কেমন সরেস দাঁড়ায়ে থাকে! ১৮

চটকের রূপে মন চটা যার,
শোকে-তাপে যার কাতর প্রাণী ;
বিরলে ভাবিতে ভালো লাগে তার,
এ নীল নলিনী প্রতিমাখানি। ১৯

প্রভুত্বের মহা বাসনাসকল,
নাচাইতে আর নারে যে জনে ;
যশ-জাদুমন্ত্রে হইতে বিহ্বল,
শরম জনমে যাহার মনে ; ২০

নট-নাটশালা এই দুনিয়ায়,
কিছুই নূতন ঠ্যাকেনা যারে,
কালের কুটিল কলোল মালায়,
যাহা ঘটে যায় সহিতে পারে ; ২১

কেবল যাহার সরল পরানে,
ঘোচেনি পাবন প্রেমের ঘোর ;
প্রণয়া পরম দেবতার ধ্যানে,
বসিয়ে রয়েছে হইয়ে ভোর ; ২২

তাহারি নয়নে ও রূপমাধুরী,
যমুনা-লহরী বহিয়ে যায় ;
স্বপনে হেরিছে যেন সুরপুরী,
রসভরে মন পাগলপ্রায়। ২৩

সুরবালা! মম সখা সহৃদয়,
হেরিয়ে তোমায় পাগল হেন ;
ভূতলে হেরিলে চাঁদের উদয়,
চকোর পাগল হবেনা কেন? ২৪

সহসা মানস্ তামস মন্দিরে,
বিকশিল এক নূতন আলো ;

ভেদ করি অমানিশার তিমিরে,
প্রাচী দিশা যেন হইল লাল। ৭৩

প্রকাশ পাইল সে আলো মালায়,
অমরাবতীর বিনোদ বন ;
কত অপরূপ তরু শোভে তায়,
চরে অপরূপ হরিণীগণ। ৭৪

বিমলসলিলা নদী মন্দাকিনী,
দুলে দুলে যেন মনোরি রাগে ;
ভাঁজি কুলুকুলু মধুর রাগিণী,
খেলা করে তার মেখলাভাগে। ৭৫

নিরিবিল এক তীরতরুতলে,
সে সুররূপসী উদাস প্রাণে ;
বসিয়ে কোমল নব দূর্বাদলে,
চাহিয়ে আছেন লহরীপানে। ৭৬

বাম করতলে কপোল-কমল,
আকুল কুন্তলে আনন ঢাকা ;
নয়নে গড়ায়ে বহে অশ্রুজল,
পটে যেন স্থির প্রতিমা আঁকা। ৭৭

অঙ্গের ওড়না ভূতলে লুটায়,
লুটায় কবরী-কুসুমমালা ;
পারিজাত-হার ছিঁড়েছে গলায়,
গলে পড়ে করে রতনবালা। ৭৮

ঘুমায় অদূরে বীণা-বিনোদিনী,
বাঁধা আছে সুর, বাজে না তান ;
এই কতক্ষণ যেন এ মানিনী,
গাহিতেছিলেন খেদের গান। ৭৯

ঝরে ঝরে পড়ে তরু থেকে ফুল,
ঠেকে ঠেকে গায় ছড়িয়ে যায় ;
মধুকরকুল আকুল-ব্যাকুল,
গুনুগুনু রবে উড়ে বেড়ায়। ৮০

স্বভাব-সুন্দর চারু কলেবরে,
বিকশে সুষমা কুসুম-রাজি ;
সুরসীমন্তিনী অভিমানভরে,
কেমন মধুর সেজেছে আজি! ৮১

মধুর তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার চাঁচর কেশ ;
মধুর তোমার পারিজাত-হার,
মধুর তোমার মানের বেশ! ৮২

চোকের উপরে সব শূন্যময়,
কাঁদিয়ে উঠিছে আপনি প্রাণ ;
ভাবে ভেরে ভেরে ডুবিছে হৃদয়,
ধীর নীরে যেন ডুবিছে যান। ৯৭

জ্ঞান-বলে প্রবোধিয়ে বার বার,
বাঁধিলেন তুলে ডোবান বুক ;
সে অবধি আহা সখার আমার,
বিষণ্ণ হইয়ে রয়েছে মুখ! ৯৮

না জানি বিধাতা আরো কতদিনে
হেরিব সখার মুখেতে হাসি!
সে সুর-ললনা কলপনা বিনে,
কে বাজাবে প্রাণে ভোরের বাঁশি: ৯৯

ললিত রাগেতে গলিবে পরান,
উথুলে উঠিবে হৃদয়-মন ;
বিষাদের নিশা হবে অবসান
ফুটিয়ে হাসিবে কমল-বন! ১০০

তুমিই সুরবালা! সে সুররমণী,
উষারানী হৃদি-উদয়াচলে;
সখা-শক্তিশেল-বিশল্যকরণী,
মৃতসঞ্জীবনী ধরণীতলে। ১০১

নিসর্গ সন্দর্শন
১৮৭০

সমুদ্রদর্শন

"বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়-
মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা"
—কালিদাস

একি এ, প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্মুখে আমার!
অসীম আকাশপ্রায় নীল জল-রাশি ;
ভয়ানক তোলপাড় করে অনিবার,
মুহূর্তেকে যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি। ১

আগু-পাছু কোটি কোটি কি কল্লোল-মালা!
প্রকাণ্ড পর্বত সব যেন ছুটে আসে ;
উঃ কি প্রচণ্ড রাব! কানে লাগে তালা,
প্রলয়ের মেঘ যেন গরজে আকাশে। ২

তুলার বস্তার মতো ফেনা রাশি রাশি,
তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ধায় ;
রাশি রাশি সাদা মেঘ নীলাম্বরে ভাসি,
ঝড়ের সঙ্গেতে যেন ছুটিয়া বেড়ায়। ৩

সমীরণ এমন কোথাও হেরি নাই,
ঝরঝর নিরন্তর লাগে বুকে-মুখে ;
ব্রহ্মাণ্ডের বায়ু যেন হয়ে একঠাঁই,
ক্রমাগত আসে আজি মম অভিমুখে। ৪

উড়িতেছে ফেনা সব বাতাসের ভরে,
ঝকঝকে বড় বড় আয়নার মতন ;
আহা মরি ও সবার ভিতরে ভিতরে,
এক এক ইন্দ্রধনু সেজেছে কেমন! ৫

যেন এরা সসম্ভ্রমে শূন্যে বেড়াইয়া,
দেখিতেছে জলধির তুমুল তাড়ন ;
যেন সব সুরনারী বিমানে চাপিয়া,
ভয়ে ভয়ে হেরিছেন দেবাসর-রণ। ৬

ফরফর-নিশান চলেছে পোতশ্রেণি,
টলমল-ঢলঢল, তরঙ্গ দোলায় ;
হাসিমুখী পরী সব আলুথালু বেণী
নাচন্ত ঘোড়ায় চড়ে যেন ছুটে যায়। ৭

আপনার মনে ওহে উদার সাগর।
গড়ায়ে গড়ায়ে তুমি চলেছ সদাই ;
প্রাণীদের কলরবে পোরা চরাচর,
কিন্তু তব কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। ৮

আহা সদাশয় সাধু উদার অন্তরে,
থাকেন আপন ভাবে আপনি মগন!
জনতার কলকলে তাঁহার কি করে?
প্রয়োজন জগতের মঙ্গল সাধন! ৯

কেন তুমি পূর্ণিমার পূর্ণ সুধাকরে,
হেরে যেন হয়ে পড় বিহ্বলের প্রায়,
ফুলে ওঠে কলেবর কোন রসভরে,
হৃদয় উথুলে কেন চারিদিকে ধায়? ১০

অথবা কেনই আমি সুধাই তোমায়,
কার না অমন হয় প্রিয় দরশনে ;
ভালোবাসা এ জগতে কারে না মাতায়
সুখের সামগ্রী হেন কি আছে ভুবনে? ১১

যখন পূর্ণিমা আসি হাসি হাসি মুখে,
উথল হৃদয়-পরে দেয় আলিঙ্গন ;
তখন তোমার আর সীমা নাই সুখে,
আহ্লাদে নাচিতে থাক খেপার মতন। ১২

বড়ই মুজার মিত্র পবন তোমার ;
তরঙ্গের সঙ্গে তার রঙ্গ নানা তর ;

গলা ধরাধরি করি ফিরি অনিবার,
টলে টলে ঢলে ঢলে খেলে মনোহর। ১৩

বেলার কুসুম বনে পশিয়ে কখন,
সর্বাঙ্গ ভুর্ভুরে করে তার পরিমলে,
ভারে ভারে আনে ফুল চিকন চিকন।
আদরে পরায়ে দেয় তরঙ্গের গলে। ১৪

হয়তো হঠাৎ মেতে ওঠে ঘোরতর,
তরঙ্গের প্রতি ধায় অসুরের-প্রায় ;
ভয়ানক দাপাদাপি করে পরস্পর ;
পরস্পর ঘোর ঘোষে বিশ্ব ফেটে যায়। ১৫

তব কোলাহলময় কল্লোলের মাজে,
ছোট ছোট দ্বীপ সব বড় সুশোভন ;
যেন কলরব-পূর্ণ মানব-সমাজে,
আপনার ভাবে ভোর এক-একজন। ১৬

কোনটিতে নারিকেল তরু দলে দলে,
হালিগেঁথে দাঁড়ায়েছে মাথায় মাথায় ;
তাহাদের মনোহর ছায়াময় তলে,
ধবল ছাগল সব চরিয়া বেড়ায়। ১৭

কারো পরে ঘেরে আছে ভয়ংকর বন,
করিছে শ্বাপদ সংঘ মহা কোলাহল,
নিরন্তর ঝর ঝর নির্ঝর পতন,
প্রতিশব্দে পরিপূর্ণ গগন মণ্ডল। ১৮

কোনোটির তীরভূমে জলস্থল জুড়ে,
জাগিছে কঠোরমূর্তি প্রকাণ্ড ভূধর ;
খাড়া হয়ে উঠে গেছে মেঘরাশি ফুঁড়ে,
দাঁড়াইয়ে যেন কোন দৈত্য ভয়ংকর। ১৯

কেহ যদি উঠি তার সূচ্যগ্র শিখরে,
হেঁট হয়ে দেখে তব তুমুল ব্যাপার,
না জানি কি হয় তার মনের ভিতরে!
কে এমন বীর, বুক নাহি কাঁপে যার? ২০

কোনোটি বা ফলফুলে অতি সুশোভন,
নন্দন কানন যেন স্বর্গে শোভা পায় ;
সম্ভোগ করিতে কিন্তু নাহি লোকজন,
বিধবা-যৌবন যেন বিফলেতে যায়! ২১

পর্যটক অগ্নিবৎ মরুভূমি মাজে,
বিষম বিপাকে পড়ে চারিদিকে চায়,
দূরে দূরে তরুময় ওয়েসিস সাজে,
প্রাণ বাঁচাবার তরে ধেয়ে যায় তায়। ২২

তেমনি তোমার তোড়ে পড়িয়া যাহারা,
পোতভগ্ন জলমগ্ন ব্যাকুল পরান ;
তরঙ্গের ঝাপটেতে ভয়ে জ্ঞানহারা ;
তাদের এসব দ্বীপ আশ্রয়ের স্থান। ২৩

তোমারি হৃদয়ে রাজে ইংলন্ড দ্বীপ,
হরেছে জগৎ-মন যাহার মাধুরী,
শোভে যেন রক্ষকুল উজ্জ্বল প্রদীপ
রাবণের মোহিনী কনক লঙ্কাপুরী। ২৪

এ দেশেতে রঘুবীর বেঁচে নাই আর,
তাঁর তেজোলক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে তিরোহিতা!
কপটে অনাসে এসে রাক্ষস দুর্বার,
হরিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা-সীতা। ২৫

হা হা মাত, আমরা অসার কুসন্তান,
কোন প্রাণে ভুলে আছি তোমার যন্ত্রণা!
শত্রুগণ ঘেরে সদা করে অপমান,
বিষাদে মলিনমুখী সজলনয়না! ২৬

যেন তুমি তপোবন-বাসিনী হরিণী,
দৈবাৎ পড়েছ গিয়ে ব্যাঘ্রের চাতরে,
ধুক ধুক করে বুক, থরথর প্রাণী,
সতত মনেতে ত্রাস কখন কি করে। ২৭

দাঁড়ায়ে তোমার তটে হে মহাজলধি,
গাহিতে তোমার গান, এল একি গান ;

যে জ্বালা অন্তর মাঝে জ্বলে নিরবধি,
কথায় কথায় প্রায় হয় দীপ্যমান।   ২৮

গড়াও গড়াও তুমি আপনার মনে!
কাজ নাই শুনে এই গীত খেদময়,
তোমার উদার রূপ হেরিয়ে নয়নে,
জুড়াক এ অভাগার তাপিত হৃদয়!   ২৯

ধরাধামে তব-সম কেহ নাহি পারে,
বিস্ময়-আনন্দরসে আলোড়িতে মন ;
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে তোমার ভাণ্ডারে,
নিসর্গের তুমি এক বিচিত্র দর্পণ।   ৩০

কোথাও ধবলাকার কেবল বরফ,
কোথাও তিমিরময় দেদার আঁধার,
কোথাও জ্বলন-জ্বালা জ্বলে দপ্ দপ্
সকল স্থানেই তুমি অনন্ত অপার।   ৩১

কলের জাহাজে চড়ে মানব সকলে,
দম্ভভরে চোকে আর দেখিতে না পায় ;
মনে করে তোমারে এনেছে করতলে,
যা খুশি করিতে পারে, কিছু না ডরায়।   ৩২

কিন্তু তব ভ্রূক্ষেপের ভর নাহি সয় ;
একমাত্র অবজ্ঞার কটাক্ষ ইঙ্গিতে,
একেবারে ত্রিভুবন হেরে শূন্যময়,
কাত হয়ে শুয়ে পড়ে জাহাজ-সাঁইতে।   ৩৩

চতুর্দিকে তরঙ্গের মহা কোলাহলে,
ওঠে মাত্র আর্তনাদ দুই-একবার ;
যেমন ঝড়ের সঙ্গে ওঠে বনস্থলে,
ভয়াকুল কুররীর কাতর চিচকার।   ৩৪

একবার মাত্র ভুড় ভুড় করে,
মুহূর্তে মিলায়ে যায় বুদ্বুদের প্রায় ;
মাটির পুতুল চড়ে ভেলার উপরে,
জনমের মতো হায় রসাতলে যায়।   ৩৫

পুরাকালে তব তটে কত কত দেশ,
ঐশ্বর্য-কিরণে বিশ্ব করেছিল আলো ;
যেমন এখন পরি মনোহর বেশ,
কত দেশ বেলাভূমে সেজে আছে ভালো। ৩৬

দেবের দুর্লভ লঙ্কা, ভূস্বর্গ দ্বারকা,
কালের দুর্জয় যুদ্ধে হয়েছে নিধন ;
আলো করে ছিল রাত্রে যেসব তারকা,
ক্রমে ক্রমে নিবে তারা গিয়েছে এখন। ৩৭

কিন্তু সেই সর্বজয়ী মহাবল কাল,
যার নামে চরাচর কাঁপে থরথরি ;
আপনার জয়চিহ্ন, যুঝে চিরকাল
দাগিতে পারেনি তব ললাট-উপরি। ৩৮

সত্যযুগে আদি মনু যেমন তোমায়
হেরেছেন, হেরিতেছি আমিও তেমন ;
কাল তব সঙ্গে শুধু গড়ায়ে বেড়ায়,
জাহির করিতে নারে বিক্রম আপন। ৩৯

না জানি ঝড়ের কালে হে মহাসাগর,
কর যে কি ভয়ানক আকার ধারণ।
প্রলয়-প্রকুপ্ত সেই মূর্তি ভয়ংকর,
ভেবে বিচলিতপ্রায় হইতেছে মন। ৪০

যতই তোমার ভাব ভাবি হে অন্তরে,
ততই বিস্ময়রসে হই নিমগন ;
এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যাহার উপরে,
না জানি কি কাণ্ড আছে ভিতরে গোপন! ৪১

আজি যদি আসি সেই মুনি মহাবল,
সহসা সকল জল শোষেন চুম্বুকে ;
কি এক অসীমত গভীর অতল,
আচম্বিতে দেখা দেয় আমার সমুখে। ৪২

কি ঘোর গর্জিয়া ওঠে প্রাণী লাখেলাখ!
কি বিষম ছটফট ধড়ফড় করে!

হঠাৎ পৃথিবী যেন ফাটিয়া দোফাঁক,
সমুদায় জীবজন্তু পড়েছে ভিতরে। ৪৩

কোলাহলে পূরে গেছে অখিল সংসার ;
জীবলোক-দেবলোক চকিত স্থগিত ;
আর্তনাদে-হাহাকারে আকাশ বিদার,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন বেগে বিলোড়িত। ৪৪

আমি যেন কোনো এক অপূর্ব পর্বতে,
উঠিয়া দাঁড়ায়ে আছি সর্বোচ্চ চূড়ায় ;
বালুময় ঢালুভাগ পদমূল হতে
ক্রমাগত নেমে গিয়ে মিশেছে তলায়। ৪৫

ধুধু করে উপত্যকা অতল-অপার,
অসংখ্য দানব যেন তাহার ভিতরে,
করিতেছে হুড়াহুড়ি ঘোর ধুন্ধমার ;
মরিয়া হইয়া যেন মেতেছে সমরে। ৪৬

ফেরোগো ও পথ থেকে কল্পনা-সুন্দরী,
ওই দেখো যাদকুল নিতান্ত আকুল,
ঠায় মারা যায় ওরা মরুর উপরি,
হেরে কি অন্তর তব হয়নি ব্যাকুল? ৪৭

সেই মহাজলরাশি আনো ত্বরা করে,
ঢেকে দাও এই মহামরুর আকার ;
অমৃত বর্ষিয়া যাক ওদের উপরে ;
শান্তিতে শীতল হোক সকল সংসার! ৪৮

এই যে দাঁড়ায়ে পুন সেই কিনারায়!
বহিছে তরঙ্গরঙ্গে সেই জলরাশি!
উদার সাগর দাও বিদায় আমায়!
আজিকার মতো আমি আসি তবে আসি! ৪৯

নভোমণ্ডল

"ব্যাপ্য স্থিতে রোদসী।"

—কালিদাস

ওহে নীলোজ্জ্বল রূপ গগন মণ্ডল,
অমেয় অনন্ত কাণ্ড, প্রকাণ্ড আকার ;
ব্রহ্মের অণ্ডের অর্ধ খণ্ড অবিকল,
গোল হয়ে ঘেরে আছ মম চারিধার। ১

তব তলে, এ গম্ভীর নিশীথ সময়,
দেখো পড়ে আছি এই ছাতের উপরে ;
জগৎ নিদ্রাভিভূত, স্তব্ধ সমুদয়,
ভোঁ ভোঁ করে দশদিক, পবন সঞ্চরে। ২

হেরিলে তোমার রূপ নিশীথ নির্জনে,
অপূর্ব আনন্দরসে উথলে হৃদয় ;
তুচ্ছ করি নিদ্রা আর প্রিয়া প্রিয়ধনে,
আসিয়াছি তাই আমি হেথা এ সময়। ৩

অসংখ্য অসংখ্য তারা চোকের উপর,
প্রান্তরে খদ্যোত যেন জ্বলে দলে দলে ;
স্থানে স্থানে দীপ্তি দেয় নক্ষত্র নিকর,
কত স্থানে কত মেঘ কতভাবে চলে। ৪

হালিগাঁথা ছায়াপথ, গোচ্ছা সেলিহার,
তোমার বিশাল বক্ষে সেজেছে উচিত ;
যেন এক নিরমল নির্ঝরের ধার,
সুবিস্তৃত উপত্যকা-বক্ষে প্রবাহিত। ৫

শূন্যে শূন্যে মেঘমালে নাচিয়ে বেড়ায়,
চঞ্চলা চপলামালা তব নৃত্যকরী ;
যেন মানসরোবর লহরী লীলায়,
উল্লাসে সন্তরে সব অলকাসুন্দরী। ৬

কোথা সে চন্দ্রমা তব শির-আভরণ,
পবিত্র প্রেমের যিনি স্পষ্ট প্রতিরূপ,

জগৎ জুড়ায় যাঁর শীতল কিরণ,
যাঁর সুধা লোলে সদা চকোরী লোলুপ! ৭

ধরণী দুখিনী আজি তাঁর অদর্শনে,
স্তব্ধ হয়ে বসিয়ে আছেন মৌনবতী ;
ঢেকেছেন সর্ব অঙ্গ তিমির বসনে,
প্রিয় পতি অদর্শনে সুখী কোন সতী? ৮

প্রাতঃকালে ভ্রমি আমি প্রান্তরের মাজে,
আরক্ত অরুণছটা করিতে লোকন,
চক্রাকার বৃক্ষাবলি চারিদিকে সাজে,
তোমায় মস্তক পরে করিয়া ধারণ। ৯

সে সময় শোভা তব ধরে না ধরায়,
শ্যামাঙ্গ ছুরিত হয় রতন কাঞ্চনে ;
বলাকা নিকটে গিয়ে চামর ঢুলায়,
নলিনী নিরখে রূপ সহাস আননে। ১০

তোমার মেঘের ছায়া দিবা দ্বিপ্রহরে,
গঙ্গার তরঙ্গে মিশে সাজে মনোরম ;
শ্বেত, নীল পদ্মদল যেন একত্তরে ;
অযথা স্থানেতে যেন যমুনা-সঙ্গম। ১১

বিকালে দাঁড়ায়ে নীল জলধর শিরে,
তোমার ললিত বালা ইন্দ্রধনু সতী ;
থামায় সান্ত্বনা করে বাদল বৃষ্টিরে,
প্রেম যেন শান্ত করে ক্রোধোদ্ধত পতি। ১২

কেতু তব দেখা দেয় কখন কখন,
মনোহরা অপরূপা শল্লকী আকারা ;
মুখখানি দীপ্তিমান তারার মতন,
সর্বাঙ্গে মুকুতাময়ী ফোয়ারার ধারা। ১৩

চতুর্দিকে মহা মহা সমুদ্রসকল,
লাফায়ে লাফায়ে ওঠে লঙ্ঘে জলধরে ;
তোলপাড় করে করে ঘোর কোলাহল,
তোমার কাছেতে যেন ছেলেখেলা করে। ১৪

ঘোর-ঘর্ঘর-গর্জ, উদগ্র অশনি,
বেগভরে করে যেন ব্রহ্মাণ্ড বিদার,

দীপ্ত হয়ে ছুটে আসে দহিতে অবনি,
   কিন্তু সে নমিয়ে তোমা করে নমস্কার। ১৫

তোমার প্রকাণ্ড ভাণ্ড অনন্ত উদরে,
   প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ বোঁবোঁ করে ধায়,
কিন্তু যেন তারা সব অগাধ সাগরে,
   মাছের ডিমের মতো ঘুরিয়া বেড়ায়। ১৬

কত স্থানে কত কত সমীর সাগর,
   নিরন্তর তরঙ্গিয়ে হুহু হুহু করে ;
আবরি প্রগাঢ় নীলে তব কলেবর,
   তাকায়ে রয়েছে যেন প্রলয়ের তরে। ১৭

মানুষের বুদ্ধিবেগ বিদ্যুতের ছটা,
   তোমার মণ্ডলচক্রে ঘোরে চক্রাকারে ;
ভেদ করে দুর্ভেদ্য তিমির ঘোর ঘটা,
   যা এসে সমুখে পড়ে, কাটে খরধারে ; ১৮
কিন্তু সে যখন ধায় ভেদিতে তোমায়,
   পুনঃ পুনঃ ধাক্কা খেয়ে আসে পিছু হটে ;
বুদ্ধি থাকা এক্‌তর বিপত্তির-প্রায়,
   অতি সূক্ষ্ম কাটিতে উন্মাদ ঘোটে ওঠে ১৯

অহো কি আশ্চর্য কাণ্ড তোমার ব্যাপার!
   ভাবিয়ে করিতে নারি কিছুই ধারণা ;
এ বিশ্বে কিছুই নাই তাদৃশ প্রকার,
   কেবল ঈশ্বরসহ সুস্পষ্ট তুলনা। ২০

ঈশ্বরের ন্যায় তুমি সূক্ষ্ম নিরাকার,
   বিশ্বব্যাপী, বিশ্বাধার, বিশ্বের কারণ ;
ঈশ্বরের ন্যায় সব ঐশ্বর্য তোমার,
   অথচ কিছুই নও ঈশ্বর যেমন। ২১

রামচন্দ্র

"সমানা: স্বর্যাতা: সপতি সহৃদীজীবিনসমা:"
—কালিদাস

যখন সকলে ত্যজে গেল ক্রমে ক্রমে,
শোক নিবারিতে নাহি পারি কোনোক্রমে।
বিষাদ বারিদজাল সুখ সুধাকরে
ডুবাইয়ে রেখেছিল তিমির সাগরে।
কেহ্ যেন যমালয়ে লইয়ে আমায়,
ফেলে দিয়েছিল তপ্ত তেলের কড়ায়।
মস্তক তুলিতে হয় সভয় অন্তর,
লম্বমান লৌহগদা ঘোরে ঘর্ঘর্।
অহহ কি ভয়ানক নরক ব্যাপার!
বিষম জ্বলন-জ্বালা নিতান্ত দুর্বার।
কে করে সান্ত্বনা, রাম, তুমি রে তখন,
হয়েছিলে বহু অংশে মম বিনোদন।
সংস্কৃত কবিদের কি কাব্য-মাধুরী,
সুধা-রস-ধারাবাহী রচনাচাতুরী!
কে বলে গো দেবলোকে বীণা বাজে ভালো,
শচীর হৃদয়ে রাজে পারিজাত-মাল।
সরলতা-গুণে গাঁথা অমৃতের ফুল,
এ মালার ত্রিজগতে নাই সমতুল।
বায়ুভরে মধু ক্ষরে, গন্ধে ভরভর,
কোকিল কুহরে, কিবে ঝংকারে ভ্রমর।
দেখিলে-শুনিলে দ্রব কঠিন পাষাণ,
প্রফুল্ল হইয়ে ওঠে শোকাকুল প্রাণ।
তুমি সেই কাব্য লয়ে নিকটে বসিতে,
মধুর গম্ভীর স্বরে পড়িয়ে যাইতে।
শুনিয়া সন্তোষে পূর্ণ হইত হৃদয়,

দূরে যেত শোক-তাপ, শান্তির উদয়।
বড় খুশি হই আমি, ছাত্র পেলে ভালো,
তুমি তাই ছিলে, ছিলে নয়নের আলো।
জননী, জনমভূমি, সবে মুখে বলে,
কাজে কিন্তু কটা লোক সেই পথে চলে
জন্মভূমি থাক্, জন্ম যাঁহার উদরে,
মানুষ হয়েছি যাঁর কোলে খেলা করে ;
আমার ব্যারামে হয় যাঁর উপবাস,
হেরিলে মুখেতে হাসি যাঁর মুখে হাস ;
ক্রন্দন শুনিলে যাঁর কেঁদে ওঠে প্রাণ,
কি করেন, কোথা যান, কত হান্‌ফান্ ;
কোলে করি কত সুখ হয় যাঁর মনে,
কথা শুনি স্নেহ-অশ্রু বহে দুনয়নে ;
কেলেকিষ্টি, বিশ্রী, ঘোর বিকট আকার,
গরবিনী ভামিনীর দু-চক্ষের বার,
সকলেই চটে যায় দেখিলেই ছাঁদ,
সেও হয় যাঁর কাছে পূর্ণিমার চাঁদ ;
রূপ-গুণ ধন-মান কিছু কাজ নাই,
প্রাণে বেঁচে থাক বাছা, শুধু এই চাই ;
এমন পরম ধন, জগতের সার,
প্রাণ দিয়ে শোধা নাহি যায় যাঁর ধার,
তাঁহাকেই আজকাল লোকে বড় মানে,
মানের বদলে স্ত্রীর বাঁদী করে আনে।
বাবু হয়েছেন রাজা, বিবি রাজারানী,
ছুট-ছুট দাসী হোক দুখিনী জননী!
আরেরে দুরাত্মা, মদে হয়েছ মাতাল,
বিবি কি রাখিবে তোর ইহ-পরকাল?
অবশ্য আছেন বহু হেন ভাগ্যধর,
ধরেন জননীপদ মস্তক উপর!
অবশ্য স্বীকার করি দুই-একজন,
ধরেন জীবন জন্মভূমির কারণ।
জননী জনমভূমিসম মাতৃভাষা,
যতকিছু মঙ্গলের তাঁর প্রতি আশা।
তাঁহার মঙ্গলে হবে দেশের মঙ্গল,
তাঁর অমঙ্গলে হবে দেশে অমঙ্গল।
যত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হইবে সঞ্চার,
যত তাঁর আলোচনা হইবে প্রচার,
ততই প্রবোধ-সূর্য হইবে উদয়,

ততই জনমভূমি হবে আলোময়।
এই তত্ত্ব, সার তুমি বুঝেছিলে রাম,
মাতৃভাষা সাধনা করিতে অবিশ্রাম।
কৃত্তি, কাশী, ভারত, মুকুন্দ মহাকবি,
এঁকেছেন যেসকল মনোহর ছবি,
সেগুলি তোমার ছিল নয়নে নয়নে ;
বাণী যেন বিহরেন কমল কাননে।
সাগরসম্ভূত রত্ন, অক্ষয় ভাণ্ডার,
কেহ বলে অপরূপ, কেহ কদাকার,
কিন্তু তুমি কর নাই কভু অযতন ;
বঙ্গের সকলি তব আদরের ধন।
বাংলা পুস্তকে ছিল অত্যন্ত মমতা,
দুর্দশা দেখিলে তার বুকে পেতে ব্যথা।
ধুলা ঝেড়ে, কোলে করে হতে হরষিত,
ছেলে কোলে করে যেন পিতা প্রফুল্লিত।
স্বদেশের নারীদের অদৃষ্টের দোষে,
পড়েছে তাহারা সবে বাগ্‌দেবীর রোষে।
মূর্খতা তিমিরে মন ঘোর অন্ধকার,
চারিদিকে ভ্রান্তি-সিন্ধু অকূল পাথার।
দ্বেষ-হিংসা-কলহের তরঙ্গ ভীষণ,
উদ্বেগ-সন্তাপ বহে প্রচণ্ড পবন,
ঘোরতর অস্তগত বিজ্ঞান মিহির,
কি কর্তব্য, কি করিছে, কিছু নাই স্থির।
সেদিন, কি শুভ দিন হইবে উদয়,
যেদিনে তাদের মন হবে আলোময়!
একেবারে নিবে যাবে কচকচি কলহ,
পরিবারে পরস্পরে হবে প্রীতি-স্নেহ।
সকলেই সকলের হিতে দিবে মন,
অহিতের প্রতীকারে করিবে যতন।
সকলেরি মুখে হাসি, খুসি মন প্রাণ,
মহানন্দে সারদার গাবে গুণগান।
কোথাও ললিত বালা অচল নয়নে,
নতমুখে শিল্প-কর্মে আছে একমনে।
কোথাও জননী লয়ে কুমারী-কুমার,
শিখান সহজে কত কথা সার-সার।
কোথাও যুবতী সতী প্রাণপতি সনে,
আছেন কবিতামৃতরস আস্বাদনে।
বিনোদিনী বিদ্যার হইলে অধিষ্ঠান,

আহা সেই স্থান কিবে হয় শোভমান!
যেদিন কল্পনা-পথে করি বিলোকন,
পরম আনন্দে আমি হতেছি মগন;
সেদিনে তোমার ছিল সবিশেষ লক্ষ্য,
তার অনুষ্ঠানে হতে সর্ব্বথা স্বপক্ষ।
যখন যা প্রয়োজন সেই বহি নিয়ে,
বেড়াইতে বামাদের বাড়ি বাড়ি দিয়ে।
ইহাতে সহিতে হত কতই লাঞ্ছনা,
ঘরে-পরে পিতৃ-স্থানে বিবিধ গঞ্জনা।
তবু স্বদেশীয় ভগ্নীগণের শিক্ষায়,
কভু আমি ভগ্নোৎসাহ দেখিনি তোমায়।
যাদের তেজস্বী মন খাঁটি পথে ধায়,
তারা কি দৃক্‌পাত করে ওসব কথায়?
যাক মান, যাক প্রাণ, নাই প্রয়োজন,
অবশ্যই করা চাই কর্ত্তব্য সাধন।
মানিতে আমারে তুমি গুরুর মতন,
করিতে মিত্রের মতো প্রীতি প্রদর্শন।
বিপদে সহায় ছিলে, দুখী ছিলে দুখে,
সম্পদে সন্তুষ্ট সখা, সুখী ছিলে সুখে।
দেখিলে ন্যায়ের কাব্য প্রশংসা করিতে,
অন্যায়-অঙ্কুরমাত্রে বিরক্ত হইতে।
ছেলেবেলা হয় নাই বিদ্যা-আলোচনা,
উদ্ধত ব্যাভার ছিল তোমার তখন।
কিন্তু কভু মজ নাই, অসৎ আচারে,
পরমন্দ-পরদ্বেষ নেশা ব্যভিচারে।
অবশ্যই মনে ছিল মহত্ত্বের মূল,
নহিলে সময়ে কভু ফোটে কি সে ফুল?
শুধু বিদ্যা শুধু নয় মহত্ত্ব-সাধন,
যার যে প্রকৃতি, ঠিক সে হয় তেমন।
স্বভাব হইলে সৎ, বিদ্যার প্রভায়,
সকলের সুখকর শুভ শোভা পায়।
অসৎ হইলে, সৎ বলি বা কেমনে,
ভুজঙ্গ-মস্তক-মণি শোভে তো কিরণে।
চটকেতে ভুলে যারা কাছে যায় তার,
ছোপলে ছোপলে শেষে প্রাণে বাঁচা ভার।
তোমার প্রকৃতি ছিল স্বভাবসুন্দর,
পড়েছিল বিদ্যালোক তাহার উপর;

তাহাতেই হয়েছিল অতি মনোরম,
শীলতা-নম্রতা-দয়া ছিল অনুপম।
শেষে করি শৈশবের ঔদ্ধত্য সংহার,
আহা কিবে হয়েছিল নম্র ব্যবহার!
পাদপে ধরিলে ফল,
নীরদে পূরিলে জল,
নত হয়ে রয় কিবে শোভা মনোহর,!
গুণ-বিদ্যাভারভরে,
মানবে বিনম্র করে,
হেরে তারে সকলের জুড়ায় অন্তর।
বাঁচিয়ে থাকিলে তুমি বংশ হত আলো,
এ দেশের, এ জাতির ঢের হত ভালো!
হা হা প্রিয়গণ, অল্পক্ষণ সুখ দিয়ে,
প্রণয়-পবিত্র-প্রভা প্রকাশ করিয়ে,
অরুণ উদয়ে তারাগণের মতন,
যৌবন উদয়ে সবে হলে অদর্শন!
জগতের জ্বালা হতে পেয়ে অবসর,
নিদ্রিত রয়েছ মহানিদ্রার ভিতর।
তোমাদের পক্ষে এবে সম সমুদয়,
প্রলয়েতে বিশ্ব যেন হয়েছে বিলয়।
কিবা ঘোরতর বজ্র-নিনাদ ভীষণ,
কিবা সুমধুরতর বীণার বাদন,
কিবা প্রজ্জ্বলিত দিনকর খরজ্যোতি,
কিবা পূর্ণশশধর-নির্মল-মালতী,
কিবা বিদ্যুতের খেলা নীরদ মণ্ডলে,
কিবা কমলের শোভা ঢল ঢল জলে,
কিবা সাধুদের মুখে প্রশংসার গান,
কিবা নিন্দুকের তূণে বিষে শানা বাণ,
কিবা প্রিয় বান্ধবের শোক-হাহাকার,
কিবা শত্রু শকুনির সানন্দ চিচ্‌কার;
কিছুই এখন আর অনুভূত নয়;
প্রলযেতে বিশ্ব যেন হয়েছে বিলয়!
হায়রে মনের সাধ মনেই রহিল,
বসন্ত মুকুল জাল আতপে দহিল!

প্রেম প্রবাহিনী
১৮৭০

বিরাগ

দ্বিতীয় সর্গ

"O, God! O, God
How weary, stale, flat, and unprofitable
Seem to me all the uses of this world
Fie on't! O, fie! 't is an unweeded garden,
That grows to seed , things rank and gross in
nature
Possess it merely."

—সেক্‌স্‌পিয়র

হায় রে সাধের প্রেম কত খেলা খেল,
মানুষে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল!
প্রথমে যখন এলে সমুখে আমার,
কেমন সুন্দর বেশ তখন তোমার!
হাসি হাসি মুখখানি কথা মধুময়,
গলিল মজিল মন, খুলিল হৃদয়!
যত দেখি ততই দেখিতে সাধ যায়,
যত শুনি ততই শুনিতে মন চায়।
ডুবিয়াছি যেন আমি সুধার সাগরে,
আসিয়াছি রতনের লুকানো আকরে।
আহা কিবে ভাগ্যোদয়, ভালো ভালো ভালো!
হাসিয়ে চাহিযে দেখি চারিদিক আলো।
লতা সব নৃত্য করে, ফুল সব হাসে,
সুখের লহরীমালা খেলে চারিপাশে।
পাখি সব সুললিত স্বরে ধরে তান,
মনের আনন্দে গায় প্রণয়ের গান।
মেদুর সমীর হরি কুসুম সৌরভ,
বেড়াইছে প্রণয়ের বাড়ায়ে গৌরব।

চারিদিকে যেন সব চারু ইন্দ্রধনু,
বিলসে প্রেমের প্রিয় রসময়ী তনু।
ও তো নয় প্রভাতের অরুণের ছটা,
অভিনব প্রণয়ের অনুরাগ-ঘটা।
প্রণয় প্রণয় বই আর কথা নাই,
হায়রে প্রণয়, তোর বলিহারি যাই।
যাহা কই, প্রণয়ের কথা পড়ে এসে,
যাহা ভাবি, প্রণয়ের ভাবে যাই ভেসে।
ঘুমায়ে স্বপনে দেখি প্রণয়ের রূপ,
জাগিয়ে নয়নে দেখি প্রেম-প্রতিরূপ।
প্রেম ধ্যান, প্রেম জ্ঞান, প্রেম প্রাণ, মন,
প্রেমে জন্যেতে যেন রয়েছে জীবন।
যেথা যাই, দিয়ে যাই প্রেমের দোহাই,
যাহা গাই, প্রণয়ের গুণগান গাই।
হৃদয়ে বিরাজ করে প্রেমের প্রতিমা,
শ্রবণে সঞ্চরে সদা প্রেমের মহিমা।
পূর্ণিমার মনোহর পূর্ণ সুধাকরে,
প্রেমেরি লাবণ্য যেন আছে আলো করে।
মেঘের হৃদয়ে নয় বিজলীর খেলা,
ঝলমল প্রণয়ের হাবভাব হেলা।
সূর্য বল, চন্দ্র বল, বল তারাগণ,
এরা নয় জগতের দীপ্তির কারণ ;
প্রেমের প্রভায় বিশ্ব প্রকাশিত রয় ;
তাই তো প্রেমের প্রেমে মজেছে হৃদয়!
হেরিয়ে তোমায় প্রেম! হারালেম মন,
তুমিও মাহেন্দ্রক্ষণ পাইলে তখন।
ধীরে ধীরে বিস্তারিয়ে মোহিনী মায়ায়,
জালে-গাঁথা পাখি যেন, করিলে আমায়।
নড়িবার-চড়িবার আর যো নাই,
তুমিই যা কর, আমি যেচে করি তাই।
লয়ে গেলে সঙ্গে করে সেই উপবনে,
সুখের কানন যারে ভাবিতেম মনে।
যথায় নধর তরু সরস লতায়,
পরস্পরে আলিঙ্গয়ে সদা শোভা পায়।
যথায় ময়ূর নাচে ময়ূরীর সনে,
কোকিল-কোকিলা গায় বসি কুঞ্জবনে।

ভ্রমর-ভ্রমরী ধরি গুনুগুনু তান,
দুয়ে এক ফুলে বসি করে মধুপান।
কুরঙ্গিণী নিমীলনয়না রসভরে,
কৃষ্ণসার কণ্ঠে তার কণ্ডূয়ন করে।
মলয় অনিল বসি কুসুম-দোলায়,
সৌরভ সুন্দরী কোলে, দোলে দুজনায়।
অদূরে শ্যামল ক্ষুদ্র গিরির গহ্বরে,
উথলি বিমল জল ঝরঝর ঝরে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারা তার এঁকেবেঁকে গিয়ে,
কত ক্ষুদ্র উপদ্বীপ রেখেছে নির্ম্মিয়ে।
প্রতি দ্বীপে পাতা আছে কেমন শোভন,
মিশ্রিত পল্লব নব কুসুম-আসন!
চৌদিকের দূর্বাময় হরিৎ প্রান্তরে,
উষার উজল ছবি ঝলমল করে।
মাজে মাজে রাজে তার শ্বেত শিলাতল,
গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ে তাহে ফোয়ারার জল।
কোথাও রয়েছে ব্যেপে কাশের চামর,
যেন পাতা ধপ্‌ধপে পশমি চাদর।
কোথাও ভ্রমরমালা উড়ে দলে দলে,
মেঘভ্রম জনমায় অম্বরের তলে ;
কোথাও কুসুমরেণু উড়িয়ে বেড়ায়।
বনশ্রীর ওড়না যেন বাতাসে উড়ায় ;
যেদিকে চাহিয়ে দেখি ভুলায় নয়ন,
মরি কিবে মনোহর সুখ ফুলবন!
এমন সুন্দর সেই সুখের কাননে,
কাটাতে ছিলেম কাল নির্জ্জনে দুজনে।
আমোদে-প্রমোদে ভোর, কত হাসিখেলি,
কত ভালোবাসাবাসি কত মেলামেলি।
পরস্পর পরস্পর হৃদয়-তোষণে,
নিরন্তর কত মত যত্ন প্রাণপণে।
দেখিলে কাহারো কেহ বিরস বয়ান,
অম্নি যেন একেবারে ফেটে যেত প্রাণ।
হরিষ হেরিলে হরষের সীমা নাই,
হাত বাড়াইলে যেন স্বর্গ হাতে পাই।
কোথাও পাইলে কিছু মনের মতন,
করিতেম তব করে আদরে অর্পণ।

এক ফুল শুঁকিতেম লয়ে পরস্পরে,
এক ফল খাইতেম, মুখামুখি করে।
জলে গিয়ে পড়িতেম দিতেম সাঁতার,
লুকাচুরি ঝাঁপাঝাঁপি এপার-ওপার।
হেরিতেম ময়ুরের নৃত্য অপরূপ,
তুলিতেম লতা-পাতা-ফুল কতরূপ।
যাইতেম ক্ষুদ্র দ্বীপে বিকেলবেলায়,
বসিতেম সুকোমল কুসুম-শয্যায়।
চারিদিকে জলধারা গায় ধীরে ধীরে,
শরীর জুড়ায়ে যায় শীতল সমীরে।
ফুলের রেণুর সঙ্গে জলের শীকর,
বিন্দু বিন্দু পড়ে এসে মুখের উপর।
পশ্চিমেতে ঢল ঢল দিনকর ছটা,
জরদ পাটল রক্ত রঞ্জনের ঘটা।
কিরণের ফুলকাটা নীরদমণ্ডলে,
যেন সব স্বর্ণপদ্ম ভাসে নীল জলে।
কোনোদিন মনোহর নিশীথসময়,
যে সময় পূর্ণশশী অম্বরে উদয়,
অন্তরীক্ষ রত্নময়, দিশ আলোময়,
বনভূমি হাস্যময়, বায়ু মধুময়,
প্রকৃতি লাবণ্যময়, ধরা শান্তিময়,
রসময় ভাবভরে, উথলে হৃদয় ;
সে সময় প্রান্তরের নব দূর্বাদলে,
বেড়াতেম, বসিতেম শ্বেত শিলাতলে ;
কহিতেম মনকথা নিমগন,
কথায় কথায় খুলে যেত প্রাণ-মন ;
দুজনেই গদগদ, ধরিতেম তান,
গাহিতেম গলা ছেড়ে প্রণয়ের গান।
ভাবিতেম স্বর্গসুখ লোকে কারে বলে,
এর চেয়ে আরো সুখ আছে কোন স্থলে?
হায়রে সাধের প্রেম তখন তোমার,
যেন খুলে দিয়েছিলে হৃদয়ভাণ্ডার!
যেন তুমি আমার নিতান্ত অনুরাগী,
পরান পর্যন্ত দিতে পার মোর লাগি।
সুখে দুখে চিরকাল রবে অনুগত,
হবে না থাকিতে প্রাণ প্রভু অন্য মতো

আদরে আদরে, কত যতনে যতনে
রাখিবে হৃদয়ে করি সুখ ফুলবনে।
সে সব কোথায়, ছিছি কেবল কথায়,
প্রেম রে এখন তুমি উবেছ কোথায়!
কোথা সেই সোহাগের সুখ-উপবন,
চকিতে ফুরায়ে গেল সাধের স্বপন।
বিষম বিকট এ যে বিপর্যয় স্থান,
অহো কি কঠোর কষ্ট, ওষ্ঠাগত প্রাণ।
চারিদিকে কাঁটাবন বাড়ে অনিবার,
ঝোপে ঝোপে মরা পশু পচে কদাকার।
পশিছে বিটকেল গন্ধ নাকের ভিতরে,
পড়িছে পুঁজের বৃষ্টি মাথার উপরে।
আচম্বিতে জন্তু এক বিকট আকার,
ঝাঁপিয়ে আসিয়ে, বুক চিরিয়ে আমার,
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে প্রখর নখরে,
গুজড়িয়ে ধরে আছে অগ্নির ভিতরে।
জীবিত, কি মৃত আমি আমি জানি নাই,
শূন্যময় ভিন্ন কিছু দেখিতে না পাই ;
হায়রে সাধের প্রেম কত খেলা খেল,
মানুষে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল!

অন্বেষণ

চতুর্থ সর্গ

"ধন্যানাং গিরিকন্দরোদরভুবি
জ্যোতি:,পরং ধ্যায়তাম্
 আনন্দাশ্রুজলং পিবন্তিশকুনা
 নি:শঙ্কমঙ্কো স্থিতা:।
অস্মাকন্তু মনোরথো-
পরিচিতপ্রাসাদবাপীতঠ-
 ক্রীড়াকাননকেলিমণ্ডপজুষা-
 মায়ু: পরং ক্ষীয়তে॥"
শীহ্লনমিশ্র

ওহে প্রেম, প্রেম! তুমি থাকহে কোথায়,
কোথা গেলে বলো তব দেখা পাওয়া যায়?

গিরিতলে উপত্যকা শোভে মনোহর,
তরুলতা গুল্ম-তৃণে শ্যামল সুন্দর।
ছড়ানো গড়ানো, যেন ভঙ্গ অঙ্গ ঢালা ;
দূরে দূরে ঘেরে আছে তুঙ্গ শৃঙ্গমালা।
চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ সমুদয়,
সন্তোষের চিরস্থির নির্জন আলয়।
যথায় প্রকৃতি দেবী সহাস আননে,
সাজায়েছে ধরণীরে বিবিধ ভূষণে।
ভূমে পাতা লতাপাতা কুসুম শয্যায়,
চঞ্চল অনিল শুয়ে গড়ায়ে বেড়ায়।
নির্ঝর সকল স্বচ্ছ সলিল উগরে,
তারস্বরে প্রকৃতির জয়ধ্বনি করে।
যথায় শান্তির মূর্তি সর্বত্রে প্রকাশ,
সেই স্থানে তুমি কিহে করিতেছ বাস?
গহনে আছেন বসি মহা যোগীগণ,
স্বাস্থ্যবলয়িত দেহ, নিটোল গঠন।
পৃষ্ঠে পার্শ্বে তরঙ্গিত তাম্রবর্ণ জটা,
তপ্ত কাঞ্চনের মতো অঙ্গরাগ ছটা।
প্রভাজালে বনভূমি যেন আলোময়,
সাক্ষাৎ ধর্মের মূর্তি ধরায় উদয়।
প্রফুল্ল মুখমণ্ডল, নিমীল নয়ন,
অধরে উজ্জ্বল হাসি ভাসিছে কেমন!
তাঁহাদের অন্তরের আনন্দের মাজে,
আলো করি তোমারি কি মুরতি বিরাজে?
দূর্বাদলে শ্যামায়িত বিস্তীর্ণ প্রান্তর,
নির্মল পবন তাহে বহে নিরন্তর!
মধ্যস্থলে মনোহর নিকুঞ্জ কানন,
পাতায়-লতায় ঘেরা, তাঁবুর মতন।
শ্বেত পীত নীল কালো পাণ্ডুর লোহিত
নানা বর্ণ কুসুমের স্তবকে রাজিত।
যেন আবরিত চারু ফোলোর মখমলে,
যেন রত্নস্তূপে নানা মণিশ্রেণি জ্বলে।
ভিতরে বসিয়ে কত পাখি করে গান,
সে গানে মিশিয়ে কিহে সেথা অবস্থান?
সরোবরে সঞ্চারিত লহরী লীলায়,
সুন্দরী নলিনীমালা নাচিয়ে বেড়ায়!

মধুভরে রসভরে তনু টলমল,
সৌরভ গৌরবভরে করে ঢল ঢল।
হাসি হাসি মুখ সব অরুণে হেরিয়ে,
হৃদয়ের আবরণ পড়িছে এলিয়ে।
যৌবনের মদে যেন বামা মাতোয়ারা,
এলোথেলো দাঁড়ায়ে দুলিছে পরী পারা।
তুমি কিহে সমীরের ছলে ধেয়ে ধেয়ে,
বেড়াও তাদের মুখে চুমো খেয়ে খেয়ে?
গোলাপ কুসুম সব বিকেলবেলায়,
ফুটে আছে গাছে গাছে ডগায় ডগায়।
রূপসীর কপোলের আভার মতন,
আভায় ভুলায়ে মন হাসিছে কেমন!
সাধুদের সুকার্য্যের সুবাসের সম,
সুমধুর পরিমল বহে মনোরম।
ভূমিভাগ শোভাময়, দিকগন্ধময়,
সে শোভা সৌরভে কিহে তোমার নিলয়?
পূর্ণিমায় পূর্ণশশী বিরাজে আকাশে,
সুধাময় ত্রিভুবন নিরমল ভাসে।
ধরায় নিস্তব্ধ দেখে কতই উল্লাস,
প্রফুল্ল বদনে তাঁর মৃদু মৃদু হাস।
তুমি কি মিশিয়ে সেই হাসির ছটায়,
সুধা হয়ে গড়াইয়ে পড়িছ ধরায়?
চকোর-চকোরী মরি দু-পারে দু-জনে,
চাহিছে চাঁদের পানে সতৃষ্ণ নয়নে!
জুড়াইতে তাহাদের বিরহ-দহন,
সুধাকর করে মুখে সুধা বরষণ।
চক্রবাক মিথুনের হয়ে অশ্রুজল,
ভাসাইছ তাহাদের হৃদয়-কমল?
বেল-জুঁই ফুটে সব ধপধপ করে;
অনিলের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধ সঞ্চরে।
তুমি কি সে সকলের দলের উপর,
শুয়ে আছ গায়ে দিয়ে চন্দ্রিকা-চাদর?
রূপের অমূল্য মণি নবীন যৌবন,
চাকভাঙা ঢল ঢল মধুর মতন,
যেন সদ্য ফুটে আছে শ্বেত শতদল,

নির্মল স্ফটিক জল যেন টলমল।
পঙ্কের কাজের মতো তকতক করে,
তুমি কি ঝাঁপায়ে পড় তাহার উপরে?
রসের লহরী ধায় তরল নয়নে,
চঞ্চলা চপলা যেন খেলে নবঘনে।
তুমি কি দোলায়ে গলে কুবলয় মালা,
নয়ন-তরঙ্গে কর লুকাচুরি খেলা?
প্রফুল্ল অধরে কিবে মৃদু মৃদু হাস,
প্রসন্ন বদনে কিবে মধু মধু ভাষ!
তুমি কি সে হাসে ভাষে মধুমাখা হয়ে,
হরহে নয়ন-মন সমুখেই রয়ে?
কবিদের সুধাময়ী সরলা লেখনী,
জগতের মনোহরা রতনের খনি।
যখন যে পথে যায় সেই পথ আলো,
যখন যে কথা কয় তাই লাগে ভালো।
আহা কি উদাত্ততর পদক্রমছটা,
রসভরে ঢল ঢল গমনের ঘটা!
স্বর্গসুধা পানে যেন হয়ে মাতোয়ারা,
ভ্রমিছে নন্দনবনে ললিত অপ্সরা।
শ্বেত-শতদল মালা দুলিছে গলায়,
হেসে হেসে চায়, রূপে ভুবন ভুলায়।
সেই বিশ্ববিনোদিনী লেখনী-অধরে,—
সুধার সাগরে বুঝি আছ বাস করে?
হিমালয় শৃঙ্গে কুবেরের অলকায়,
ছড়াছড়ি মণি-চুনি হয়েছে যেথায়।
যেখানেতে পথ সব সোনা দিয়ে বাঁধা,
স্বর্ণস্রোতস্বতী বলে চোখে লাগে ধাঁধা।
নীলমণি-তরুশ্রেণি শোভে দুই ধারে,
অমরপ্রার্থিত বালা তলে খেলা করে।
যাহার মানস সরে সুবর্ণ কমল,
মরকত মৃণালে করিছে ঢল ঢল।
যক্ষযুবতীরা মাতি সলিল-ক্রীড়ায়,
ঝাঁপায়ে ঝাঁপায়ে পড়ে, ভেসে ভেসে যায়,
শত চন্দ্র খসে পড়ে আকাশ হইতে,
শত স্বর্ণ শতদল ফোটে আচম্বিতে।

যথায় যৌবন ভিন্ন নাহিকো বয়স,
সুধারস ভিন্ন যাহে নাহি অন্য রস।
প্রণয়কলহ ভিন্ন দ্বন্দ্ব নাই আর,
প্রেম-অশ্রু ভিন্ন নাহি বহে অশ্রুধার।
যথায় আমোদ ছাড়া আর কিছু নাই,
আমোদের যাহা কিছু চাহিলেই পাই।
তথায় কি প্রেম সেই আমোদেতে মিশে,
বসি বসি হাসিখেলি করিছ হরিষে?
স্বর্গে মন্দাকিনী তটে স্বর্ণবালুকায়,
দেবেন্দ্রের ক্রীড়া-উপবন শোভা পায় ;
উদিলে কুঞ্জের আড়ে তরুণ তপন,
দূরে থেকে দৃশ্য তার ভুলায় নয়ন।
চারিদিকে দাঁড়াইয়ে নধর মন্দার,
পাতার মন্দির সাজে মাথায় সবার।
আনত শাখার আগা স্তবকের ভরে,
পারিজাত ফুটে তায় ধপধপ করে।
সৌরভেতে ভরভর নন্দনকানন,
গৌরবেতে পরিপূর্ণ অখিল ভুবন।
কাছে কাছে গুন গুন গেয়ে গুণগান,
মত্ত মধুকরমালা করে মধু পান।
উন্মত্ত কোকিলকুল কুহু কুহু স্বরে,
তরু হতে উড়ে বসে অন্য তরুপরে।
তলে কত কুরঙ্গিনী চরিয়ে বেড়ায়,
শোভা হেরে চারিদিকে সবিস্ময়ে চায়।
বর্হীগণ বিনামেঘে বর্হ বিস্তারিয়ে,
কেকা রব করি করি বেড়ায় নাচিয়ে।
মলয় মারুত সদা বহে ঝরঝর,
সরস বসন্ত ঋতু জাগে নিরন্তর।
যথায় অপ্সরী নারী অমরের সনে,
হাসে-খেলে নাচে-গায় আপনার মনে।
সেই স্থান তোমার কি মনের মতন?
অপ্সরীর পাছু পাছু কর কি ভ্রমণ?
অথবা এমন কোনো বিচিত্র জগতে,
যাহার তুলনাস্থল নাই ভূভারতে।
যথা নাই সময়ের ঝঞ্ঝা-বজ্রপাত,
ক্রোধ-অন্ধ নিয়তির ক্রূর কশাঘাত।

প্রণয়ীর হৃদয় করিতে খানখান,
যথা নাই বিরাগের বিষদিগ্ধ বান।
সরল-সরস মনে করিতে দংশন,
কপটতা কালসর্প করে না গর্জন।
অপদার্থ অসারের অবজ্ঞার লাথি,
ফাটাইতে নাহি যায় মহতের ছাতি।
ছোট মুখ কভু নাহি বড় কথা ধরে,
সমানের উচ্চ পদ গর্ব নাহি করে।
পাপের বেহায়া চক্ষু ভ্যাল্ ভ্যাল্ করে,
কভু নাহি অন্তরের নরক উগরে।
সকলি পবিত্র যথা, সকলি নির্মল,
ধর্মের যথার্থ মূর্তি আছে অবিকল।
অধিবাসী সুগঠন সুশ্রী বলবান,
স্বাভাবিক প্রভাজালে বপু দীপ্তিমান্।
সর্বদা প্রসন্ন ভাব, উদার আশয়,
গৌরব মাহাত্ম্যপূর্ণ সরল হৃদয়।
বদনমণ্ডল নিরমল সুধাকর,
রাজিছে পুণ্যের প্রভা ললাট উপর।
বিনয় নম্রতা রাজে কাপোলযুগলে,
নিজ নৈসর্গিক রাগে রঞ্জি গণ্ডস্থলে।
সুশীলতা-শালীনতা ভূষিয়ে নয়ন,
সকলের প্রতি করে প্রীতি বরষণ।
অধরে আনন্দ-জ্যোতিঃ মৃদু মৃদু হাসে,
সন্তোষের ধারা ক্ষরে সুমধুর ভাষে।
বরফের মতো স্বচ্ছ প্রণয়ের ভাব,
ইন্দ্রিয়ের বিন্দু তাহে নাহি আবির্ভাব।
অন্তরের মাহাত্ম্যের উন্নতি সাধন
করিতে, উভয়ে যেন হয়েছে মিলন।
উভয়ে উভয়ে হেরে অশ্রুজলে ভাসা,
পুরাইতে নৈসর্গিক প্রেমানন্দ আশা।
তথায় কি আছ প্রেম হয়ে তৃপ্ত মন?
এখানে আমরা বৃথা করি অন্বেষণ?

প্রথম সর্গ

গীতি

[রাগিণী ললিত,—তাল আড়াঠেকা]

ওই কে অমরবালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে,
ঘুমন্ত প্রকৃতিপানে চেয়ে আছে কুতূহলে!
চরণ-কমলে লেখা আধ আধ রবি-রেখা,
সর্বাঙ্গে গোলাপ-আভা, সীমন্তে শুকতারা জ্বলে।
যোগে যেন পায় স্ফূর্তি সদয়া করুণামূর্তি,
বিতরেন হাসি-হাসি শান্তি-সুধা ভূমণ্ডলে।
হয় হয় প্রায় ভোর, ভাঙো ভাঙো ঘুম-ঘোর,
সুস্বপ্নরূপিণী উনি, উষারানী সবে বলে।
বিরল তিমিরজাল, শুভ্র অভ্র লালে-লাল,
মগন তারকারাজি গগনের নীল জলে।
তরুণ-কিরণাননা জাগে সব দিগঙ্গনা,
জাগেন পৃথিবী-দেবী সুমঙ্গল কোলাহলে।
এসো মা উষার সনে বীণাপাণি চন্দ্রাননে,
রাঙা চরণ দু-খানি রাখো হৃদয় কমলে!

*

কে তুমি ত্রিদিবদেবী বিরাজ হৃদি কমলে!
নধর নগনা লতা মগনা কমলদলে।
মুখখানি ঢল ঢল, আলুথালু কুন্তল,
সনাল কমল দুটি হাসে বাম করতলে। ১

কপোলে সুধাংশু ভাস, অধরে অরুণ হাস,
নয়ন করুণাসিন্ধু প্রভাতের তারা জ্বলে। ২

মাথা থুয়ে পয়োধরে কোলে বীণা খেলা করে,
স্বর্গীয় অমিয় স্বরে জানিনে কি কথা বলে। ৩

ভাবভরে মাতোয়ারা, যেন পাগলিনীপারা,
আহ্লাদে আপনা-হারা মুগুধা মোহিনী,
নিশান্তের শুকতারা, চাঁদের সুধার ধারা,
মানস-মরালী মম আনন্দ-রূপিণী!
তুমি সাধনের ধন, জান সাধকের মন,
এখন আমার আর কোনো খেদ নাই মনে! ৪

নাহি চন্দ্র-সূর্য-তারা, অনল-হিল্লোল-ধারা,
বিচিত্র-বিদ্যুৎ-দাম-দ্যুতি ঝলমল ;
তিমিরে নিমগ্ন ভব, নীরব নিস্তব্ধ সব,
কেবল মরুতরাশি করে কোলাহল। ৫

হিমাদ্রি শিখর 'পরে আচম্বিতে আলো করে
অপরূপ জ্যোতি ওই পুণ্য তপোবনে!
বিকচ নয়নে চেয়ে হাসিছে দুধের মেয়ে,—
তামসী-তরুণ-উষা কুমারীরতন।
কিরণে ভুবনভরা, হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঙ্গনাগণে।
হাসিল অম্বরতলে পারিজাত দলে দলে,
হাসিল মানস-সরে কমল কানন। ৬

হরিণী মেলিল আঁখি, নিকুঞ্জে কূজিল পাখি,
বহিল সৌরভময় শীতল সমীর,
ভাঙিল মোহের ভুল, জাগিল মানবকুল,
হেরিয়ে তরুণ-উষা আনন্দে অধীর। ৭

অম্বরে অরুণোদয়, তলে দুলে দুলে বয়
তমসা তটিনী-রানী কুলুকুলু স্বনে ;
নিরখি লোচনলোভা পুলিন-বিপিন-শোভা
ভ্রমেন বাল্মীকি মুনি ভাবভোলা মনে। ৮

শাখি-শাখে রসসুখে ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে
কতই সোহাগ করে বসি দুজনায়,
হানিল শবরে বাণ, নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ,
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায়। ৯

ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে ঘেরে ঘেরে শোক করে,
অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে।
চক্ষে করি দরশন জড়িমা-জড়িত মন,
করুণ হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায় ;
সহসা ললাটভাগে জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নব ঘনে। ১০

কিরণে কিরণময় বিচিত্র আলোকোদয়,
ম্রিয়মাণ রবি-ছবি, ভুবন উজলে।
চন্দ্র নয়, সূর্য নয়, সমুজ্জ্বল শান্তিময়,
ঋষির ললাটে আজি না জানি কি জ্বলে! ১১

কিরণ-মণ্ডলে বসি জ্যোতির্ময়ী সুরূপসী
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে
নামিলেন ধীর ধীর, দাঁড়ালেন হয়ে স্থির
মুগ্ধ নেত্রে বাল্মীকির মুখপানে চেয়ে। ১২

করে ইন্দ্রধনু-বালা. গলায় তারার মালা,
সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলে, ঝলমলে কানন ;
কর্ণে কিরণের ফুল, দোদুল চাঁচর চুল
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকিয়ে আনন। ১৩

হাসি-হাসি শশি-মুখী, কতই কতই সুখী!
মনের মধুর জ্যোতি উছলে নয়নে।
কভু হেসে ঢল ঢল, কভু রোষে জ্বল জ্বল,
বিলোচন ছল ছল করে প্রতিক্ষণে। ১৪

করুণ ক্রন্দন-রোল উত উত উতরোল,
চমকি বিহ্বলা বালা চাহিলেন ফিরে ;
হেরিলেন রক্তমাখা মৃত ক্রৌঞ্চ ভগ্ন-পাখা,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ক্রৌঞ্চী ওড়ে ঘিরে ঘিরে। ১৫

একবার সে ক্রৌঞ্চীরে আর বার বাল্মীকিরে
নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উন্মাদিনী ;
কাতরা করুণা-ভরে, গান সকরুণ স্বরে,
ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিষাদিনী। ১৬

সে শোক-সংগীত-কথা শুনে কাঁদে তরুলতা,
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায়।
নিরখি নন্দিনী-ছবি গদ-গদ আদি কবি
অন্তরে করুণা-সিন্ধু উথলিয়া ধায়। ১৭

রোমাঞ্চিত কলেবর, টলমল থরথর,
প্রফুল্ল কপোল বহি বহে অশ্রুজল।
হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে ঢুলুঢুলু দু-নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও!
কমলা ঠমকে হাসি ছড়ানো রতনরাশি,
অপাঙ্গে ভ্রূভঙ্গে আহা ফিরে নাহি চাও!
ভাবে ভোলা খোলা প্রাণ, ইন্দ্রাসনে তুচ্ছ জ্ঞান,
হাসিয়ে পাগল বলে পাগল সকল। ১৮

এমন করুণা মেয়ে আছে যাঁর মুখচেয়ে,
ছলিতে এসেছ তাঁরে কেন গো চপলা!
হেরে কন্যা করুণায় শোক-তাপ দূরে যায়,
কি কাজ—কি কাজ তাঁর তোমায় কমলা! ১৯

এসো মা করুণারানী, ও বিধু-বদনখানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরি গো আবার ;
শুনে সে উদার কথা জুড়াক মনের ব্যথা,
এস আদিরিণী বাণী সমুখে আমার!
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগী-জন-তপোবন-স্থলে! ২০

ব্রহ্মার মানস-সরে ফুটে ঢলঢল করে
নীল জলে মনোহর সুবর্ণ-নলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায় হাসি-হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা-যামিনী। ২১

কোটি শশী উপহাসি উথলে লাবণ্যরাশি,
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে ;
আচম্বিতে অপরূপ রূপসীর প্রতিরূপ
হাসি-হাসি ভাসি-ভাসি উদয় অম্বরে। ২২
ফটিকের নিকেতন, দশদিকে দরপণ,

বিমল সলিল যেন করে তকতক ;
সুন্দরী দাঁড়ায়ে তায়　　　　　হাসিয়ে যে দিকে চায়
সেই দিকে হাসে তার কুহকিনী ছায়া,
নয়নের সঙ্গে সঙ্গে　　　　　ঘুরিয়া বেড়ায় রঙ্গে,
অবাক দেখিলে, হয় অমনি অবাক ; চক্ষে পড়ে না পলক।
তেমনি মানস সরে　　　　　লাবণ্য-দর্পণ-ঘরে
দাঁড়ায়ে লাবণ্যময়ী দেখিছেন মায়া। ২৩

যেন তাঁরে হেরি হেরি,　　　　　শূন্যে শূন্যে ঘেরি ঘেরি,
রূপসী চাঁদের মালা ঘুরিয়া বেড়ায় ;
চরণ-কমল-তলে　　　　　নীলনভ নীলজলে
কাঞ্চন-কমলরাজি ফুটে শোভা পায়। ২৪

চাহিয়ে তাঁদের পানে　　　　　আনন্দ ধরে না প্রাণে,
আনত আননে হাসি জলতলে চান ;
তেমনি রূপসী-মালা　　　　　চারিদিকে করে খেলা,
অধরে মৃদুল হাসি আনত বয়ান। ২৫

রূপের ছটায় ভুলি　　　　　শ্বেত শতদল তুলি
আদরে পরাতে যান সীমন্তে সবার,
তাঁরাও তাঁহারি মতো　　　　　পদ্ম তুলি যুগপত
পরাতে আসেন সবে সীমন্তে তাঁহার। ২৬

অমনি স্বপনপ্রায়　　　　　বিভ্রম ভাঙিয়া যায়,
চমকি আপন পানে চাহেন রূপসী ;
চমকে গগনে তারা,　　　　　ভূধরে নির্ঝরধারা,
চমকে চরণ-তলে মানস-রূপসী। ২৭

কুবলয়-বনে বসি　　　　　নিকুঞ্জ-শারদ-শশী
ইতস্তত শত শত সুর-সীমন্তিনী
সঙ্গে সঙ্গে ভাসি যায়,　　　　　অনিমেষে দেখে তাঁয়,
যোগাসনে যেন সব বিহ্বলা যোগিনী। ২৮

কিবে এক পরিমল　　　　　বহে বহে অবিরল!
শান্তিময়ী দিগঙ্গনা দেখেন উল্লাসে।
শূন্যে বাজে বীণা-বাঁশি,　　　　　সৌদামিনী ধায় হাসি,

সংগীত অমৃত-রাশি উথলে বাতাসে।
তীরে ঘেরে, জোড় করে অমর কিন্নর-নরে
সমস্বরে স্তব করে, ভাসে অশ্রুজলে—
অমর কিন্নর-নরে ভাসে অশ্রুজলে ॥ ২৯

তোমারে হৃদয়ে রাখি সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান-অমরাবতী দু-ই ভালো লাগে ;
গিরিমালা, কুঞ্জবন, গৃহ, নাট-নিকেতন,
যখন যেখানে যাই, যাও আগে আগে।
জাগরণে জাগ হেসে, ঘুমালে ঘুমাও শেষে,
স্বপনে মন্দার-মালা পরাইয়ে দাও গলে ॥ ৩০

যত মনে অভিলাষ, তত তুমি ভালোবাস,
তত মন প্রাণ ভরে আমি ভালোবাসি ;
ভক্তিভাবে এক তানে মজেছি তোমার ধ্যানে ;
কমলার ধনমানে নহি অভিলাষী।
থাকো হৃদে জেগে থাকো, রূপে মন ভরে রাখো,
তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর-কোলাহলে ॥ ৩১

তুমিই মনের তৃপ্তি, তুমি নয়নের দীপ্তি,
তোমা-হারা হলে আমি প্রাণ-হারা হই ;
করুণা-কটাক্ষে তব পাই প্রাণ অভিনব
অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে রই।
যে কদিন আছে প্রাণ, করিব তোমায় ধ্যান,
আনন্দে ত্যজিব তনু ও রাঙা চরণতলে ॥ ৩২

অদর্শন হলে তুমি, ত্যজি লোকালয়-ভূমি,
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে ;
হেরে মোরে তরুলতা বিষাদে কবে না কথা,
বিষণ্ণ কুসুমকুল বন-ফুল-বনে।
'হা দেবী, হা দেবী', বলি গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি ;
নীরবে হরিণীবালা ভাসিবে নয়ন-জলে ॥ ৩৩

নির্ঝর ঝর্ঝর রবে পবন পূরিয়ে যবে
অঘোষিবে সুরপুরে কাননের করুণ ক্রন্দন হাহাকার,
তখন টলিবে হায় আসন তোমার,—

হায় রে তখন মনে পড়িবে তোমার!
হেরিবে কাননে আসি, অভাগার ভস্মরাশি,
অথবা হাড়ের মালা, বাতাসে ছড়ায় ;
করুণা জাগিবে মনে, ধারা ববে দু-নয়নে,
নীরবে দাঁড়ায়ে রবে, প্রতিমার প্রায়। ৩৪

ভেবে সে শোকের মুখ বিদরে আমার বুক,
মরিতে পারিনে তাই আপনার হাতে ;
বেঁধে মারে, কত সয়! জীবন যন্ত্রণাময়
ছারখার চুরমার বিনি বজ্রাঘাতে।
অন্তরাত্মা জরজর, জীর্ণারণ্য চরাচর,
কুসুম-কানন-মন বিজন শ্মশান ;
কি করিব, কোথা যাব, কোথা গেলে দেখা পাব,
হৃদি-কমল-বাসিনী কোথারে আমার!
কোথা সে প্রাণের আলো, পূর্ণিমা-চন্দ্রিমাজাল,
কোথা সেই সুধামাখা সহাস বয়ান!
কোথা গেলে সঞ্জীবনী! মণি-হারা মহা খনি
অহো, সেই হৃদিরাজ্য কি ঘোর আঁধার!
তুমি তো পাষাণ নও, দেখে কোন প্রাণে সও,
অয়ি সুপ্রসন্ন হও কাতর পাগলে! ৩৫

দ্বিতীয় সর্গ

গীতি

[রাগিণী কালাংড়া,—তাল যৎ]

হারায়েছি—হারায়েছি রে, সাধের স্বপনের ললনা!
মানস-মরালী আমার কোথা গেল বল না!
কমল-কাননে বালা,
করে কত ফুলখেলা,
আহা, তার মালা গাঁথা হল না!
প্রিয় ফুলতরুগণ,
সুধাকর, সমীরণ,
বলো·বলো ফিরে কি আর পাব না!
কেন এল চেতনা!

আহা সে পুরুষবর না জানি কেমনতর,
দাঁড়ায়ে রজতগিরি অটল সুধীর!
উদার ললাট ঘটা, লোচনে বিজলী ছটা,
নিটোল বুকের পাটা, নধর শরীর। ১

সৌম্য মূর্তি স্ফূর্তি-ভরা, পিঙ্গল বল্কল পরা,
নীরদ-তরঙ্গ-লীলা জটা মনোহর ;
শুভ্র অভ্র উপবীত উরস্থলে বিলম্বিত,
যোগপাটা ইন্দ্রধনু রাজিছে সুন্দর। ২

কুসুমিতা লতা ভালে, শ্মশ্রুরেখা শোভে গালে,
করেতে অপূর্ব এক কুসুম রতন ;
চাহিয়ে ভুবনপানে কি যেন উদয় প্রাণে,
অধরে ধরে না হাসি—শশীর কিরণ। ৩

কি এক বিভ্রম ঘটা, কি এক বদন ছটা,
কি এক উছলে অঙ্গে লাবণ্য-লহরী!
মন্দাকিনী আসি কাছে থমকে দাঁড়ায়ে আছে,
থমকে দাঁড়ায়ে দেখে অমর-অমরী। ৪

নধর মন্দাররাজি নবীন পল্লবে সাজি
দূরে দূরে ধীরে ধীরে ঘেরিয়ে দাঁড়ায়।
গরজি গভীর স্বরে জলধর শিরপরে
কবি করি জয়ধ্বনি চলে দুলে দুলে।
তড়িত ললিত বালা, করে লুকাচুরি খেলা.
সহসা সমুখে দেখে চমকে পালায়।
অপ্সরী বাঁশরী করে দাঁড়ায়ে শিখরী পরে
আনন্দ বিজয়-গান গায় প্রাণ খুলে। ৫

দিগঙ্গনা কুতুহলে সমীর-হিল্লোল-ছলে
বরষে মন্দার-ধারা আবরি গগন।
আমোদে আমোদময়, অমৃত উথুলে বয়,
ত্রিদশ-আলয় আজি আনন্দে মগন।
জ্যোতির্ময় সপ্তঋষি প্রভায় উজলি দিশি,
সম্ভ্রমে কুসুমাঞ্জলি অর্পিছেন পদতলে। ৬

সে মহাপুরুষ-মেলা, সে নন্দনবন-খেলা,
সে চিরবসন্ত-বিকশিত ফুলহার,
কিছুই হেথায় নাই ; মনে মনে ভাবি তাই,
কি দেখে আসিতে মন সরিবে তোমার! ৭

কেমনে বা তোমা বিনে দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্র-দিনে
সুদীর্ঘ জীবন-জ্বালা সব অকাতরে,
কার আর মুখ চেয়ে অবিশ্রাম যাব বেয়ে
ভাসায়ে তনুর তরী অকূল সাগরে! ৮

কেন গো ধরণী-রানী বিরস বদনখানি,
কেন গো বিষণ্ণ তুমি উদার আকাশ,
কেন প্রিয় তরুলতা ডেকে নাহি কহ কথা,
কেন রে হৃদয়—কেন শ্মশান উদাস! ৯

কোনো সুখ নাই মনে, সব গেছে তার সনে ;
খোলো হে অমরগণ স্বরগের দ্বার!
বলো কোন পদ্মবনে লুকায়েছ সংগোপনে,
দেখিব কোথায় আছে সারদা আমার! ১০

অয়ি, একি, কেন কেন. বিষণ্ণ হইলে হেন!
আনত আনন-শশী, আনত নয়ন,
অধরে মন্থরে আসি কপোলে মিলায় হাসি,
থর থর ওষ্ঠাধর, স্ফোরেনা বচন। ১১

তেমন অরুণ-রেখা কেন কুহেলিকা-ঢাকা,
প্রভাত-প্রতিমা আজি কেন গো মলিন!
বলো, বলো, চন্দ্রাননে, কে ব্যথা দিয়েছে মনে,
কে এমন—কে এমন হৃদয়-বিহীন! ১২

বুঝিলাম অনুমানে, করুণা-কটাক্ষ-দানে
চাবে না আমার পানে, কবেও না কথা ;
কেন যে কবে না হায় হৃদয় জানিতে চায়,
সরমে কি বাধে বাণী, মরমে বা বাজে ব্যথা! ১৩

যদি মর্মব্যথা নয়, কেন অশ্রুধারা বয়!
দেববালা ছলাকলা জানে না কখনো ;
সরল মধুর প্রাণে, সতত মুখেতে গান,
আপন বীণার তানে আপনি মগন। ১৪

অয়ি, হা, সরলা সতী সত্যরূপা সরস্বতী!
চির-অনুরক্ত ভক্ত হয়ে কৃতাঞ্জলি
পদ-পদ্মাসন কাছে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে,
কি করিবে, কোথা যাবে, দাও অনুমতি!
স্বরগ-কুসুম-মালা, নরক-জ্বলন-জ্বালা,
ধরিবে প্রফুল্ল মুখে মস্তকে সকলি।
তব আজ্ঞা সুমঙ্গল, যাই যাব রসাতল,
চাইনে এ বরমালা, এ অমরাবতী! ১৫

নরকে নারকী-দলে মিশিগে মনের বলে,
পরান কাতর হলে ডাকিব তোমায় ;
যেন দেবী সেইক্ষণে অভাগারে পড়ে মনে,
ঠেলো না চরণে, দেখো, ভুলো না আমায়! ১৬

অহহ! কিসের তরে অভাগা নরকে জরে,
মরু—মরু—মরুময় জীবন-লহরী ;
এ বিরস মরুভূমে সকলি আচ্ছন্ন ধূমে,
কোথাও একটিও আর নাহি ফোটে ফুল ;
কভু মরীচিকা-মাজে বিচিত্র কুসুম রাজে,
উঃ! কি বিষম বাজে, যেই ভাঙে ভুল!
এত যে যন্ত্রণা-জ্বালা, অবমান অবহেলা,
তবু কেন প্রাণ টানে! কি করি, কি করি! ১৭

তেমন আকৃতি, আহা, ভাবিয়ে ভাবিয়ে যাহা
আনন্দে উন্মত্ত মন, পাগল পরান,
সে কি গো এমন হবে, মোর দুখে-সুখে রবে,
কাঁদিয়ে ধরিলে কর, ফিরাবে বয়ান! ১৮

ভাবিতে পারিনে আর! অন্ধকার—অন্ধকার—
ঝটিকার ঘূর্ণী ঘোরে মাথার ভিতর ;
তরঙ্গিয়া রক্তরাশি নাকে-মুখে-চোকে আসি
বেগে যেন ভেঙে ফেলে ; ধরো ধরো ধরো ;— ১৯

ধরো, আত্মা, ধৈর্য ধরো, ছি ছি! একি করো করো,
মর যদি, মরা চাই মানুষের মতো ;
থাকি বা প্রিয়ার বুকে, যাই বা মরণ-মুখে,
এ আমি, আমিই রব ; দেখুক জগৎ। ২০

মহান মনেরি তরে জ্বালা জ্বলে চরাচরে,
পুড়ে মরে ক্ষুদ্রেরাই পতঙ্গের প্রায় ;
জ্বলুক যতই জ্বলে, পর জ্বালা-মালা গলে,
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠে জ্বলে হলাহল-দ্যুতি ;
হিমাদ্রিই বক্ষ পরে সহে বজ্র অকাতরে,
জঙ্গল জ্বলিয়া যায় লতায়-পাতায় ;
অস্তাচলে চলে রবি, কেমন প্রশান্ত ছবি!
তখনো কেমন আহা উদার বিভূতি! ২১

হা ধিক্ অধীর হেন! দেখেও দেখ না কেন
দুখে দুখী অশ্রুমুখী প্রাণপ্রতিমায়!
প্রণয়-পবিত্র-ধনে সন্দেহ কোরো না মনে,
নাগরদোলায় দোলা শিশুরি মানায়।
সারদা সরলা বালা, সবেনা সন্দেহ-জ্বালা,
ব্যথা পাবে সুকোমল হৃদয় কমলে ॥ ২২

তৃতীয় সর্গ

গীতি

[রাগিণী বিভাস,—তাল আড়াঠেকা]

বিরাজ সারদে কেন এ ম্লান কমলবনে!
আজো কিরে অভাগিনী ভালোবাস মনে মনে!
মলিন নলিন বেশ, মলিন চিকন কেশ,
মলিন মধুর-মূর্তি, হাসি নাই চন্দ্রাননে!
মলিন কমল-মালা, মলিন মৃণাল-বালা,
আর সে অমৃত-জ্যোতি জ্বলেনাকো বিলোচনে!
চির আদরিণী বীণা, কেন, যেন দীনাহীনা
ঘুমায়ে পায়ের কাছে পড়ে আছে অচেতনে!
জীবন-কিরণ-রেখা অস্তাচলে দিল দেখা,
এ হৃদি-কমল দেবী ফুটিবে না আর!
যাও বীণা লয়ে করে, ব্রহ্মার মানস-সরে,
রাজহংস কেলি করে সুবর্ণ-নলিনী সনে।

আজি এ বিষণ্ণ বেশে কেন দেখা দিলে এসে,
কাঁদিলে কাঁদালে দেবী জন্মের মতন!
পূর্ণিমা-প্রমোদ-আলো, নয়নে লেগেছে ভালো
মাঝেতে উথলে নদী, দু-পারে দুজন—
চক্রবাক-চক্রবাকী দু-পারে দুজন! ১

নয়নে নয়নে মেলা, মানসে মানসে খেলা,
অধরে প্রেমের হাসি বিষাদে মলিন ;
হৃদয়-বীণার মাজে ললিত রাগিণী বাজে,
মনের মধুর গান মনেই বিলীন ; ২

সেই আমি, সেই তুমি, সেই এ স্বরগ-ভূমি,
সেই সব কল্পতরু, সেই কুঞ্জবন ;
সেই প্রেম, সেই স্নেহ, সেই প্রাণ, সেই দেহ ;
কেন মন্দাকিনী-তীরে দু-পারে দুজন। ৩

আকুল-ব্যাকুল প্রাণ, মিলিবারে ধাবমান ;
কেন এসে অভিমানে সমুখে উদয়!—
কান্তি-শান্তি-ময় তনু, অপরূপ ইন্দ্রধনু,
তেজে যেন জ্বলে মন, অটল-হৃদয়! ৪

কাতর পরান পরে চেয়ে আছে স্নেহভরে,
নয়ন-কিরণ যেন পীযূষ-লহরী ;
এমন পদার্থে হেলি যাব না, যাব না ঠেলি,
উভয়-সংকটে আজ মরি যদি, মরি। ৫

কেন গো পরের করে সুখের নির্ভর করে,
আপনা আপনি সুখী নহে কেন নর!
সদাশিব সদানন্দ, সতী বিনে নিরানন্দ,
শ্মশানে ভ্রমেন ভোলা খেপা দিগম্বর। ৬

হৃদয়-প্রতিমা লয়ে থাকি থাকি সুখী হয়ে,
অধিক সুখের আশা নিরাশা শ্মশান ;
ভক্তিভাবে সদা স্মরি, মনে মনে পূজা করি,
জীবন-কুসুমাঞ্জলি পদে করি দান। ৭

বাসনা বিচিত্র ব্যোমে খেলা করে রবি-সোমে
পরিয়ে নক্ষত্র তারা হীরকের হার,
প্রগাঢ় তিমির-রাশি ভুবন ভরেছে আসি,
অন্তরে জ্বলিছে আলো, নয়নে আঁধার। ৮

বিচিত্র এ মত্তদশা, ভাবভরে যোগে বসা,
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে!
কি বিচিত্র সুরতান ভরপুর করে প্রাণ,
কে তুমি গাহিছ গান আকাশ-মণ্ডলে! ৯

জ্যোতির প্রবাহ-মাঝে বিশ্ববিমোহিনী রাজে!
কে তুমি লাবণ্য-লতা মূর্তি মধুরিমা,
মৃদু মৃদু হাসি-হাসি বিলাও অমৃতরাশি,
আলোয় করেছ আলো প্রেমের প্রতিমা! ১০

ফুটে ফুটে অবিরল হাসে সব শতদল,
অবিরল গুঞ্জরিয়ে ভ্রমর বেড়ায় ;
সমীর সুরভিময় সুখে ধীরে ধীরে বয়,
লুটায়ে চরণ-তলে স্তুতিগান গায়। ১১

আচম্বিতে এ কি খেলা! নিবিড় নীরদমালা!
হা হা রে, লাবণ্য-বালা লুকাল, লুকাল!
এমন ঘুমের ঘোরে জাগালে কে জোর করে,
সাধের স্বপন আহা ফুরাল, ফুরাল! ১২

বসন্তের বনবালা ঘুমের রূপের ডালা
মায়ার মোহিনী মেয়ে স্বপন-সুন্দরী!
মনের মুকুর-তলে পশিয়ে ছায়ার ছলে
কর কত লীলা-খেলা ; কতই লহরী! ১৩

কোথা থেকে এসো তারা, মাখিয়ে সুধার ধারা,
জুড়াতে কাতর প্রাণ নিশান্ত সময়ে!
(লয়ে পশু-পক্ষী-প্রাণী ঘুমায় ধরণী-রানী,)
কোথায় চলিয়ে যাও অরুণ উদয়ে! ১৪

ফের এ কি আলো এল! কই, কই, কোথা গেল,
কেন এল, দেখা দিল, লুকাল আবার!

কে আমারে অবিরত খেপায় খেপার মতো,
জীবন-কুসুম-লতা কোথারে আমার! ১৫

কোথা সে প্রাণের পাখি, বাতাসে ভাসিয়ে থাকি
আর কেন গান করে ডাকে না আমায়!
বলো দেবী মন্দাকিনী! ভেসে ভেসে একাকিনী
সোনামুখী তরীখানি গিয়েছে কোথায়! ১৬

এই না, তোমাবি তীরে দেখা আমি পেনু ফিরে,
তুলে কেন না রাখিনু বুকের ভিতরে!
হা ধিক্ রে অভিমান, গেল, গেল, গেল প্রাণ,
করাল কালিমা ওই গ্রাসে চরাচরে! ১৭

হারায়ে নয়ন-তারা হয়েছি জগত-হারা,
ক্ষণে ক্ষণে আপনারে হারাই হারাই ;

ওহে ভাই, দাও বলে কোন দিকে যাব চলে,
ওকি ওঠে জ্বলে জ্বলে, কোথায় পালাই! ১৮

ওকি, ও, দারুণ শব্দ, আকাশ-পাতাল স্তব্ধ ;
দারুণ আগুন শুধু ধু-ধু ধু-ধু ধায় ;
তুমুল তরঙ্গ ঘোর, কি ঘোর ঝড়ের জোর,
পাঁজর ঝাঁঝর মোর দাঁড়াই কোথায়! ১৯

তবে কি সকলি ভুল! নাই কি প্রেমের মূল!
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা-লতার?
মন কেন রসে ভাসে প্রাণ কেন ভালোবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুলহার? ২০

শত শত নর-নারী দাঁড়ায়েছে সারি-সারি,
নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখখানি?
হেরে হারানিধি পায়, না হেরিলে প্রাণ যায় ;
এমন সরল সত্য কি আছে না জানি! ২১

ফুটিলে প্রেমের ফুল ঘুমে মন ঢুলঢুল,
আপন সৌরভে প্রাণ আপনি পাগল :

সেই স্বর্গ-সুধা পানে কত যে আনন্দ প্রাণে
অমায়িক প্রেমিকে তা জানেন কেবল। ২২

নন্দন নিকুঞ্জবনে বসি শ্বেত শিলাসনে
খোলা প্রাণে রতি-কাম বিহরে কেমন!
আননে উদার হাসি, নয়নে অমৃতরাশি ;
অপরূপ আলো এক উজলে ভুবন। ২৩

পারিজাত মালা করে, চাহি চাহি স্নেহভরে
আদরে পরস্পরে গলায় পরায় ;
মেজাজ গিয়েছে খুলে, বসেছে দুনিয়া ভুলে,
সুধার সাগর যেন সমুখে গড়ায়। ২৪

কি এক ভাবেতে ভোর, কি যেন নেশার ঘোর,
টলিয়ে ঢলিয়ে পড়ে নয়নে নয়ন ;
গলে গলে বাহুলতা, জড়িমা-জড়িত কথা,
সোহাগে সোহাগে রাগে গলগল মন। ২৫

করে কর থরথর, টলমল কলেবর,
গুরুগুরু দুরুদুরু বুকের ভিতর ;
তরুণ অরুণ ঘটা আননে আরক্ত ছটা,
অধর কমল-দল কাঁপে থরথর। ২৬

প্রণয়-পবিত্র কাম, সুখ-স্বর্গ-মোক্ষ-ধাম!
আজি কেন হেরি হেন মাতোয়ারা বেশ।
ফুলধনু ফুলছড়ি দূরে যায় গড়াগড়ি ;
রতির খুলিয়ে খোঁপা আলুথালু কেশ! ২৭

বিহ্বল পাগল প্রাণে চেয়ে সতী পতি পানে,
গলিয়ে গড়িয়ে কোথা চলে গেছে মন ;
মুগ্ধ মত্ত নেত্রদুটি, আধ ইন্দীবর ফুটি,
দুলুদুলু ঢুলুঢুলু করিছে কেমন। ২৮

আলসে উঠিছে হাই, ঘুম আছে, ঘুম নাই,
কি যেন স্বপন মতো চলিয়াছে মনে ;

সুখের সাগরে ভাসি কিবে প্রাণখোলা হাসি!
কি এক লহরী খেলে নয়নে নয়নে! ২৯

উথুলে উথুলে প্রাণ উঠিছে ললিত তান,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে গান গায় দুইজন ;
সুরে সুরে সম্ রাখি ডেকে ডেকে ওঠে পাখি,
তালে তালে ঢলে ঢলে চলে সমীরণ। ৩০

কুঞ্জের আড়াল থেকে চন্দ্রমা লুকায়ে দেখে,
প্রণয়ীর সুখে সদা সুখী সুধাকর ;
সাজিয়ে মুকুল ফুলে আহ্লাদেতে হেলে-দুলে
চৌদিকে নিকুঞ্জ-লতা নাচে মনোহর।
সে আনন্দে আনন্দিনী, উথলিয়ে মন্দাকিনী,
করি করি কলধ্বনি বহে কুতূহলে ॥ ৩১

এ ভুল প্রাণের ভুল, মর্মে বিজড়িত মূল,
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী ;
এ এক নেশার ভুল, অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল,
স্বপনে বিচিত্র-রূপা দেবী যোগেশ্বরী। ৩২

কভু বরাভয় করে, চাঁদে যেন সুধা ক্ষরে
করেন মধুর স্বরে অভয় প্রদান ;
কখনো গেরুয়া পরা, ভীষণ ত্রিশূল ধরা,
পদভরে কাঁপে ধরা ভূধর অধীর ;
দীপ্ত সূর্য হুতাশন ধক ধক দু-নয়ন,
হুংকারে বিদরে ব্যোম, লুকায় মিহির ;
ঘোরঘট্ট অট্টহাসি ঝলকে পাবকরাশি ,
প্রলয়-সাগরে যেন উঠেছে তুফান। ৩৩

কভু আলুথালু কেশে শ্মশানের প্রান্তদেশে
জ্যোস্নায় আছেন বসি বিষণ্ণ বদনে ;
গঙ্গার তরঙ্গমালা সমুখে করিছে খেলা,
চাহিয়ে তাদের পানে উদাস নয়নে। ৩৪

পবন আকুল হয়ে চিতাভস্মরজ লয়ে
শোকভরে ধীরে ধীরে শ্রীঅঙ্গে মাখায়.

শ্বেত করবীর বেলা, চামেলি-মালতীমেলা,
ছড়াইয়ে চারিদিকে কাঁদিয়ে বেড়ায়। ৩৫

হায় ফের বিষাদিনী! কে সাজালে উদাসিনী!
সম্বরো এ মূর্তি দেবী, সম্বরো সম্বরো!
বটে এ শ্মশান-মাজে এলোকেশী কালী সাজে
দানব-রুধির-রঙ্গে নাচে ভয়ংকর। ৩৬

আবার নয়নে জল! ওই সেই হলাহল,
ওরি তরে জীর্ণজরা জীবন আমার ;
গরজি গগন ভোরে দাঁড়াও ত্রিশূল ধরে!
সংহার-মুরতি অতি মধুর তোমার। ৩৭

আমার এ বজ্রবুক, ত্রিশূলেরো তীক্ষ্ণ মুখ,
দাও দাও বসাইয়ে, এড়াই যন্ত্রণা!
সম্মুখে আরক্তমুখী, মরণে পরম সুখী,
এ নহে প্রলয়-ধ্বনি, বাঁশরি-বাজনা। ৩৮

অনন্ত নিদ্রার কোলে অনন্ত মোহের ভোলে
অনন্ত শয্যায় গিয়ে করিব শয়ন,
আর আমি কাঁদিব না, আর আমি কাঁদাব না,
নীরবে মিলিয়ে যাবে সাধের স্বপন! ৩৯

তপন-তর্পণ-আল অসীম যন্ত্রণা-জাল,
প্রশান্ত অনন্ত ছায়া অনন্ত যামিনী ,
সে ছায়ে ঘুমাব সুখে, বজ্র বাজিবে না বুকে,
নিস্তব্ধ ঝটিকা-ঝঞ্ঝা, নীরব মেদিনী। ৪০

বাঁধো বুক, ত্যজো ভয়, পুণ্য এ, পাতক নয় ;
খুনে আর পরিত্রাণে অনেক অন্তর।
ভালোবাসা তারি ভালো, সহে যারে চিরকাল ;
বাঁচুক বাঁচুক তারা, হউক অমর! ৪১

হবে না হবে না আর, হয়ে গেছে যা হবার,
ধোরো না ধোরো না, বৃথা রুধো না আমাকে!

এ পোড়া পিঞ্জর রাখি উড়ুক পরান-পাখি,
দেখুক দেখুক, যদি আর কিছু থাকে!
ছাড়ো! আনো! যাও যাও! বেগে বুকে বিঁধে দাও!
ওই সে ত্রিশূল দোলে গগনমণ্ডলে! ৪২

চতুর্থ সর্গ

গীতি

[রাগিণী ভৈরবী,—তাল ঠা-ঠুংরি]

কোথা গো প্রকৃতি-সতী সে রূপ তোমার!
যে রূপে নয়ন-মন ভুলাতে আমার!
সেই সুরধুনী-কূলে ফুলময় ফুলে ফুলে,
বেড়াইতে বনবালা পরি ফুলহার।
নবীন-নীবদ-কোলে সোনার যে দোলা দোলে,
ক্ষণেক দুলিতে, ক্ষণে পালাতে আবার।
সুধাংশুমণ্ডলে বসি খেলিতে লইয়ে শশী,
হাসিয়ে ছড়িয়ে দিতে তারকারতন ;—
হাসি দিগঙ্গনাগণে ধরি ধরি সে রতনে
খেলিত কন্দুক-খেলা, হাসিত সংসার।
এ তমান্ধ তলাতলে কি বিষম জ্বালা জ্বলে,
কেবল জ্বলিয়ে মরি ঘোচে না আঁধার।
চলো, দেবী, লয়ে চলো, যথা জাগে হিমাচল,
উদার সে রূপরাশি দেখি একবার!

অসীম নীরদ নয় ; ও-ই গিরি হিমালয়!
উথুলে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি ;
ব্যেপে দিগ্‌-দিগন্তর, তরঙ্গিয়া ঘোরতর,
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন জাগে নিরবধি। ১

বিশ্ব যেন ফেলে পাছে কি এক দাঁড়ায়ে আছে!
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান ব্যাপার!
কি এক মহান মূর্তি, কি এক মহান স্ফূর্তি
মহান উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার। ২

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম, তুচ্ছ-তারা সূর্য-সোম
নক্ষত্র, নখাগ্রে যেন গনিবারে পারে ;
সমুখে সাগরাম্বরা ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে। ৩

কত শত অভ্যুদয়, কতই বিলয় লয়,
চক্ষের উপর যেন ঘটে ক্ষণে ক্ষণে ;
হরহর হরহর সুর নর থরথর
প্রলয়-পিনাক-রাব বাজে না শ্রবণে। ৪

ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে, বুকে খেলা করে ধেয়ে
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে।
জ্বলন্ত-অনল-ছবি ধক ধক জ্বলে রবি,
কিরণ-জ্বলন-জ্বালা মালা শোভে গলে। ৫

কালের করাল হাসি দলকে দামিনীরাশি,
কক্কড় দন্তে দন্তে ভীষণ ঘর্ষণ ;
ত্রিজগত ত্রাহি ত্রাহি , কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাহি ,
কে যোগেন্দ্র ব্যোমকেশ যোগে নিমগন!

ওই মেরু উপহাসি অনন্ত বরফ-রাশি
যুবন তপন করে ঝক্‌ঝক্ করে!
উপরে বিচিত্র রেখা, চারু ইন্দ্রধনু লেখা,
অলকা অমরাবতী রয়েছে ভিতরে—
লুকানো লুকানো যেন রয়েছে ভিতরে ॥ ৭

ওই কিবে ধবধব তুঙ্গ তুঙ্গ শৃঙ্গ সব
ঊর্ধ্বমুখে ধেয়ে গেছে ফুঁড়িয়া অম্বর!
দাঁড়াইয়ে পাদদেশে ললিত হরিত বেশে
নধর নিকুঞ্জ-রাজি সাজে থরেথর। ৮

সানু আলিঙ্গিয়ে করে শূন্যে যেন বাজি করে
বপ্র-কেলি-কুতূহলে মত্ত করিগণ ;
নবীন নীরদমালা সঙ্গে সঙ্গে করে খেলা,
দশন বিজলী-ঝলা বিলসে কেমন! ৯

ওই গণ্ডশৈল-শিরে গুল্মরাজি চিরে চিরে
বিকাশে গৈরিক-ঘটা ছটা রক্তময়!
তৃণ-তরু-লতাজাল, অপরূপ লালে-লাল ;
মেঘের আড়ালে যেন অরুণ উদয়। ১০

কাছে কাছে স্থানে স্থানে নীচ-মুখে উচ-কানে
চরিয়া বেড়ায় সব চমর-চমরী,
সুচিক্কন শুভ্র কায় মাছি পিছলিয়া যায়,
অনিলে চামর চলে চন্দ্রিমা-লহরী ॥ ১১

কিবে ওই মনোহারী দেবদারু সারি সারি
দেদার চলিয়া গেছে কাতারে কাতার!
দূর দূর আলবালে, কোলাকুলি ডালে ডালে,
পাতার মন্দির গাঁথা মাথায় সবার। ১২

তলে তৃণ-লতা-পাতা সবুজ বিছানা পাতা ;
ছোট ছোট কুঞ্জবন হেথায়-হোথায়।
কেমন পাকম ধরি, কেকারব করি করি,
ময়ূর-ময়ূরী সব নাচিয়া বেড়ায়! ১৩

মধ্যমে ফোয়ারা ছোটে, যেন ধূমকেতু ওঠে,
ফরফর তুপ্‌ড়ি ফোটে, কেটে পড়ে ফুল ;
কত রকমের পাখি কলরবে ডাকি ডাকি
সঙ্গে সঙ্গে ওঠে-পড়ে, আহ্লাদে আকুল। ১৪

জলধারা ঝরঝর, সমীরণ সরসর,
চমকি চরন্ত মৃগ চায় চারিদিকে ;—
চমকি আকাশময় ফুটে ওঠে কুবলয়,
চমকি বিদ্যুল্লতা মিলায় নিমিখে। ১৫

একি স্থান অভিনব! বিচিত্র শিখর সব
চৌদিকে দাঁড়ায়ে আছে ঘেরিয়া আমায় ;
গায়ে তরু-লতা-পাতা থোলো থোলো ফুল গাঁথা,
বরফের—হীরকের টোপর মাথায়। ১৬

তলভূমি সমুদয়　　　　ফুলে ফুলে ফুলময়,
　　শিরোপরে লম্বমান মেঘের বিতান ;
আকাশ পড়েছে ঢাকা,　　　　আর নাহি যায় দেখা
　　তপনের সুবর্ণের তরল নিশান। ১৭

কেবল বিজলি-মালা　　　　বেড়ায় করিয়ে খেলা ;
　　কেন গো, বিমানে আজি অমরী-অমর!
তোমরা কি সারদারে　　　　দেখেছ, এনেছ তারে
　　ভূষিতে এ প্রকৃতির প্রাসাদ সুন্দর! ১৮

হা দেবী, কোথায় তুমি!　　　　শূন্য গিরি-ফুলভূমি!
　　কোথায়—কোথায়—হায়—সারদা—সারদা!—
আর কেন হাস্য-মুখে!　　　　হানো উগ্র বজ্র বুকে!—
　　কি ঘোর তামসী নিশি!— ** ** ** ১৯

আহা স্নিগ্ধ সমীরণ!　　　　বুঝিলে তুমি বেদন!
　　বুঝিল না সুলোচনা সারদা আমার!—
হা মানিনী! মানভরে　　　　গেছ কোন লোকান্তরে!-
　　বলো দেব, বলো বলো কুশল তাহার! ২০

অয়ি, ফুলময়ী সতী　　　　গিরি-ভূমি ভাগ্যবতী!
　　অভাগার তরে তব হয়নি সৃজন ;
দেখা যদি পাই তার,　　　　দেখা হবে পুনর্বার ;
　　হলেম তোমার কাছে বিদায় এখন ॥ ২১

ওই ওই ভৃগুভূমে,　　　　আচ্ছন্ন তুহিন ধূমে
　　রয়েছে আকাশে মিশে অপরূপ স্থান!
আবছা আবছা দেখা যায়　　　　গুহা গোমুখের প্রায়,
　　পাতাল ভেদিয়া তায় ধায় যেন বান। ২২

ফেনিল সলিলরাশি　　　　বেগভরে পড়ে আসি,
　　চন্দ্রলোক ভেঙে যেন পড়ে পৃথিবীতে ;
সুধাংশু-প্রবাহ পারা　　　　শত শত ধায় ধারা,
　　ঠিকরে অসংখ্য তারা ছোটে চারিভিতে!—
　　অসংখ্য শীকর-শিলা ছোটে চারিভিতে। ২৩

শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঠেকে ঠেকে, লম্ফে লম্ফে ঝোঁকে ঝোঁকে,
জেলের জালের মতো হয়ে ছত্রাকার,
ঘুরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ; ফেনার আরশি ওড়ে,
উড়েছে মরাল যেন হাজার হাজার। ২৪

আবরিয়ে কলেবর ঝরিছে সহস্র ঝর,
ভৃগুভূমি মনোহর সেজেছে কেমন!
যেন ভৈরবের গায় আহ্লাদে উথুলে ধায়
ফণা তুলে চুল্‌বুলে ফণী অগণন। ২৫

নেমে নেমে ধারাগুলি, করি করি কোলাকুলি,
একবেণী হয়ে হয়ে নদী বয়ে যায় ;
ঝরঝর কলকল ঘোর রাবে ভাঙে জল,
পশু-পক্ষী কোলাহল করিয়ে বেড়ায়। ২৬

সিংহ দুটি শুয়ে তটে আনন আবরি জটে,
মগন রয়েছে যেন আপনার ধ্যানে ;
আলসে তুলিছে হাই, কাকেও দৃক্‌পাত নাই,
গ্রীবাভঙ্গে কদাচিৎ চায় নদীপানে। ২৭

কিবে ভৃগু-পাদমূলে উথুলে উথুলে দুলে
টলে ঢলে চলেছেন দেবী সুরধনী!
কবির, যোগীর ধ্যান, ভোলা মহেশের প্রাণ,
ভারত-সুরভি-গাভী, পতিত-পাবনী।
পুণ্যতোয়া গিরিবালা! জুড়াও প্রাণের জ্বালা!
জুড়ায় ত্রিতাপ-জ্বালা—মা, তোমার জলে! ২৮

পঞ্চম সর্গ

গীতি

[রাগিণী বেহাগ,—তাল কাওয়ালী]

মধুর রজনী, মধুর ধরণী,
মধুর চন্দ্রমা, মধুর সমীর!
ভাগীরথী-বুকে ভাসি ভাসি সুখে
চলে ফুলময়ী তরী ধীর ধীর।

আলুথালু কেশ, আলুথালু বেশ.
ঘুমায় কামিনী রূপসী রুচির!
অপরূপ হাস আননে বিকাশ,
অধরপল্লব অলপ অধীর।
না জানি কেমন দেখিছে স্বপন
মধুর—মধুর—মুরতি মদির!

বেলা ঠিক দ্বিপ্রহর! দিনকর খরতর,
নিঝুম নীরব সব—গিরি, তরু, লতা।
কপোতী সুদূর বনে ঘুঘু—ঘু করুণ স্বনে
কাঁদিয়ে বলিছে যেন শোকের বারতা। ১

তৃষায় ফাটিছে ছাতি, জল খুঁজে পাতিপাতি
বেড়ায় মহিষ-যূথ চারিদিকে ফিরে।
এলায়ে পড়িছে গা, লটপট করে পা,
ধুঁকিয়ে হরিণগুলি চলে ধীরে ধীরে। ২

কিবে স্নিগ্ধ-দরশন, তরুরাজি ঘনঘন,
অতল পাতালপুরী নিবিড় গহন!
যত দূর যায় দেখা ঢেকে আছে উপত্যকা,
গভীর গম্ভীর স্থির মেঘের মতন। ৩

কায়াহীন মহা ছায়া বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া
মেঘে শশী ঢাকা রাকা-রজনী-রূপিণী,
অসীম কানন-তল ব্যেপে আছে অবিরল ;
উপরে উজলে ভানু, ভূতলে যামিনী। ৪

ঘোর ঘোর সমুদয়, কি এক রহস্যময়,
শান্তিময়, তৃপ্তিময়, ভুলায় নয়ন ;
অনন্ত বরষাকালে অনন্ত জলদজালে
লুকায়ে রেখেছে যেন জ্বলন্ত তপন। ৫

পত্র-রন্ধ্র ধরি ধরি কিরণের ঝারা ঝরি
মানিক ছড়িয়ে যেন পড়েছে কাননে,
চিকন শাদ্বল-দলে দীপ দীপ করে জ্বলে
তারকা ছড়ানো যেন বিমল গগনে ॥ ৬

নভ-চুম্বী শৃঙ্গবরে ও কি দপ দপ করে।
কুঞ্জে কুঞ্জে দাবানল হইল আকুল ;
তরু থেকে তরুপরে, বন হতে বনান্তরে
ছুটে, যেন ফুটে ওঠে শিমুলের ফুল—
রাশি রাশি শিমুলের ফুল। ৭

অর্চিপুঞ্জ লক লক, ভক ভক, ধক ধক,
দাউ দাউ ধুধু ধুধু, ধায় দশদিকে ;
ঝঙ্কা ঝঙ্কা হঙ্কা ছোটে, বোঁবোঁ বোঁবোঁ চর্কি লোটে,
মাতাল ছুটেছে যেন মনের বেঠিকে। ৮

দেখিতে দেখিতে দেখ কেবল অনল এক,
একমাত্র মহাশিখা ওঠে নিরবধি ;
আগ্নেয় শিখর পরে যেন ওঠে বেগভরে
ভীষণ গগন-মুখী আগুনের নদী। ৯

দিগঙ্গনাগণ যেন আতঙ্কে আড়ষ্ট হেন,
অটল প্রশান্ত গিরি বিভ্রান্ত উদাস ;
চতুর্দিকে লম্ফে ঝম্ফে, মত্ত যেন রণদম্ফে
তোলপাড় করে ধায় দারুণ বাতাস—
উঃ! কি আগুন-মাখা দারুণ বাতাস! ১০

ত্রিলোক-তারিণী গঙ্গে, তরল তরঙ্গ-রঙ্গে
এ বিচিত্র উপত্যকা আলো করি করি
চলেছ মা মহোল্লাসে! তোমারি পুলিনে হাসে,
সুদূর সে কলিকাতা আনন্দ নগরী। ১১

আহা, স্নেহ-মাখা নাম, আনন্দ—আনন্দ ধাম,
প্রিয় জন্মভূমি তুমি কোথায় এখন!
এ বিজন গিরিদেশে প্রকৃতি প্রশান্ত বেশে
যতই সান্ত্বনা করে, কেঁদে ওঠে মন ;—
কেন মা! আমার তত কেঁদে ওঠে মন! ১২

হে সারদে দাও দেখা। বাঁচিতে পারিনে একা,
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয় ;
কি বলেছি অভিমানে শুনো না শুনো না কানে,
বেদনা দিওনা প্রাণে ব্যথার সময়! ১৩

অহ, অহ, ওহো, ওহো,   কি মহান সমারোহ!
ঘোর-ঘটা মহাছটা কেমন উদার!
নিসর্গ মহান মূর্তি   চতুর্দিকে পায় স্ফূর্তি,
চতুর্দিকে যেন মহা সমুদ্র অপার। ১৪

অনন্ত তরঙ্গমালা   করিতে করিতে খেলা
কোথায় চলিয়া গেছে, চলে না নজর ;
দৃষ্টিপথ-প্রান্তভাগে   মায়ায় মিশিয়া জাগে
উদার পদার্থরাজি সাজি থরেথরে। ১৫

উদার—উদারতর   দাঁড়ায়ে শিখরপর
এই যে হৃদয়-রানী ত্রিদিব-সুষমা!
এ নিসর্গ-রঙ্গভূমি,   মনোরমা নটী তুমি,
শোভার সাগরে এক শোভা নিরুপমা! ১৬

আননে বচন নাই,   নয়নে পলক নাই,
কান নাই মন নাই আমার কথায় ;
মুখখানি হাসহাস,   আলুথালু বেশবাস,
আলুথালু কেশপাশ বাতাসে লুটায়। ১৭

না জানি কি অভিনব   খুলিয়ে গিয়েছে ভব
আজি ও বিহ্বল মত্ত প্রফুল্ল নয়নে!
আদরিণী, পাগলিনী,   এ নহে শশি-যামিনী ;
ঘুমাইয়ে একাকিনী কি দেখ স্বপনে? ১৮

আহা কি ফুটিল হাসি!   বড় আমি ভালোবাসি
ওই হাসিমুখখানি প্রেয়সী তোমার,
বিষাদের আবরণে   বিমুক্ত চন্দ্রাননে
দেখিবার আশা আর ছিল না আমার!
দরিদ্র ইন্দ্রত্ব লাভে   কতটুকু সুখ পাবে,
আমার সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার ;—
কবির সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার! ১৯

ও বিধু-বদন-হাসি   গোলাপ-কুসুম-রাশি,
ফুটে আছে যে-জনার নেশার নয়নে ;
সে যেন কি হয়ে যায়,   সে যেন কি নিধি পায়,
বিহ্বল পাগলপ্রায়, বেড়ায় কি বকে বকে আপনার মনে,

এসো বোন, এসো ভাই,   হেসেখেলে চলে যাই
আনন্দে আনন্দ করি আনন্দ কাননে!
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে! ২০

এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে!
হে প্রশান্ত গিরি-ভূমি,   জীবন জুড়ালে তুমি
জীবন্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে!
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে! ২১

প্রিয়ে সঞ্জীবনী-লতা,   কত যে পেয়েছি ব্যথা
হেরে সে বিষাদময়ী মুরতি তোমার!
হেরে কত দুঃস্বপন   পাগল হয়েছে মন,
কতই কেঁদেছি আমি করে হাহাকার! ২২

আজি এ সর্কালি মম   মায়ার লহরী-সম
আনন্দ-সাগর মাজে খেলিয়া বেড়ায়।
দাঁড়াও হৃদয়েশ্বরী,   ত্রিভুবন আলো করি,
দুনয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়! ২৩

দেখিয়ে মেটে না সাধ,   কি জানি কি আছে স্বাদ,
কি জানি কি মাখা আছে ও শুভ আননে!
কি এক বিমল ভাতি,   প্রভাত করেছে রাতি ;
হাসিছে অমরাবতী নয়ন-কিরণে! ২৪

এমন সাধের ধনে   প্রতিবাদী জনে জনে,
দয়া-মায়া নাই মনে, কেমন কঠোর!
আদরে গেঁথেছে বালা   হৃদয়-কুসুম-মালা,
কৃপাণে কাটিবে কে রে সেই ফুলডোর! ২৫

পুন কেন অশ্রুজল!   বহ তুমি অবিরল!
চরণ কমল আহা ধুয়াও দেবীর!
মানস-সরসী-কোলে   সোনার নলিনী দোলে,
আনিয়ে পরাও গলে সমীর সুধীর!
বিহঙ্গম! খুলে প্রাণ   ধর রে পঞ্চম তান!
সারদা-মঙ্গল গান গাও কুতূহলে! ২৬

সাধের আসন
১৮৮৯-৯০

প্রথম সর্গ

মাধুরী

ধেয়াই কাঁহারে, দেবি! নিজে আমি জানিনে।
কবি-গুরু বাল্মিকীর-ধ্যান-ধনে চিনিনে।
মধুর মাধুরী-বালা, কি উদার করে খেলা!-
অতি অপরূপ রূপ!—
কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারিনে। ১

কহে সে রূপের কথা বসন্তের তরু-লতা ;
সমীরণে ডেকে বলে নির্জনে কানন-ফুল ;
শুনে, সুখে হরিণীর আঁখি করে ঢুলঢুল। ২

হাসি-হাসি ইন্দ্রধনু নীল গগনে ভায়,
শারদ নীরদগণে কি কথা বলিতে চায়!
স্বপনে কি দ্যাখে শিশু নিমীলিত নয়নে,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে হাসে জানি না কি কারণে।
ভোরে শুকতারা রানী কি যেন দেখায় আনি,
বুঝিতে পারি না, শুধু আঁখি ভরি দেখি তায়। ৩

চলেছে যুবতী সতী আলো করে বসুমতী,
স্নানান্তে প্রসন্ন-মুখী, বিগলিত কেশপাশ ;
প্রাণপতি দরশনে আনন্দ ধরে না মনে,
বিকচ আননে কিবে মৃদুল মধুর হাস! ৪

উদার অনন্ত নীল হে ধাবন্ত অম্বুরাশি!
আনন্দে উন্মত্ত হয়ে কোথায় ধেয়েছ ভাই!
মহান তরঙ্গ রঙ্গে কি মহান শুভ্র হাসি!
বলো, কারে দেখিয়াছ? কোথা গেলে দেখা পাই! ৫

অহো! বিশ্ব-পরকাশী উদার সৌন্দর্যরাশি
জলে-স্থলে-আকাশে সদাই বিরাজিত ;
যেদিকে ফিরিয়া চাই সৌন্দর্যে ডুবিয়া যাই ;
অত্যুল্লাসকরী, অয়ি পরম আনন্দময়ী!—
কে তুমি, মা! কান্তিরূপে সর্বভূতে বিভাষিত? ৬

কে তুমি, ভকত-জন জুড়াইতে প্রাণ-মন
মনের মতন তার মুরতি-ধারিণী?
সৌন্দর্য-সাগর-মাজে কে গো এ সুন্দরী রাজে,
আকাশের নীল জলে প্রফুল্ল নলিনী! ৭

কে তুমি প্রাণেতে পশি, ত্রিদিবের পূর্ণশশী,
কান্তি-সংকলিত-কায়া অপরূপা ললনা?
করি অপরূপ আলো কি বিচিত্র খেলা খেলো!
না জানি, কি মোহ-মন্ত্রে এ অসাড় দেহ-যন্ত্রে
আপনি বিদ্যুৎবেগে বেজে ওঠে বাজনা!
তুমি কি প্রাণের প্রাণ? তুমিই কি চেতনা? ৮

কে তুমি, প্রাণীর বেশে খেলা কর দেশে দেশে
যুগলে যুগলে সুখসম্ভোগে বিহ্বল?
কে তুমি মানব-দ্বন্দ্ব, মূর্তিমান প্রেমানন্দ,
নয়নে নয়ন রাখা, আননে সুধাংশু মাখা ;
ঢল ঢল করে কোলে শিশু শতদল? ৯

কে তুমি জননী, পিতা, নন্দিনী, রমণী, মিতা,
প্রেম-ভক্তি-স্নেহ-রস-উদার-উচ্ছ্বাস?
কে তুমি মা জল-স্থল, মহান অনিলানল,
নক্ষত্র-খচিত নীল অনন্ত আকাশ?
কে তুমি? কে তুমি এই বিরাট বিকাশ? ১০

কোটি কোটি সূর্য-তারা জ্বলন্ত অনল-পারা,
পূর্ণ-তৃণ-তরু-প্রাণী মনোহরা ধরাখানি,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতরে কি মিলন পরস্পরে!
কি যেন মহান গীতি বাজিতেছে সমস্বরে!
চাহি এ সৌন্দর্য পানে, কি যেন উদয় প্রাণে!
কে যেন কতই রূপে একা লীলাখেলা করে!

কেন, এর অন্যদিকে যেন কিছু নাই ঠিকে,
পাপতাপ, হাহাকার, ঘোর ধুন্ধমার?
কত গ্রহ-উপগ্রহ সূর্যে পড়ে অহরহ ;
কতই বিষম কাণ্ড ঘটে অনিবার? ১২

হয়তো এদিক হবে প্রলয়-প্রবণ ;
এদিকে যাইছে যাত্রী হইতে নিধন।
উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রলয় ধেয়েছে রঙ্গে,
জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মরণ।
আপনি সময় হলে সূর্য চলে অস্তাচলে,
আবার সময়ে হয় উদয় কেমন! ১৩

নিতি নিতি তরু-লতা নধর নূতন পাতা,
কেমন প্রফুল্ল আহা কুসুম সুন্দর!
ঝরে যায় পরক্ষণ ব্যথিয়া নয়ন-মন,
আবার তেমনি ফুল ফোটে থর থর! ১৪

বিশ্বের প্রকৃতি এই, একেবারে লয় নেই ;
এক যায়, আর আসে তরুণ সৌন্দর্যে ভাসে।
মহাপ্রলয়ের কথা, কি বিষম বিষণ্নতা!
বিশ্ব গেছে, কান্তি আছে,—অনুভবে আসে না ;
দেহখানি ধ্বংস হলে কান্তিটুকু থাকে না। ১৫

তেমনি, এ বিশ্ব থেকে কান্তিখানি দূরে রেখে,
চাও, বিশ্ব পানে চাও কিছু কি দেখিতে পাও?—
কোথা তুমি, কোথা আমি, কে তোর জগৎ-স্বামী?
সূর্য-চন্দ্র দিন-রাত, কিছু নহে প্রতিভাত।
কোথা? কোথা? কোথা তুমি বিশ্ব-বিকাশিনী!
এসো মা! ঘোরান্ধকারে তিষ্ঠিতে পারিনি।
তুমিই বিশ্বের আলো, তুমি বিশ্ব-রূপিণী। ১৬

এ বিশ্ব মন্দিরে তব কিবে নিত্য নবোৎসব!
আনন্দে অবোধ ছেলে বেড়াই হৃদয় ঢেলে।
কে তুমি মা বিশ্বেশ্বরী! দাঁড়ায়েছ আলো করি?
সদাই সম্মুখে দেখি, তবু তোরে চিনি না।
যখন যা আসে মনে— ডাকি সেই সম্বোধনে।
মা ছাড়া মায়ের কোনো নাম আমি জানি না। ১৭

হ্যাঁ মা, এ কেমন ধারা, ছেলে-মেয়ে ভেবে সারা ;
যেন তারা মাতৃহীন, খেদ করে রাত্রি-দিন।
তুমিও তাদের দেখি, কোলে করে তুলে নাও।
স্নেহেতে স্তনের দুধ ক্ষুধা পেলে খেতে দাও।
আপন স্বরূপ নাম বলিতে কেন গো বাম!
অবোধ শিশুর ধোঁকা নিজে কেন না ঘুচাও! ১৮

মার কোলে বসে কাঁদে, কে মায়া, সে বাঁধে ধাঁদে?
এটা যদি কর্মফল, তুমি কেন আছ, বলো?
বাছারা কাতর প্রাণে চায় মার মুখপানে ;
যথার্থই সত্য যাহা রহস্য রেখো না তাহা।
থেকো না পরের মতো। দেখো মা, সংসারে কত
চারিদিকে কি যন্ত্রণা! করে বল কে সান্ত্বনা!
সকল বিষয়ে যদি সদা তুমি উদাসীন,
বুঝিলাম আমরা মা যথার্থই মাতৃহীন। ১৯

এত বড় কাণ্ডখানা, বুদ্ধিতে না যায় জানা।
বাইবেল, কোরান, বেদ মেটেনা মনের খেদ।
দর্শন শাস্ত্রের গাদা কেবল বাড়ায় ধাঁদা।
যদি স্নেহ থাকে বক্ষে, চাও সন্তানের রক্ষে,
অকৃতি অধমগণে করুণ নয়নে চাও।
আপন রহস্য মাত! আপনি খুলিয়া দাও। ২০

একি একি কেন কেন, রসাতলে যাই যেন!
চমকি সকল তারা যেন অনলের ধারা,
চাহিয়া মুখের পরে কি বিকট ব্যঙ্গ করে!
কি ঘোর তিমিররাশি, ফেলিল ফেলিল গ্রাসি!
চমকি বিদ্যুৎ ধায়, গর্জিয়া ধমকি যায়।
কি পাপ করেছি আমি, কেন হেন অধোগামী!
হও অবোধের প্রতি প্রসন্না প্রকৃতি-সতী!
রহস্য ভেদিতে তব আর আমি চাব না।
না বুঝিয়া থাকা ভালো, বুঝিলেই নেবে আলো।
সে মহাপ্রলয় পথে ভুলে কভু ধাব না। ২১

রহস্য বিশ্বের প্রাণ, রহস্যই স্ফূর্তিমান,
রহস্যে বিরাজমান ভব।

ভাই বন্ধু কেবা কার, রহস্যেই আপনার।
প্রেম, স্নেহ, সুত, দারা, বায়ু, বহ্নি, সূর্য, তারা,
সকলি রহস্যময়।
এ ব্রহ্মাণ্ডে রহস্যই সব। ২২

রহস্যই মনোলোভা বিশ্বের সৌন্দর্য-শোভা।
সুখের পূর্ণিমা রাতি, চাঁদের মধুর ভাতি,
ফুলের প্রফুল্ল হাসি, উষার কিরণ,
সকলি কি যেন এক সাধের স্বপন! ২৩

রহস্য, মাধুরী-মালা— রহস্য, রূপের ডালা—
রহস্য, স্বপন-বালা
খেলা করে মাথার ভিতরে ; চন্দ্রবিম্ব স্বচ্ছ সরোবরে।
কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে।
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে। ২৪

রহস্য, রহস্যময় ; রহস্যে মগন রয়।
খুঁজিয়া না পেয়ে তাকে সবে 'মায়া' বলে ডাকে।
আদরের নাম তাঁর বিশ্ববিমোহিনী।
মানবের কাছে কাছে সদা সে মোহিনী আছে।
যে যেমন, তার ঘরে তেমনি মুরতি ধরে।
শুনিয়াছি নিন্দা ঢের, কিন্তু মায়া মানবের
সকলেরি আন্তরিক অতি আদরিণী। ২৫

ওতপ্রোত সমবেত কাহার ঐশ্বর্য এত।
কে তুমি মা মহামায়া, বিরাট-বিচিত্র কায়া!
দেখিতে বিহ্বল মন—
ভাবিতে বিহ্বল মন, কি রহস্যময়ী গো!
লভিতে তোমারে দেবী, ও পরম পদ সেবি
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর চির-পরাজয়ী গো! ২৬

নিশান্তের লাল লাল তরুণ কিরণজাল
ফুটাও তিমির নাশি সে নীল গগনে।
আহা সেই রক্তরবি, তোমারি পদাঙ্ক-ছবি!
জগতে কিরণ দেয় তোমারি কিরণে। ২৭

উদার—উদার দৃশ্য এই যে বিচিত্র বিশ্ব,
পরিপূর্ণ-প্রেম-স্নেহ কাহার বিনোদ গেহ!
কাহার করুণা-রসে আর্দ্র দিন-যামিনী!
কিনি এর অধিষ্ঠাত্রী অপরূপ রূপিণী! ২৮

আকাশ পাতাল ভূমি সকলি, কেবল—তুমি।
এক করে বরাভয়, বিশ্বের নিয়তোদয় ;
নিয়ত প্রলয় হয় অন্য করতলে।
দশদিকে পায় স্ফূর্তি, তোমার মহান মূর্তি,
অনাদি অনন্তকাল লোটে পদতলে! ২৯

প্রত্যক্ষে বিরাজমান, সর্বভূতে অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা ;
কবিব যোগীর ধ্যান, ভোলা প্রেমিকের প্রাণ,
মানব মনের তুমি উদার সুষমা। ৩০

"যা দেবী সর্বভূতেযু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ।"

দ্বিতীয় সর্গ

গোধূলি ও নিশীথে

গোধূলি

সুশান্ত গোধূলি বেলা!
ননীর পুতুলগুলি ভুলিয়াছে খেলাদেলা।
চেয়ে দেখে কুতূহলে সূর্য যায় অস্তাচলে,—
কেমন প্রশান্ত মূর্তি, কোথায় চলিয়া গেল!
লাল-নীল মেঘে মাখা, কিরণের শেষ রেখা
আর নাহি যায় দেখা, আঁধার হইয়া এল। ১

বসিয়ে মায়ের কোলে আদর করিয়া দোলে,
আকাশের পানে চায় তারা ফোটা দেখিতে,
হয়েছে নূতন আলো চাঁদমুখের হাসিতে! ২

চিবুক ধরিয়ে মার সুধাইছে বারেবার
কত কথা শতবার, ফুরাইতে পারে না!
দিগন্তের কালো গায় মেঘ চলে পায় পায়,
চাতক বেড়ায় উড়ে, কোথা যায় জানে না। ৩

সুশীতল সমীরণ, কোথা ছিলে এতক্ষণ?
জুড়াল শরীর-মন, জুড়াইল ধরণী,
ফুটিল গোলাপ ফুল, ঘুমাইল নলিনী। ৪

গঙ্গা বহে কুলুকুলু, যেন ঘুমে ঢুলুঢুলু ;
ধীরে ধীরে দোলে তরী, ধীরে ধীরে বেয়ে যায়,
মাঝিরা নিমগ্নমনে ঝুমুর-পুরবী গায়। ৫

তিমিরে করিয়া স্নান নিমগন দিনমান।
সীমন্তে সাঁজের তারা, মন্থরগামিনী
বিরাম আরামময়ী আসিছেন যামিনী। ৬

নিশীথে

রাতি করে সাঁই সাঁই, জনপ্রাণী জেগে নাই,
বিচিত্র ফুটিয়া আছে তারকার ফুলবন!
বসেনি চাঁদের মেলা ; মেঘেরা করে না খেলা
উদাস, আপন মনে চলিয়াছে সমীরণ! ১

প্রাণের ভিতর থেকে কে যেন আমারে ডাকে ;
ভুলিবার নয়, তবু ভুলে যেন গেছি কাকে।
মনে পড়ে—ছেলেবেলা, মার কাছে করি খেলা ;
মা আমার মুখপানে কতই স্নেহেতে চায় ;—
শিয়রে করুণাময়ী কার এ মুরতি ভায়? ২

নীরব নিশীথ রাত্রি, নিদ্রামগ্ন ভূতধাত্রী,
নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে ছাদে পড়ে আছি একা ;—
সহসা শিয়রে আসি কে তুমি মা! দিলে দেখা? ৩

অপূর্ব হয়েছে আলো, অতি স্নিগ্ধ প্রভাজাল,
ভোরের তারার মতো সুধা-ধারা মাখা গায় ;
এমন পবিত্র কান্তি, এমন উদার শান্তি,
দেখিনি কখনো আমি কোনো দেবপ্রতিমায়! ৪

বিশদ বসন পরা, সীমন্তে সিন্দূর জ্বলে,
অমায়িক মুখখানি, চক্ষুভরা স্নেহজল,
অলক্তে লোহিত পদ, বিকশিত কোকনদ ;
ধীর সমীরে যেন অতি ধীর ঢল ঢল ;
পরশে পবিত্র ধরা,
কে তুমি মা, ধরাতলে? ৫

হৃদয়, আজি রে কেন আকুল হইল হেন!
কতকাল দেখি নাই মায়ের স্নেহের মুখ,
অতি কষ্টে আধ-আধ, তাও যেন বাধ-বাধ,
পড়েও পড়ে না মনে ;—জীবনের কি অসুখ!
সে কাল-কালিমা টুটে আহা কি উঠিছে ফুটে!
ফিরিয়া আসিছে যেন হারানো পুরানো সুখ। ৬

চিনেছি মা আয় আয়! বিকাইব রাঙা পায় ;
তুমিই দেবতা মম জাগ্রত রয়েছ প্রাণে,
বিপদে-সম্পদে রাখো, অলক্ষ্যে আগুলে থাকো
যখন যেখানে আছি, চেয়ে আছ মুখপানে। ৭

নিদ্রায় আকুল হলে ঘুমাই তোমারি কোলে,
ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় করি তোমারই স্তনপান ;
তুমি আছ কাছে কাছে, তাই প্রাণ বেঁচে আছে ;
সর্বদা সংকট আছে,—সদা কর পরিত্রাণ। ৮

তুমিই প্রাণেতে পশি জাগায়েছ পূর্ণশশী,
কি যেন মধুর বাঁশি সদাই শুনিতে পাই।
এত যে কঠিন ধরা, বজ্জাতি বিষের ভরা ;
মনের আনন্দে আছি, অন্তরে যন্ত্রণা নাই। ৯

তোমারি কৃপায়, মাগো, তোমারি কৃপায়
তরঙ্গে জীবন-তরী সুখে চলে যায় ;
শুধু তোমারি কৃপায়।
তব স্নেহ মূলাধার, এ দেহ বিকাশ তার ;
নির্মল মনের জল তব মহিমায়,
মাত! তব মহিমায়। ১০

বিপদ-সংকুল মর্তে   মার বাছা রায়ে বর্তে
চারি বছরের ছেলে   কেন ফেলে স্বর্গে গেলে?
আমি অতি শিশুমতি চিনিতে পারিনি গো!
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি, তোমারে পূজিনি গো! ১১

হা ধিক্! এ দুনিয়ায়   প্রেতে শুধু পূজা পায়,
জীবিত থাকিতে প্রায় নাহি ভাঙে ঘুম!
কি জানি কিসের তরে   অন্তে পূজে আড়ম্বরে!
মনঃকষ্টে মৃত মার শ্রাদ্ধে বাড়ে ধুম! ১২

দাঁড়াও চরণে ধরি,   প্রাণ ভরে পূজা করি,
সুশীতল অশ্রুজলে ধুয়াইব শ্রীচরণ,
আজ আমার শুভদিন,   ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন,
পূরাব প্রাণের সাধ, জুড়াব তাপিত মন। ১৩

পুনঃ পুনঃ চঞ্চল ;   কোথায় যাইবে বলো?
হিমেল বাতাস কি গো ভালো লাগিছে না গায়?
ঘরে কি মা যাইবে না,   ছেলে-মেয়ে দেখিবে না?
পাবে না কি বধূ তব প্রণাম করিতে পায়? ১৪

ফেলনা চক্ষের জল,   কোথায় যাইছ, বলো?
এতদিনে দেখা দিলে কেন, মা জননী!
বলিবে কি কোনো কথা আগে যা বলনি?
মানব মনের কাছে   কত কি ঘুমায়ে আছে ;—
হায়! ওই পূর্বদিক হইতেছে অরুণা!
বলো গো মা বলো বলো কার তুমি করুণা? ১৫

তৃতীয় সর্গ

প্রভাত ও যোগেন্দ্রবালা

প্রভাত

মধুর, মধুর, আহা, কে ললিত গায় রে!
প্রভাত প্রতিমাখানি প্রাণেতে জাগায় রে!
চারিদিকে গায় পাখি,   সে গান ছাইয়া রাখি
স্বরের লহরী কার আকাশে বেড়ায়!
উদয় অচলে আসি   শোনে উষা হাসি হাসি,
ঘুম ভেঙে ফুলরানী চারিদিক পানে চায়। ১

মধুর মদির স্বর উঠিতেছে তরতর,
অমিয়া-নিঝর যেন উথলি উথলি ধায় ;
চারিদিকে সংগীতের কি এক মুরতি ভায়! ২

স্বর-সংকলিত কায়া, সঙ্গিনী রাগিণী জায়া,
পুণ্যাত্মা পুরুষ যেন সশরীরে স্বর্গে যান ;
আকাশ-বাতাস ভরে উদার উঠিছে গান। ৩

সহর্ষ কেতকী-কুঞ্জ, প্রফুল্ল চম্পকপুঞ্জ,
সোনার কদম্ব সব রসে রোমাঞ্চিত-কায় ;
উল্লাসে মাঠের কোলে তৃণের তরঙ্গ দোলে,
কাশের চামরগুলি সোহাগে গড়িয়ে যায়। ৪

গন্ধ-বায়ু ঝুরুঝুরু, কাঁপে তরুরেখা ভুরু
আরামে পৃথিবীদেবী এখনো ঘুমায় রে!
চলে মেঘ সারি সারি, গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ে বারি,
কনক-বরণী উষা লুকাল কোথায় রে! ৫

আবরি অরুণ-কায়া দিকে দিকে মেঘমায়া,
বিচিত্র মেঘ-মন্দিরে কার এই রূপরাশি
অনন্ত কুসুম যেন ফুটিছে প্রাণেতে আসি! ৬

বেণু-বীণা-বাদ্যময় সুখ-সমীরণ বয়,
হৃদয় স্বপ্নময়, নেত্রে কেন ঘুমঘোর,
সে শুভ রজনী বুঝি হয়নি এখনো ভোর! ৭

যোগেন্দ্রবালা

অধরে ধরে না হাস, আঁধার কেশের রাশ,
করুণ কিরণে আর্দ্র বিকশিত বিলোচন ;
প্রফুল্ল কপোলে আসি উথলে আনন্দ-রাশি,
যোগানন্দময়ী-তনু, যোগীন্দ্রের ধ্যানধন। ১

পীনোন্নত পয়োধরে কোটি চন্দ্র শোভা হরে,
বিন্দু বিন্দু ক্ষীর ক্ষরে, স্নেহে স্নিগ্ধ চরাচর,
আর্দ্রিয়া হিমাদ্রিমালা সুরধুনী করে খেলা,
সুধাকরে সুধা ক্ষরে,
পিযা প্রাণে বাঁচে প্রাণী, অমর, দানব, নর। ২

তরল-দর্পণ-ভাস, দশদিক সুপ্রকাশ ;
দশদিকে কার সব হাসিমাখা প্রতিমা
রাজে যেন ইন্দ্রধনু! তোমার মতন তনু,
তোমার মতন কেশ, তোমার মতন বেশ,
তোমারি মতন দেবী! আনন-মধুরিমা।
তোমারি এ রূপরাশি আকাশে বেড়ায় ভাসি
তোমার কিরণজাল ভুবন করেছে আলো,
গ্রহ-তারা-শশী-রবি, তোমারি বিম্বিত ছবি ;
আপন লাবণ্যে তুমি বিভাসিত আপনি।
মোহিত হইয়া দ্যাখে ভক্তিভাবে ধরণী। ৩

অধরে ধরে না হাস, মনে ওঠে কি উল্লাস?
অখিল ব্রহ্মাণ্ড বুঝি উদয় হয়েছে প্রাণে?
ক্ষণে ক্ষণে অভিনব মহান মাধুর্য তব!
কি যেন মহান গীতি বাজিয়াছে ঐকতানে। ৪

অমৃত সাগরে হাসে ঘুমন্ত জোছনা-জল,
আহা কি হৃদয়হাবী বায়ু বহে অবিরল।
ফুলের বেলার কোলে সুধীর লহরী দোলে,
অতি দূর দৃষ্টিপথে অতি ধীর ঢল ঢল ;
ঈষৎ দোদুল্যমান প্রফুল্ল কমল বনে
কে তুমি ত্রিদিবরানী বিহর আপন মনে? ৫

কে এঁরা সঙ্গিনী সব? লোচনের নবোৎসব,
উদার অমৃত জ্যোতি, সুধাংশু-কলিত কায়া,
বেড়িয়ে বেড়ায় যেন তোমারি প্রাণের ছায়া। ৬

আকুল কুন্তলজাল, আননে অপূর্ব আলো,
নয়ন করুণাসিন্ধু, মূর্তিমতী দয়ামায়া ;
বেড়িয়ে বেড়ায় যেন তোমারি প্রাণের ছায়া। ৭

অমৃত সাগরে ভাসি, মৃদুমন্দ হাসি হাসি
আদরে আদরে তুলি নীল নলিনী আনি,
মিটায়ে মনের সাধ সাজাইছে পা দুখানি। ৮

আমিও এনেছি বালা! প্রেমের প্রফুল্ল মালা,
সৌরভে আকুল হয়ে পারিনি পরাতে গায় ;
সজল নয়নে শুধু চেয়ে আছি রাঙা পায়। ৯

নন্দন-কানন

দিগন্ত-ললাট-পটে সাধের নন্দন বন,
আধ আধ ঘুমঘোরে যেন কি দেখি স্বপন।
ফুটিয়াছে পারিজাত, যেন কত শুকতারা,
উঠিয়াছে নীলাকাশে মাখিয়া সুধার ধারা। ১

অপূর্ব সৌরভময় কি সুখ-সমীর বয়!
পুলকিত মনঃপ্রাণ, সাধ যায় দেখিতে,
কতই ফুলের গাছে কত ফুল ফুটে আছে,
কতই হয়েছে শোভা সে ফুল-মাধুরীতে! ২

না জানি কেমনতর ফুলশয্যা মনোহর,
চিরফুল্ল ফুলদলে চাঁদের হাসির তলে
কেমন ঘুমায় সুখে অমর-অমরীগণ!
সমীরণ ঝুর্ ঝুর্ স্বেদলব করে দূর,
কেমন সুরভি শ্বাস, হাসিমাখা চন্দ্রানন। ৩

কিবে মন-মুগ্ধ-কারী, কল্পতরু সারি সারি,
দাঁড়ায়েছে অতিথির পূরাইতে কামনা!
মধুর অমৃত ফল, জ্যোস্নাময় স্নিগ্ধ জল,
যা চাহিবে, অজচ্ছল, নাই কোনো ভাবনা। ৪

কিছুই কামনা নাই, মনে মনে ভাবি তাই,
কেন বা পশিতে চাই
দেবতার ঘুমাবার আরামের মরমে?
নির্জনে দাঁড়ায়ে একা ঘুমন্তের রূপ দেখা
দেখে, দিগঙ্গনাগণ শিহরিবে শরমে। ৫

ঘুমন্ত রূপের রাশি নিজ তল্প ভালোবাসি
দেখি ঘুম ভেঙে উঠে, কি ফুল রয়েছে ফুটে!
কি এক আলোয় গৃহ আলো হয়েছে কেমন!
আলুথালু হয়ে প্রিয়া আছে সুখে ঘুমাইয়া ;
মুক্তদ্বার বাতায়ন, ঝুরুঝুরু সমীরণ ;
চাঁদের মধুর হাসি আননে পড়েছে আসি,

বিগলিত কুন্তল কি মধুর চঞ্চল!
মধুর মুরতি দেবী কি মধুর অচেতন!
নিমীলিত নেত্রদুটি যেন ধ্যানে নিমগন। ৬

কপোলে কমল শোভা, কমলার মনোলোভা ;
ভালে স্নিগ্ধ জ্যোতিষ্মতী ; বিরাজেন সরস্বতী ;
নিশ্বাসে ফুলের বাস ; অধরে জড়িত হাস ;
দেখি—দেখি—যত দেখিবার বাড়ে সাধ ;
মনঃপ্রাণ স্নেহে ভোর ; নয়নে প্রেমের লোর ;
ঘুমন্ত নীরব রূপে না জানি কি আছে স্বাদ! ৭

আহা, এই মুখখানি, স্নেহমাখা মুখখানি,—
প্রেমভরা মুখখানি
ত্রিলোক-সৌন্দর্য আনি, কে দিল আমায়!
কোথায় রাখিব বলো— রাখিবার নাই স্থল,
নয়ন মুদিতে নাহি চায় ; হৃদয়ে ধরিতে না কুলায়!
প্রিয়ে, প্রাণ ভরে দেখিরে তোমায়! ৮

উঠো, প্রেয়সী আমার— উঠো, প্রেয়সী আমার!
জীবন-জুড়ানো ধন, হৃদি ফুলহার!
উঠো, প্রেয়সী আমার। ৯

কি জানি কি ঘুমঘোরে, কি চোকে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর!
প্রেয়সী আমার!
নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার! ১০

তোমার পবিত্র কায়া, প্রাণেতে পড়েছে ছায়া,
মনেতে জন্মেছে মায়া ; ভালোবেসে সুখী হই ;
ভালোবাসি নারী-নরে, ভালোবাসি চরাচরে,
ভালোবাসি আপনারে, মনের আনন্দে রই।
প্রেয়সী আমার!
নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার! ১১

তোমার মুরতি ধরে কে এসেছে মোর ঘরে?
কে তুমি সেজেছ নারী? চিনেও চিনিতে নারি ;
উদার লাবণ্যে তব ভরিয়া রয়েছে ভব ;
তুমিই বিশ্বের জ্যোতি, হৃদ্‌পদ্মে সরস্বতী ;

প্রেম-স্নেহ-ভক্তিভাবে দেখি অনিবার!
প্রেয়সী আমার!
নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার! ১২

ওই চাঁদ অস্তে যায়, বিহঙ্গ ললিত গায়,
মঙ্গল আরতি বাজে, নিশি অবসান ;
উঠো, প্রেয়সী আমার!
তোমার আননখানি হেরিবারে উষারানী
আসিছেন আলো করে হাসিছে বয়ান।
উঠো, প্রেয়সী আমার, মেলো, নলিন নয়ান! ১৩

ত্রিলোক-সৌন্দর্য সেই প্রিয়া! তোর প্রিয়মুখ,
হৃদয়ে রয়েছে জেগে দেব-সুদুর্লভ সুখ!
শচীর ঘুমন্ত মুখ দেবরাজ! দেখনি?
মহাসুখে মহীয়সী আমাদের অবনী। ১৪

যে যুগে তোমরা জাগ, সকলেরি জাগরণ ;
এ যুগে নন্দনবনে সবে ঘুমে অচেতন।
আমাদের মর্ত-ভূমে কেহ জাগে, কেহ ঘুমে
সূর্য যায় অস্তাচলে, রাত্রে হয় চন্দ্রোদয়।
এ চির-পূর্ণিমা-নিশি তেমন সুন্দর নয়। ১৫

সেই মুখ, শুভ মুখ, সেই সুখ, পূর্ণ সুখ ;
অমরের অপরূপ স্বপ্ন-সুখ নাহি চাই।
কে বলে? 'ধরার কাছে কালের চাতর আছে,
কালো কালান্তক মূর্তি আচম্বিতে পায় স্ফূর্তি ;
রোগ-শোক সঙ্গে তার, চতুর্দিকে ধুন্ধুমার ;
হিহি হিহি অট্টহাসে ঝলকে বিদ্যুৎ ভাসে ;
ঘোরঘট্ট চণ্ড রব, আতঙ্কে নিস্তব্ধ সব ;
প্রভাতে তাবার মতো কে কোথায় অস্তগত।"
এ সকল মিথ্যা কথা, আকাশ-ফুলের লতা ;
প্রেমের আনন্দ-ধামে মরণের ভয় নাই। ১৬

নবীন-নীবদ-কায়া, কিবে শান্তিময়ী ছায়া!
কে যেন করুণাময়ী স্নেহে কোল দিতে চায় ;
ক্রীড়া করি রঙ্গভূমে, বসি বসি ঢোলে ঘুমে,
অতি শ্রান্ত-ক্লান্ত প্রাণী আপনি ঘুমায়ে যায়। ১৭

শীতান্তে বসন্তকালে, কচি পাতা ডালে ডালে
নূতন-নধর-তরু উপবন মনোহর,
নূতন কোকিল-গান পুলকিত করে প্রাণ,
কি এক নূতন প্রাণে শোনে সুখে নারী-নর! ১৮

এ চিরবসন্তকাল তেমন লাগে না ভালো,
এরে যেন ভেঙেচুরে অন্য কিছু করা চাই।
অনন্ত সুখেরো কথা শুনে, প্রাণে পাই ব্যথা ;
অন্—অনন্ত নরকেও ততটা যন্ত্রণা নাই। ১৯

পূর্ণ মহা মহেশ্বর, বাক্য-মন-অগোচর ;
নাহি প্রাণ, নাহি গাত্র, সচ্চিৎ আনন্দ মাত্র ;
কার্য নন, কর্তা নন, ভোগ নন, ভোগী নন,
যোগীদের ধ্যানধন ; ভবের হাটের সেই পাগলা রতন।
হাসির ভিতরে ওর কি জানি কি আছে ঘোর!
বুঝা নাহি যায়, তবু ভালোবাসে মন। ২০

কেবল পরমানন্দ কি যেন বিষম ধন্ধ,
বিকল্পবিহীন দশা কি জানি কেমন!
মায়া আবরণ দিয়া লোকচক্ষু আবরিয়া
আপনি অবোধ্য থাকা, আপনে আপনা রাখা,
নিরলিপ্ত পাপ-পুণ্যে, থাকা শুধু শূন্যে শূন্যে,
সদাই কেবলি সুখ, হা, কি কষ্ট, কি অসুখ!
জ্বালাতন—জ্বালাতন—
ঘোরতর জ্বালাতন! কি বিষম জ্বালাতন! ২১

জ্বালা জুড়াবার তরে এলেন নন্দের ঘরে।
নব কুতূহলভরে মুখে হাসি ধরে না।
যশোদা কতই সুখে নীলমণি করি বুকে
চুমো খান চাঁদমুখে, ছেলে কোলে থাকে না।
বলে "দে না যশো মাই! ক্ষীর-সর-ননী খাই।"
কাঁদো কাঁদো আধ-বাণী শুনে কেঁদে হাসে রানী ;
অঞ্চলে ধরিয়া তাঁর স্থির আর বাঁধে না। ২২

ব্রজ বালকের জোটে গোধন লইয়া গোঠে
বাজায়ে মোহনবেণু কাননে চরান ধেনু!

সকলেই ভাই ভাই,　　　　আনন্দের সীমা নাই।
যখন যে ফল পায়　　　　কাড়াকাড়ি করে খায় ;
এ দেয় উহার মুখে,　　　　ও পড়ে উহার বুকে ;
কত কান্না, কত হাসি, কত মান-অভিমান।
কোথায় আমার হায় সেই সাদা খোলা প্রাণ! ২৩

শারদ পূর্ণিমা নিশি ;　　　　কি মধুর দশ দিশি!
অনন্ত কুসুমে সাজি　　　　হাসে লতা-তরু-রাজি।
অখণ্ড-মণ্ডল চাঁদ,　　　　প্রেমের মোহন ফাঁদ।
স্মরি সেই ব্রজবালা　　　　আসি নটবর কালা
ধীর সমীরে　　　　যমুনাতীরে,
জুড়াতে বিরহজ্বালা সে পুলিন-বিপিনে
আদরে বাজান বাঁশি　　　　ঢালিয়া অমৃতরাশি।
মনের, প্রাণের সাধে　　　　বাঁশি বলে 'রাধে রাধে!
কোথায় মানিনী মোর! তোমা বিনে বাঁচিনে।
দেখা দাও অধীনে।' ২৪

নানা কথা ওঠে মনে ;　　　　যাব না নন্দনবনে
যাই আমি ফিরে যাই সে কমলকাননে,
দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগ-ভোলা নয়নে। ২৫

পঞ্চম সর্গ

অমরাবতীর প্রবেশপথ

দৃষ্টিপথ-প্রান্তভাগে ওই কি অমরাবতী?
মহান বিচিত্র মূর্তি, কি উদার জ্যোতিষ্মতী!
অতি শুভ্র মেঘমাজে　　　　সোনার কিবণে রাজে,
সহস্র ধারায় যেন বহে স্বর্ণ-স্রোতস্বতী। ১

অম্লান চাঁদের মালা　　　　ঘেরে ঘেরে করে খেলা,
দূরে দূরে ইন্দ্রধনু কি সুন্দর সেজেছে!
অতি ঊর্ধ্বে শিরোভাগে　　　　বিচিত্র পদার্থ জাগে ;
মৃদু মৃদু দেখা যায়,　　　　মৃদুল কিরণ গায় ;
ঠিক যেন ছায়াপথ।　　　　বিজয় পতাকা মতো
দীর্ঘাঙ্গ আকাশে ঢেলে না জানি কি উড়েছে! ২

মৃদুল মৃদুল তান ভেসে ভেসে আসে গান,
সুদূর মধুর বাঁশি ভেসে ভেসে আসে, যায় ;
ইন্দ্রাদি অমরগণে ঘুমায় নন্দনবনে,
পুরমাঝে কারা তবে মনের আনন্দে গায়? ৩

শ্বেত শতদলময় এই কি প্রবেশপথ?
হাসিয়া উঠেছে যেন মহাত্মার মনোরথ।
দু-ধারে করিছে খেলা যূথিকা-চামেলি-বেলা।
দু-ধারে মন্দার তরু দূরে দূরে দাঁড়ায়ে।
কি পবিত্র-দরশন দাঁড়ায়ে কন্যকাগণ!
আদরে তুলিছে ফুল কচি শাখা নুয়ায়ে। ৪

এই পথ দিয়া বুঝি সে সুধাংশুময়ীগণে
পূজিতে যোগেন্দ্রবালা গেছেন কমলবনে?
লইয়া গেছেন কায়া রাখিয়া মধুর ছায়া?
তারাই কন্যকাবেশে কল্পতরু-তলদেশে
করিতেছে ফুলখেলা বিকশিত আননে?
সেই মুখ, সেই রূপ, কি জীবন্ত প্রতিরূপ!
কে এঁরা অমরবালা এ অমর ভুবনে? ৫

উড়ায়ে পদ্মের রেণু ওই বুঝি কামধেনু
আসিছেন দুলে দুলে মন্থরগমনে?
নন্দিনীর আলোকনে হাম্বারব ক্ষণে ক্ষণে,
আপীনে অমৃত ক্ষরে, দোলে পুচ্ছ সঘনে। ৬

চিকন কপিল গায় দৃষ্টি পিছলিয়া যায়।
কিবে কৃষ্ণ শৃঙ্গদুটি বক্র-অগ্রে আছে উঠি!
মু-খানি রূপের ডালা ; ভালে শুভ্র রোমমালা,
কি সুন্দর বাঁকা ছাঁদ! মেঘে যেন ভাঙা চাঁদ।
ধেয়ে ধেয়ে কাছে গিয়ে যেন হাসি ধরে না।
নন্দিনী ঝাঁপায়ে গিয়ে ঢুঁ মেরে পয়স পিয়ে,
স্থির হয়ে দাঁড়াইয়ে এক পাও সরে না। ৭

নন্দিনীর তাম্র গায় চেটে চেটে চুমো খায় ;
মানুষের মতো আহা চুমো খেতে জানে না।
চক্ষু যেন পদ্মফুল, স্নেহরসে ঢুলঢুল।
কত যেন নিধি পেয়ে চেয়ে চেয়ে দ্যাখে মেয়ে।
কেন গো আদর করে কোলে নিতে পারে না? ৮

ওঁরা বুঝি সপ্তঋষি প্রভায় উজলি দিশি
অমর নগর হতে আসিছেন পদ্মপথে?
রোমাঞ্চ-কিরণ-জালে যেন সপ্ত সূর্যোদয়।
স্নিগ্ধ-প্রাণা দিগঙ্গনা চমকিয়া চেয়ে রয়। ৯

তাম্র শ্মশ্রু, তাম্র জটা বিতরে বিজলি-ছটা।
আনন্দ উছলে মুখে, লোচনে কি করুণা!
কি তপ্ত-কাঞ্চন-দেহ! সর্বাঙ্গে উদার স্নেহ।
কর-পদ-তল-আভা কি উজ্জ্বল অরুণা! ১০

মহেশের স্তোত্রগানে যান ব্যোম গঙ্গা-স্নানে।
'হব হর মহেশ্বর!' উঠিছে শঙ্কর স্বর।
তেজোময় সঞ্চরণে পূত করি ত্রিভুবনে
সূর্য যেন তীক্ষ্ণ প্রভা সম্বরিয়া চলিল।
চির-পূর্ণিমার নিশি পুন হেসে উঠিল। ১১

কারা ওই কন্যাগুলি, বাহুলতা তুলি তুলি
তরুদের কাছে কাছে আদরে কুসুমে যাচে?
করপুট-ভরা-ফুল, কারো করে হাসে মালা।
কি যেন কামনা-লাভে গদগদ ভক্তিভাবে
করি কলকোলাহল না জানি কি করে খেলা! ১২

নূতন সুরস্বরে, কি যেন গান করে,
কি যেন ভোরে সব হরষে গায় পাখি!
মধুর তানে তান ; কাড়িয়া লয় প্রাণ।
হেরিতে ধায় মন, কেন বা ধরে রাখি! ১৩

কে তোরা স্বর্গের মেয়ে, জ্যোৎস্না-সলিলে নেয়ে,
কিরণ-বসন পরি আলু করি কালো চুল,
নক্ষত্রের শিব গড়ি, তান লয়ে মন্ত্র পড়ি,
অঞ্জলি পূরিয়া দিস প্রফুল্ল মন্দার ফুল? ১৪

তোমাদের পানে চেয়ে হৃদয় জড়িত স্নেহে,
চলিতে চলে না পা, চক্ষু ফিরে আসে না।
কই গো তোদের স্নেহ? জিজ্ঞাসা কর না কেহ!
করেছে দারুণ বিধি— হেথাও কি সেই বিধি!
যে যাহারে স্নেহ করে, সে তাহারে চাহে না? ১৫

গাও আরো তুলে তান ত্রিপুর-বিজয় গান!
পূজ পূজ ভক্তিভরে ভক্তাধীন মহেশ্বরে!
তোদের করুন তিনি শুভ বাঞ্ছা প্রফুল্লিনী!
যাই, বাছা, ফিরে যাই সে কমল কাননে ;
দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগ-ভোলা নয়নে! ১৬

ষষ্ঠ সর্গ

কে তুমি?

কে ওই, আসিছে পথে! পারিজাত পুষ্পরথে ;
আগে আগে নভস্বান্ গায় আগমনি গান ;
চলিয়া আসেন যত হেসে ওঠে পদ্মপথ ;
কে, কিরণময়ী বালা ত্রিদিব করেছে আলা ;
কি কুতূহলিনী আহা চাহি চারিদিক পানে!
উদয় অচল হতে আপনার গৃহপথে
আসে বুঝি ঊষারানী? কি মধুর মুখখানি!
এমন সুন্দর মেয়ে দেখি নাই নয়ানে।
অথবা অমরাবতী কোনো পতিব্রতা সতী
অপূর্ব প্রভাব ধরি, আসিছেন আলো করি,
"মর্তের নির্মল দিবা জীবলীলা অবসানে?" ১

তাই বুঝি পুরমাঝে সুমঙ্গল শঙ্খ বাজে
কন্যাগণ, বুঝি তাই আনন্দের সীমা নাই,
আদরে আদরে আসি করে শুভ আবাহন?
আহ্লাদে আপনা ভুলে হেলে-দুলে ঢুলে ঢুলে
বরষি মন্দার-ধারা পূজা করে তরুগণ? ২

চাহিয়া উঁহার পানে কি যেন বাজিল প্রাণে,
কতই স্মরণ করি স্মৃতিপটে ফোটে না ;
অকারণ কি কারণ কেঁদে কেঁদে ওঠে মন!
এই যে কি স্বপ্ন দেখে চমকিয়া ঘুম থেকে
উঠিলাম ; ভাবিলাম ;
হায় সে স্বপন কেন আর মনে পড়ে না! ৩

এসো এসো শুভাননা, সুমঙ্গল-দরশনা!
কাহার সুকন্যা তুমি, কার শুভ ঘরণী?
কি খেদে মানিনী সতী! ত্যজেছ প্রাণের পতি?
এসেছ অমরপুরে কাঁদাইয়া ধরণী! ৪

কেন পতিব্রতা মেয়ে! আমারও পানে চেয়ে
করুণনয়নে তব ভরিয়া আসিল জল?
আহা, সমসুখীদুখী, অকলঙ্ক-শশি-মুখী!
ত্যজেছ মানবী-কায়া, ত্যজনি মানব-মায়া!
তোমাদেরি আশীর্বাদে বেঁচে আছে ভূমণ্ডল। ৫

আমি ভূমণ্ডলবাসী, স্বর্গেতে বেড়াতে আসি,
করি নাই ভালো কাজ ; মনে মনে পাই লাজ ;
এখানে সকলি যেন স্বপনের রচনা।
ফল-ফুল তরু-লতা, পরস্পরে কহে কথা ;
অমৃত-সাগর-কূল অপরূপ ফুলেফুল ;
বেড়ায় অমরবালা, কি যেন সুধাংশুমালা
হইয়াছে মূর্তিমতী ; অঙ্গে কি মধুর জ্যোতি!
কিবে কালো কেশরাশি, বিকশিত-আননা! ৬

আসা, এই কলেবরে সাজে কি এ লোকান্তরে?
তোমায় করুণারানী! সুমধুর সেজেছে,
স্বর্গের শোভার মাঝে কি শোভাই হয়েছে! ৭

আমারই বিড়ম্বনা, কি ঘটিতে কি ঘটনা ;
রক্ত-মাংস দেহখানা কেহ চেয়ে দেখে না!
জীবন্ত মানুষ হেথা দেখিতেই চাহে না। ৮

পদে পদে বাধা পাই, তবু স্নেহে ধেয়ে যাই ;
আপনার ভাবে ভুলে কহি আমি প্রাণ খুলে
মধুর উজ্জ্বল ভাষা, পরিপূর্ণ-ভালোবাসা।
বুঝি কি কিম্ভূত ঠ্যাকে, মুখপানে চেয়ে দ্যাখে,
সদয়-হৃদয়ে কেহ ধীর হয়ে শোনে না ,
বুঝিতেও পারে না ; কোনো কথা কহে না। ৯

স্বর্গেতে অমৃত সিন্ধু, পাই নাই একবিন্দু ;
সাধ্বী পতিব্রতা সতী! সুখেতে মা কর গতি!

তব অশ্রুকণাটুকু অমৃত-অধিক ধন
পেয়ে, এ অদ্ভুত লোকে জুড়াল তৃষিত মন। ১০

আজি মা অভাবে তব ধরাধাম নিরুৎসব,
শ্রীহীন মলিন পতি বুঝি প্রাণে বেঁচে নাই ;
বাছারা শোকের ভরে কি যে হাহাকার করে,
কল্পনা করিয়া আমি ভাবিতেও ভয় পাই। ১১

থাক পৃথিবীর কথা ; যাও তুমি পতিব্রতা!
সতীরা যে লোকে যায় পদ্মফুল ফোটে তায় ;
সতী-পদ-পরশনে জ্যোতি ওঠে ত্রিভুবনে ;
অকলঙ্ক রূপরাশি, অমায়িক মুখে হাসি,
কি এক পদার্থ আহা! পশুরা জানে না তাহা।
নির্বিকার অন্তরে পুণ্যবানে ভোগ করে,
ভোগ করে অতি সুখে সুরবালা সখীগণ ;
আজি মা তোমায় পেয়ে, কি আনন্দে নিমগন,
কি আনন্দে কাছে আসি করিছেন আবাহন! ১২

দেখো, চারিদিকে তব কত যেন মহোৎসব!
আনন্দে উন্মত্ত-প্রায় অধীর সমীর ধায় ;
তরু সব ফুলেফুল, কি আনন্দে ঢুলঢুল!
কতই হরষভরে লতা সব নৃত্য করে!
উথলে অমৃত সিন্ধু, অদূরে হাসিছে ইন্দু ;
দিব্য-মূর্তি ছেলেগুলি, হেসে করে কোলাকুলি,
তোমার রথের পানে মুগধ নয়নে চায়।
কাদের সাধের ধন! আয়, তোরা বুকে আয়! ১৩

ওই শুন ওই শুন আঘোষে তোমার গুণ
পুরমাঝে উঠিয়াছে কি মধুর বাজনা।
শঙ্খের মঙ্গল ধ্বনি, আগমনী-গাহনা। ১৪

ফেলে কোথা চলে যাও, চাও গো মা ফিরে চাও!
একবার প্রাণ ভরে হেরি তোর মুখখানি!
ফের এ আনন্দধামে কেন কেঁদে ওঠে প্রাণী? ১৫

আর—কি করি হেথায়!
একটুও যে সুখে সুখী, একটুও যে দুখে দুখী,

অমরের অমরায় ওই সে চলিয়া যায়।
কি করি হেথায়। ১৬

মনে করি ধীরে ধীরে পদ্মবনে যাই ফিরে,
নির্জনে গাঁথিয়া মালা, পূজিগে যোগেন্দ্রবালা ;
ফিরেও ফিরিতে নারি, কি যেন আটকে পায়।
কি করি হেথায়! ১৭

এলেম যাদের পাশে, কই তারা ভালোবাসে,
বুঝে না মনের ব্যথা, একটিও কহে না কথা ;
তবু এ পাগল-প্রাণ কেন রে তাদেরি চায়!
কি করি হেথায়! ১৮

না জানি কি ফুল দিয়া গড়া, এ আমার হিয়া,
আপন সৌরভে কেন আপনি পাগল-প্রায়।
কি করি হেথায়! ১৯

গাও সুমঙ্গল গান! জুড়াও সতীর প্রাণ!
মহান-পবিত্র-আত্মা কে তোমরা পুণ্যশ্লোক,
অভয় অশোক হয়ে ভোগ কর সুরলোক? ২০

নন্দন-কানন-কোলে ঘুমায় স্বপন-ভোলে,
ঘুমান দেবতা সব! কলিযুগ অভিনব।
চলো অভিনব মনে সরস্বতী দরশনে।
জাগ্রত দেবতা তিনি সদানন্দে সুহাসিনী।
অমৃত সাগর জল পদতলে ঢল ঢল।
দিগঙ্গনা দিকে দিকে চেয়ে আছে অনিমিখে।
বাতাসে বাঁশির স্বরে প্রাণ খুলে গান করে।
আপনি আকাশমাঝে কি মধুর বীণা বাজে!
হৃদয় ভেদিয়া ওঠে স্তোত্রগীতি অনিবার।
প্রেমের প্রফুল্ল ফুলে শ্রীচরণ পূজি তাঁর। ২১

মনের মুকুরতলে শশী যেন স্বচ্ছ জলে,
ভুবনমোহিনী মেয়ে আপনার পানে চেয়ে
আপনি বিহ্বলা বালা কে তুমি করিছ খেলা?
তুচ্ছ করি স্বর্গসুখ, উথলি উঠিছে বুক।

মধুর আবেগভরে   মধুর অধীর করে।
চমকি চৌদিকে চাই,   তোমা বই কিছু নাই।
ত্রিভুবন তুমি মাত্র!   দেখিতে শিহরে গাত্র ;
ধরিতে, অধীর মন ;
কি পবিত্র কি মহান কি উদার রূপরাশি!
অহো! কি ত্রিতাপ-হারী জীবন-জুড়ানো হাসি! ২২

অয়ি—অয়ি সরস্বতী!   তব পাদপদ্মে মতি
নির্মলা অচলা হয়ে থাকে যেন চিরদিন!
সেই বিজয়ার দিনে   বাজায়ে প্রাণের বীণে,
ভরি ভরি দু-নয়ন   তোর এই শুভানন
দেখিতে দেখিতে হই কালের সাগরে লীন! ২৩

সপ্তম সর্গ

মায়া

একি, একি, একি মায়া!   সম্মুখে মানবী কায়া
অমরার দ্বার হতে   আসিছেন পদ্মপথে,
কালো রূপে আলো করে কার কুলকামিনী?
বিগলিত কেশপাশে   মতিয়া মল্লিকা হাসে,
নলিন-নয়না সতী মৃদুমন্দগামিনী।
নাচে মার কোল পেয়ে   ভুবনমোহিনী মেয়ে,
নাচে কালিকার কোলে স্বর্ণলতা দামিনী। ১

ফিকি ফিকি হাসি মুখে,   পয়োধর পিয়ে সুখে ;
চোকেতে কি কথা কয়,   নারী বুঝে, নরে নয়।
মায়ে-ঝিয়ে হাসিখুশি,   মূর্তি কিবা অকলুষী!
দেখিতে দেখিতে, কই, কোথায় মিলিয়ে গেল!
এ মায়া, কাহার মায়া, কেন গেল, কেন এল! ২
উড়িছে পদ্মের রেণু,   ফের কেন কামধেনু?
মায়ের কোলের কাছে   নন্দিনী দাঁড়ায়ে আছে।
কি সুন্দর দরশন!   রূপে আলো পদ্মবন।
এরাই কি মায়া করে   মানুষের মূর্তি ধরে
করিল কুহক-খেলা?   দিবসে চাঁদের মেলা,
সব যেন জ্যোস্নাময়,   নক্ষত্র ফুটিয়া রয়,

চেয়ে দেখি, কিছু নয় ; যে দিন, সে দিন।
মায়াবী মুরতি ধরে নবীন নবীন! ৩

কি দেখে আমার মুখে মায়ে-ঝিয়ে হাস সুখে?
অতিথি জনের প্রতি কৃপা বুঝি হয়েছে?
আননে নয়নে তাই স্নেহ ফুটে রয়েছে। ৪

যখন প্রথম দেখা, কোথা থেকে এলে একা
পীতাভ-সুনীল-বর্ণা এই পদ্মপথ মাজে,
চন্দ্রমামণ্ডলে যেন শশাঙ্ক-শ্যামিকা সাজে। ৫

গতি কিবে শুভঙ্করী, সুধীর তরঙ্গে তরী,
আধ আধ মাতোয়ারা! লোচনে আনন্দধারা।
স্নেহরব করি করি, দু-নয়ন ভরি ভরি
দেখিতে দেখিতে আসি মিলিলে নন্দিনী-সনে।
জুড়াল নয়ন মন তোমাদের দরশনে। ৬

সাধ গেল ধেনুধন্যে। কোলেতে দেখিতে কন্যে।
তাই কি মানবী রূপে পূরালে সে বাসনা?
আজি আপনার কাছে আরেক প্রার্থনা আছে,
পূর্ণ করো সেই আশা , যে জন্যে এ স্বর্গে আসা,
অন্তরযামিনী দেবী বুঝিতে কি পার না? ৭

জান না কি অয়ি মুগ্ধে! তোমারি অমৃত-দুগ্ধে
জীব-সঞ্জীবনী বিদ্যা লভেছে অমরগণ?
দুর্নিবার কালবশে অভিভূত মহালসে
ঘোর নিদ্রা নিমগন ;
তবু দ্যাখো দ্যাখো, আহা, কি সতেজ, কি সচেতন,
মুখে কি জীবন্ত প্রভা। উজলে নন্দনবন। ৮
ওই পয়োধারা ধরি, তপ, জপ, যজ্ঞ করি
মানব-দানব-রক্ষ কেবা কি না পেয়েছে!
আমি গো সামান্য নর, প্রার্থনা সামান্যতর,
তাও কেন এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে? ৯
এসো, স্বর্গ-কামধেনু! ওই শুন বাজে বেণু!
কে যেন ডাকিছে মোরে, অমরার ভিতরে
চল যাই ধীর ধীর, আমাদের পৃথিবীর
দেখি সাধ্বী সাধু সব কি আনন্দে বিহরে। ১০

কেন গো কপিলা মেয়ে রলে মুখ পানে চেয়ে?
অসম্ভব শুনে যেন অবাক হইলে, কেন?
আহা, অমরপুরে বুঝেছি পাব না স্থান
এ দেহে থাকিতে প্রাণ! ১১

মনে মনে ভাবি তাই, দেখে-শুনে চলে যাই ;
তাও তুমি নও রাজি। আমায়, মানবী সাজি
কেন ক্ষোভ দিতে চাও, দাও—পথ ছেড়ে দাও!
তুমি তো শ্রীমতী সতী! অমরার দ্বারবতী ,
প্রার্থীর প্রার্থনা তুমি পূরাতে পার না?
কামধেনু নাম তবে জগতে কেমনে রবে?
আসিয়াছি নদীতীরে নামিতে দিবে না নীরে,
তৃষায় ফাটিবে বুক? অহো একি যাতনা! ১২

এখন বলো কি করি হে গোধন-কুলেশ্বরী!
অথবা, তোমার চেয়ে সদয়া তোমার মেয়ে ;
তোমায় নন্দিনী রানী! আতিথেয়ী বলে জানি ;
প্রভাব যে কি বিচিত্র বুঝেছেন বিশ্বামিত্র।
করো গো কাতর-প্রতি কৃপাবলোকন!
নিদয় হয়ো না দেবী মায়ের মতন। ১৩

এই স্বর্গে বিনা দোষে এই কপিলার রোষে
অপুত্রক হইলেন দিলীপ নৃপতি।
বড় ব্যথা পেয়ে মনে , বশিষ্ঠের তপোবনে
হয়ে তব অনুচর সেবিলেন নিরন্তর
ওই পাদপদ্মে রাখি দৃঢ় ভক্তি মতি। ১৪

তাঁরে তুমি চন্দ্রাননে, আহা, সেই শুভক্ষণে
বর দিয়া হিমালয় গিরির গহ্বরে,
প্রসন্না করুণাময়ী দিলে পুত্র ইন্দ্রজয়ী
রঘুবংশ-প্রতিষ্ঠাতা রঘু বীরবরে। ১৫

ছাড়ি সে পৃথিবীপুর আসিয়াছি অতি দূর,
তোমাদের কাছে সতী! দেখিতে অমরাবতী।
পূর সেই মনস্কাম, দেখাও অমরধাম!
সজ্জন-সঙ্গতি কারো হয় না বিফল।
ফিরে গিয়ে হেথা হতে কি কব সে ভূভারতে?

আমাদের মাতৃভূমি দেখিয়া এসেছ তুমি।
কি আছে এ অমরায়, সকলে জানিতে চায়।
তাঁহাদের সে কৌতুকে পূর্ণ করি কি যৌতুকে?
তোমাদের স্নেহ ভিন্ন কি আছে সম্বল? ১৬

নানা-রত্ন-ময় তনু অত্যুদার ইন্দ্রধনু
আহা এ তোরণ যার সুন্দর এমন!
অমরার অভ্যন্তর না জানি কেমন! ১৭

চলো, দেবি, লয়ে চলো ; অপরাধ থাকে, বলো!
ক্ষমাশীল বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনী!
যা এল সরল মনে নিবেদিনু শ্রীচরণে,
হেথাকার রীতি-নীতি স্তব-স্তুতি জানিনি। ১৮

এই যে প্রসন্নমুখী, অতিথি করিতে সুখী
আনন্দে আসিতেছিলে, হেসে পথ ছেড়ে দিলে ;
সহসা কল্যাণী, কেন বিরস বদন?
পদ্মপথে পদ্মবনে গতিরোধ কি কারণে?
ওকি ও? কপিলা! কেন করিছ বারণ? ১৯

দিলীপের ভাগ্যবলে কপিলা পাতালতলে
বদ্ধ ছিল, বুঝি তাই বাধা দিতে পারে নাই।
আমার কপালে আজি উলটিয়া গেল বাজি,
কিছুতেই হইল না আশার সুসার।
কপিলে, কি দোষ আমি করেছি তোমার? ২০

ক্ষুদ্রের নিকট-গামী প্রার্থী নহি দেবী আমি।
ছোট বড় কারো কাছে কেহ যেন নাহি যাচে।
হায় মানুষের মান স্বর্গেতেও জানে না!
মর্যাদা মানিনী মেয়ে, নির্জনে তাহারে পেয়ে
যা খুশি তাহাই করে। ধিক কাপুরুষ নরে!
আপন মেয়ের মতো কেন মনে ভাবে না? ২১

মর্যাদা-সরলা সতী, কি সুন্দর জ্যোতিষ্মতী!
আসি মানবের ঘরে ত্রিকুল পবিত্র করে।
আহা, সেই অভয়ার দরশন কি উদার!
হাসি-হাসি কি আনন, কি প্রফুল্ল বিলোচন!
আনন্দ-রতন বক্ষে, পূর্ণচন্দ্র শুক্লপক্ষে!

জ্যোস্নায় জগৎ যেন পেয়েছে নূতন প্রাণ।
অনুরক্ত ভক্তগণে আনন্দে করিছে ধ্যান। ২২

মানবে করুণা তিনি সুখ-মোক্ষ-প্রদায়িনী।
সর্বাণী পরাৎপরা অন্তরাত্মা আলো করা!
ভাক্ত ভক্তে নাহি বুঝে, হৃদয়ে না পায় খুঁজে।
অভিন্ন পদার্থ, আহা! ভাবিতে পারে না তাহা।

ভেবে তাঁরে ভিন্নজন করে এসে আক্রমণ।
কি পাতক, কি যে হানি, বুঝে না তা ক্ষুদ্র প্রাণী।
কদর্যের কি অকার্য, অমর্যাদ কি অনার্য!
নীচাশয় নরলোকে দেখে চটে গেল প্রাণ।
সে ঘোর নরক, তায় জুড়াবার নাহি স্থান। ২৩

উদার স্বরগ-ধাম, এও তার প্রতি বাম!
কোথায় দাঁড়াইল বলো. দাঁড়াবার নাই স্থল।
পশিব মনের বলে এ অমরাপুরীতে।
আপনি উথুলে যদি বেগে ধেয়ে নামে নদী,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তার, কার সাধ্য রুধিতে? ২৪

থাক মায়াবিনী গাভী! সকল দেবতা পাবি,
পাবিনি আমায়।
দেবতা দেখিতে ভালো, তাই তোর লাগে ভালো।
মায়া-দুগ্ধ পানে তোর, তারাও নেশায় ভোর।
যে জন যেমন, বিধি তেমনি মিলায়। ২৫

জোগাতে তোমার মন বলি দিলে এ জীবন,
নষ্ট হবে পরকাল। ছিঁড়ে ফেলি মায়াজাল।
হায় তোর ভেড়া ভেকা বৃথাই বাঁচিয়া থাকা।
থাকিব আপন মনে। যাব না নন্দনবনে।
ছাড়ো অমরার দ্বার। দেখি আমি একবার
কি উদার, কি সুন্দর কাণ্ড হয় ভিতরে।
ওই যে পবিত্র প্রভা, কাঁদের অঙ্গের আভা?
অহো কি পবিত্র গান, কি মধুর সুর-তান!
বেণু-বীণা-বাদ্যময় কি সুখ-সমীর বয়!
পিয়াসী নয়ন মোর ; চরণে কি দিল ডোর!
নিঠুর কপিলা! তোর হাসি কেন অধরে? ২৬

আজি এ জন্মের মতো ছাড়িলাম পদ্মপথ।
সীমা মাড়াব না আর কুহকিনী কপিলার।
পয়োধর দিয়া মুখে সাধের স্বপন সুখে
দেবতাদিগের মতো অঘোরে ঘুমাব কত?
যেথায় দু-চক্ষু যায় সেইদিকে চলে যাই।
কপিলার কাছে আর একটুও দাঁড়াতে নাই। ২৭

যে ফুল ফুটেছে প্রাণে, মেরে ফেলি কোন প্রাণে?
দিয়ে যাই কারো তরে সাবদার চরণে।
হৃদিফুলে রাঙা পায়, আপনি পৌঁছিয়া যায়।
অম্লান, মরণহীন, শোভা পায় চিরদিন।
সৌরভেতে কুতূহলী গুঞ্জরি বেড়ায় অলি।
কতই কমল শোভে সে কমল-কাননে।
ফুটেছে সকলি এর মহামনা মানবের
অত্যুদার ভাবে ভোর শুভ অন্তঃকরণে। ২৮

তাঁহাদের পরকাল পবিত্র আলোয় আলো।
দেহ ছেড়ে প্রাণ গেছে তবুও আছেন বেঁচে।
তেমনি আনন্দভরে বেড়ান ধরণীপরে!
কিবা হাসি-হাসি মুখ, প্রাণভরা কত সুখ!
শুনে সে মুখের কথা দূরে যায় সব ব্যথা।
নিমেষে জগৎ এক এনে দেন নয়নে,
ব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া যাই, মজি সুখস্বপনে।
স্বপনের চরাচর উদার—উদারতর!
যথার্থ মরণহারী সারদার শ্রীচরণ।
কি ছার অমর এরা, ঘুমে ঘোর অচেতন। ২৯
কি ছার কপিলা বুড়ি! দাঁড়ায়েছে পথ জুড়ি,
অমরাবতীর ভেদ করিতে দিবে না, জেদ।
না জানি পুরীর মাজে কি ব্যাপার, কে বিরাজে।
দ্বার থেকে দেখে দেখে পুরো জানা গেল না।
পারিজাত পুষ্পরথে আসি এই পদ্মপথে,
সতী, সেই প্রবেশিল, আর ফিরে এল না! ৩০

এখনো সে মুখখানি হেরিতে আকুল প্রাণী।
নাহি জানি কি সম্বন্ধ আছে তাঁর সনে।
যতই ভুলিতে চাই, তত পড়ে মনে! ৩১

কপিলা! দুয়ার ছেড়ে দিবে না আমায়?
কি দিয়া বাঁধানো বুক? বুঝ না পরের দুখ!
নিতান্তই গাভী তুমি, কি কব তোমায়! ৩২

এই যে ফুটিছে প্রাণে সে শুভ কমলবন,
রাজিছে তাহার মাঝে সেই রাঙা শ্রীচরণ!
যতই আসিছে ধ্যান, ততই ধাইছে প্রাণ!
দূরে কে ডাকিছে যেন, বৃথায় হেথায় কেন!
চলিলাম খোলা প্রাণে সে কমল-কাননে।
দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগভোলা নয়নে। ৩৩

অষ্টম সর্গ

শশিকলা, স্থির সৌদামিনী ও বীণা

শশিকলা

দিকে দিকে কুঞ্জবন, পাখি সব করে গান,
ফুটেছে বাসন্তীফুল, মন্দাকিনী কানেকান।
অনন্ত যৌবন-ঘটা, তরল রজত-ছটা,
আনন্দে লহরীমালা খেলিছে খুলিয়া প্রাণ। ১

গোলাপ ফুলের তরী ভাসি ভাসি চলে যায়।
খসি পড়ি শশীকলা ঘুমায়ে রয়েছে তায়।
আলুথালু চুলগুলি বাতাসে খেলায় খুলি,
ফুটেছে মনের হাসি অমায়িক আননে।
চাঁদের সাধের বাছা, কি দেখিছ স্বপনে! ২

স্থির সৌদামিনী

মেঘের মণ্ডলে পশি খেলা করে কে রূপসী,
যেন সুরধুনী ব্যোমকেশের মাথায়।
ফাটিয়া ফাটিয়া জটা রূপের তরঙ্গ-ছটা
উথলি উথলি পড়ি চমকি মিলায়? ৩

নীরদ-নন্দিনী ইনি, নাম স্থির সৌদামিনী,
সুখে লজ্জাবতী কন্যা খেলে আপনার মনে।

পাছে কেহ দ্যাখে তাকে, সদাই লুকায়ে থাকে
ফটিক জলের ঘরে মেঘের নিবিড় বনে। ৪

আপনার রূপরাশি দ্যাখে মেয়ে হাসি হাসি,
আননে লোচনে আহা আনন্দ ধরে না!
দিয়েছে তাহারে বিধি কি যেন নূতন নিধি,
দ্যাখে সুখে আঁখি ভরি, দেখাতে চাহে না। ৫

কহে সে রূপের কথা সঙ্গিনী সোনার লতা
হরষে চঞ্চলাবালা ছুটিয়া গগনে।
স্থির সৌদামিনী কভু পড়েনি নয়নে।
আমি দেখেছি স্বপনে। ৬

সে শান্ত মাধুরীখানি ভাবিয়া জুড়ায় প্রাণী,
বলিতে বিহ্বল-বাণী আঁকিতে পারি না,
হায়, দেখাই কেমনে!
ঘুমন্ত প্রশান্তভাবে ভাবে মনে মনে! ৭

বীণা

বীণা! তু বিচিত্র মেয়ে ; সবে তোর মুখ চেয়ে,
তুমি কি না মন্দাকিনী-তরঙ্গে ঝাঁপায়ে যাও?
হাসে মুখ, নাচে চুল, কচিমুখী পদ্মফুল!
সমীরের সঙ্গে সঙ্গে কি গান গাহিয়া ধাও! ৮

তোর গানে ঢেলে প্রাণ কিন্নরে ধরেছে গান।
মেঘের মৃদঙ্গ বাজে, তুমি তার দামিনী ;
চমকে সপ্তমে স্বর, তত্তর তত্তর
উধাও উধাও ধাও, কোথা যাও জানিনি। ৯

ধীর সমীর হতে সংগীত-অমৃত ক্ষরে ;
প্লাবিত তৃষিত প্রাণ সুধীর সুস্নিগ্ধ স্বরে।
নিদাঘের রৌদ্রে দগ্ধা জুড়াইতে পৃথিবীরে
বরষা-নিশার বারি পড়ে যেন সুগম্ভীরে। ১০

কিবা নিশা দিনমান, প্রাণে লেগে আছে তান।
সুস্বপ্ন-সংগীতময়ী স্বরগের কাহিনী।
মধুর মধুর চির-পূর্ণিমার যামিনী! ১১

কিন্নর-গীতি

[রাগিণী কালাংড়া—তাল ঝাঁপতাল]

মধুর—মধুর তোর রূপ যামিনী!
হরষে হরষময়ী শশি-সোহাগিনী।
তারকা-কুসুম-বনে খেলিছ আপন মনে,
কি যেন দেখি স্বপনে মায়ার মোহিনী।
নীল আকাশ-তলে স্বর্গের প্রদীপ জ্বলে
আকাশ-গঙ্গার জল করিতেছে ঢলঢল,
কালের জটার জালে দোলে মন্দাকিনী।

হাসিয়া উঠেছে কূল, ফুটেছে মন্দার ফুল,
হরষে অমরবালা চারিদিকে করে খেলা,
এ খেলা তোমার খেলা ; তুমি মায়াবিনী!
বাসবের সাড়া পেয়ে চমকি দামিনী মেয়ে
পালাল সোনার লতা ধাঁধিয়া চোকের পাতা
সহস্র লোচনে চান আর না দেখিতে পান।
কোথায় লুকাল হায় নীরদনন্দিনী!

পাতালে বাসুকী ফণী ছড়ায় মস্তক-মণি,
দু-একটি শূন্যে ছুটে উঠেছে আলোক ফুটে,
এমন মানিক আর কোথাও দেখিনি।

মরুত বিহ্বল-প্রায় অধীরে চলিয়া যায়,
দাঁড়াইয়ে দিগঙ্গনা, কি উদার দরশনা!
গভীর প্রশান্তমনা কার সীমন্তিনী।
নীরব ধরণী-রানী, হাসিছে আননখানি,
বিগলিত কেশপাশে কতই কুসুম হাসে
নাচিছে আদুরে মেয়ে গিরি-নির্ঝরিণী।

সাগর লাফায়ে ওঠে উল্লাসে উন্মত্ত ছোটে,
আকাশ ধরিতে ধায় কি জানি কি দেখে তায়,
উল্লাসে চমকে গায় চঞ্চল চাঁদিনী।
হিমাদ্রি-শিখর পর হাসিছে মানস-সর,
মধুর মোহিনী বালা মুকুরে মুরতি খেলা,
মধুর মাধুরীযন্ত্রে করেছ মায়ার মন্ত্রে
আকাশ-পাতাল একাকার একাকিনী।

আসনদাত্রী দেবী

গীতি

[রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালী।]

প্রাণ কেন এমন করে, (আমার)
কি হল কি হল রে অন্তরে!
ভ্রমি ত্রিভুবন মন করে কার অন্বেষণ,
কাতর নয়ন কার তরে!
ত্যজি এই মর্তভূমি, কোথা চলে গেলে তুমি
কি জানি কি অভিমানভরে।

তোমার আসনখানি আদরে আদরে আনি,
রেখেছি যতন করে, চিরদিন রাখিব ;
এ জীবনে আমি আর তোমার সে সদাচার ,
সেই স্নেহ-মাখা মুখ পাশরিতে নারিব। ১

সাক্ষাৎ আমার প্রাণ 'সারদামঙ্গল' গান,
অসম্পূর্ণ পড়েছিল, যেন মরে গিয়েছে ;
বেসুরা বীণার মতো জানি না কি দশা হত!
তোমারি আদরে দেবী! ফিরে প্রাণ পেয়েছে। ২

সাহিত্য-সংসারে তুমি সুকুমার ফুলভূমি,
তোমার স্নেহের গুণে কত রকমের ফুল
ফুটে আছে থরে থরে : কেমন সৌরভভরে
সোহাগসমীরে কিবে করিতেছে ঢুলঢুল! ৩

তোমার উৎসাহ-ধারা বিচিত্র বিদুৎ-পারা,
কতই বোবার মুখে কত কথা ফুটেছে ;
কতই পরমানন্দে, কত-মতো ছন্দোবন্ধে,
কত ভাব-ভঙ্গিমায়,
ইংরেজি-ফরাসি কত বাংলায় বলেছে। ৪

চলিয়া গিয়াছ তুমি, কি বিষণ্ণ বঙ্গভূমি,
সে অবধি আজো কেন দেশে কি হয়েছে যেন।
নিকুঞ্জ কাননে আর কোনো পাখি ডাকে না।

ভাগীরথী-তীর থেকে আর বাঁশি বাজে না!
মানস-সরসে হায় পদ্ম ফুটে হাসে না!
স্বর্গের বীণার ধ্বনি ভেসে ভেসে আসে না!
এ দেশে ভারতী দেবী বুঝি প্রাণে বাঁচে না! ৫

সেই প্রিয় মুখ সব, সেই প্রিয় নিকেতন,
সেই ছাদে তরুরাজি শূন্যে শোভে উপবন,
সেই জাল-ঘেরা পাখি, সেই দেখ ধরণী,
সেই প্রাণ-খোলা গান, সেই মধু-যামিনী,
কি যেন কি হয়ে গেছে! কি যেন কি হারায়েছে!
কেন গো সেথায় যেতে কিছুতে সরে না মন? ৬

কবে কার আবির্ভাবে, থাকে যে কি একভাবে,
অভাবে সে ভাবে আর সেইসব থাকে না ,
দোলায়ে ফুলের বন চলে গেলে সমীরণ,
সেই ফুল হাসে, হায়, সে সৌরভ আসে না! ৭

কে গায় কাতর গান, কেন শোকাকুল প্রাণ,
প্রাণের ভিতর কেন কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণী!
আজি কি বিজয়া এল, তিন দিন কোথা গেল!
কেন মা আনন্দময়ী! কাঁদো কাঁদো মুখখানি? ৮

সুখের স্বপন, কেন চকিতে ফুরায় যেন,
হারালে হাতের নিধি, আর নাহি পাওয়া যায়।
রয়েছে স্বজনগণে যে যার আপন মনে,
নির্জনে বাতাস শুধু করে ওঠে 'হায়! হায়!' ৯
হা দেবী! কোথায় তুমি! গেছ, ফেলে মর্তভূমি!
সোনার প্রতিমা জলে কে দিল রে বিসর্জন!
কারো বাজিল না মনে, বজ্রাঘাত ফুলবনে!
সাহিত্য-সুখের তারা নিবে গেল কি কারণ! ১০

ওই যে সুন্দর শশী, আলো করে আছে বসি!
চিরদিন হিমালয়, কি সুন্দর জেগে রয়!
সুন্দরী জাহ্নবী চির বহে কলস্বনে ;
সুন্দর মানব কেন, গোলাপ কুসুম যেন ;
ঝরে যায়, মরে যায় অতি অল্পক্ষণে! ১১

ভোরের গানের মতো, ভোরের তারার মতো,
মধুর সুন্দর মূর্তি ত্রিদিব-ললনা ;
ভোরে ভোরে আসে, যায়, কেহ নাহি দেখে তায়,
রেখে যায় কোমল কুসুমদলে
নির্মল দুয়েক ফোঁটা শিশিরাশ্রুকণা। ১২

আহা, সেই স্বর্গের নিবাসী,
চলে গেছে! রেখে গেছে—
সুহৃদ্ জনের মনে
যাবার সময় সেই প্রাণফাটা বিষাদের হাসি! ১৩

সেই মুখখানি মনে কেন পড়ে ক্ষণে-ক্ষণে,
করুণ নয়নদুটি সদাই প্রাণেতে ভায়,
হা দেবী! তোমায় আর দেখিব না এ ধরায়! ১৪

অমরার পদ্মপথে পারিজাত পুষ্পরথে
কিরণ-কলিত-মূর্তি তোমারই মহাপ্রাণী
অপরূপ রূপ ধরি, যেতেছিল আলো করি ;
চেনো চেনো করেছিনু, চিনিতে পারিনে রানী! ১৫

কেঁদে উঠেছিল প্রাণ, মনে এসেছিল ধ্যান,
বুক ফেটে বারবার উঠেছিল হাহাকার ;
উঠিল বাতাসে ভরে কি যেন আকাশবাণী
তবুও তবুও আহা নারিনু চিনিতে রানী! ১৬

তুমিও আমায় দেখে চেয়েছিলে থেকে থেকে,
চক্ষে গড়াইল জল, মুখখানি ছলছল!
কেন গো কি পেলে ব্যথা! কিজন্যে কলে না কথা?
বুঝি বা আমারি মতো স্মরি স্মরি অবিরত,
এই পরিচিতজনে পড়ে, পড়িল না মনে!
পুষ্পরথ থেকে নেমে কেন কাছে এলে না?
সেই দেখা, শেষ দেখা ; কিছু বলে গেলে না! ১৭

সকলি পড়িছে মনে! যেন সেই পদ্মবনে
যোগেন্দ্রবালার কাছে যে সব সঙ্গিনী আছে,
খেলিতে তাঁদের সনে দেখেছি আমি তোমায় ;
করুণ নয়ন দুটি এখনো প্রাণেতে ভায়! ১৮

সকল সতীর প্রাণ, সুমধুর ঐকতান,
সুরপুরে একত্তরে কি মধুর বাজিছে!
ঘুমায়ে মায়ের কোলে সুখে শিশু শুনিছে!
সে সব সতীর মাঝে দেখেছি আমি তোমায়
করুণ নয়ন দুটি এখনো প্রাণেতে ভায়! ১৯

আহা সে রূপের ভাতি, প্রভাত করেছে রাতি!
হাসিছে অমরাবতী, হাসিতেছে ত্রিভুবন,
হৃদয় উদয়াচল আলো হয়েছে কেমন! ২০

দশম সর্গ

পতিব্রতা

গীতি

[রাগিণী ললিত,—তাল কাওয়ালী]

অহহ!—সম্মুখে সুমঙ্গল একি!
দেবী, দাঁড়াও নয়ন ভবে দেখি!
ত্যজেছ মানব-কায়া, আজো ত্যজ নাই মায়া!
একি অপরূপ ছায়া—একি!
করুণ নয়ন দুটি তেমনি রয়েছে ফুটি,
তেমনি চাঁচর কেশ, বেশ ;
মলিন—মলিন মুখ, কেন গো কিসের দুখ!
ভালোবাসা মরণে মরে কি?

সতীর প্রেমের প্রাণ, পতি প্রতি একটান ;
অমর সে ভালোবাসা, মরণেও মরে না।
স্বর্গ থেকে এসে, তাকে অলক্ষ্যে আগুলে থাকে,
সে দেখে নয়ন ভরে, কেহ তারে দেখে না। ১

শোকে কেঁদে উভরায় পতি যদি ডাকে তায়,
প্রকৃতি নিস্তব্ধ হয়,
কি যেন নিঃসরে বাণী বহমান পবনে ;
না জানি কি শক্তি-বলে সতীত্ব তপের ফলে
আকাশে প্রকাশে আসি স্নেহমাখা আননে। ২

কিবে শান্তিময় মুখ! হেরে দূরে যায় দুখ,
প্রফুল্ল কপোল বহি গড়ায় নয়নজল।
যত সাধ ছিল মনে, পূর্ণ সেই শুভক্ষণে;
বিয়োগ-কাতর প্রাণ করুণায় সুশীতল। ৩

সে অবধি স্বপ্ন-প্রায় সদাই দেখিতে পায়
পত্নীর করুণছায়া বেড়াইছে কাছে-কাছে,
চারিদিকে মৃদুমন্দ অপূর্ব ফুলের গন্ধ,
করুণ নয়ন দুটি মুখপানে চেয়ে আছে। ৪

স্বর্গ সর্বসুখময় সতীদের পিত্রালয়,
সে আদরে তত স্নেহে তবুও টেকে না মন,
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে কার মুখ পড়ে মনে,
কার তরে পাগলিনী! ধরাতলে বিচরণ? ৫

"মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্যতু দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ?"

অহহ পবিত্র ভাষা! কি উদাত্ত ভালোবাসা!
কে দিল উত্তর? আহা কোন দেবী নাহি জানি!
এ যে রামায়ণ কথা, সে যে সীতা স্বর্ণলতা,
কন্যা কবি বাল্মীকির, পতি তাঁর রঘুবীর
এ শ্লোক সীতার মুখে শুনেছি মনের সুখে।
আজি সেই শ্লোকগান কেন চমকায় প্রাণ?
কথা কয় বাতাসে কি? একি, একি, একি দেখি!
আধ-আধ বিভাসিত কার এ প্রতিমাখানি---
আকাশে সুন্দরী শ্যামা কার এ প্রতিমাখানি! ৬

তুমি প্রভাতের ঊষা, স্বর্গের ললাট-ভূষা,
ব্রহ্মার মানস-সরে প্রফুল্ল নলিনী গো!
কেন মা পৃথিবী আসি শুকায় সুখের হাসি!
সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা! কই তোর প্রফুল্লতা!
কে ছিঁড়েছে আশালতা, কি মানে মানিনী গো! ৭

আজি মা কিসের তরে হাসি নাই বিম্বাধরে,
মলিন বিষণ্নমুখী, নেত্রে কেন অশ্রুজল!
ভালোমানুষের ভালে সুখ নাই কোনোকালে ;
কঠোর নিয়তি, আরো কতই কাঁদাবি বল! ৮

এসো না ধরায়—আর, এসো না ধরায়!
পুরুষ কিম্ভূত মতি চেনে না তোমায়।
মনঃ-প্রাণ-যৌবন কি দিয়া পাইবে মন!
পশুর মতন এরা নিতই নূতন চায়।
এসো না ধরায়! ৯

গোলাপ ফুলের চেয়ে সুন্দর, যুবতী মেয়ে,
মনের উল্লাসে হাসে প্রফুল্ল নলিনী ;
সেই পুণ্য প্রতিমায় আহা কি সৌন্দর্য ভায়!
জুড়াতে মানব-হৃদি কি নিধি দিয়েছে বিধি!
পরম আনন্দভরে পুণ্যাত্মা দর্শন করে ;
কুরসিক পুরুষের কি ঘোর চাহনি! ১০

সরল হৃদয় লুটি এ ফুলে ও ফুলে ছুটি
ভ্রমর কলঙ্ক-কালো উড়িয়া বেড়ায়,
গুন্‌গুন্ রবে ওর বিষাক্ত মদের ঘোর,
ও নহে কাহারো পতি ; কেন গো দাঁড়ায়ে সতি!
যাও মা অমরাবতী, এসো না ধরায়
আর এসো না ধরায়! ১১

দুর্বহ প্রেমের ভার, যদি না বহিতে পার,
ঢেলে দাও আকাশে, বাতাসে. ধরাতলে!
মিটায়ে মনের সাধ ঢালিয়া দিয়াছে চাঁদ
জগৎ-জুড়ানো হাসি ; প্রাণের অমৃতরাশি
ঢেলে দাও মানবের তপ্ত অশ্রুজলে! ১২

উপসংহার

বলে নাকি গেলে মা! আমায়,
কেন দেখা দিলে গো ধরায়!
শুকতারা চলে গেল, আলোকের রাজ্য এল,
তারাগণ গলে গেল কে কোথায়। ১

যেই দেশে তোমাদের বাস,
সূর্য সেথা যেতে পায় ত্রাস।
বিচিত্র সে সৃষ্টি কার্য উদার স্বপনরাজ্য ;
সর্বদা পূর্ণিমা রাতি, চিরপূর্ণ চন্দ্রভাতি ;
দূরে দূরে, স্থলে স্থলে উজ্জ্বল নক্ষত্র জ্বলে,
ঝুরুঝুরু মধুর বাতাস। ২

স্নিগ্ধপ্রাণ সে দেশের লোকে
ভালো নাহি বাসে সূর্যালোকে।
যখনি আলোক ভায়, অমনি মিলায়ে যায় ;
রাত্রে আসে বেড়াতে ভূলোক। ৩

আহা সেই দেবী সুলোচনা,
'সারদামঙ্গল' গানে প্রসন্ন-আননা,
বাড়ায়ে কোমল পাণি সাধের আসনখানি
পাতিলেন, সুধালেন বসায়ে আমায়
নিমগন মনে আমি ধেয়াই কাহায়? ৪

হায়, তিনি কোথায় এখন,
অস্তগত তারার মতন!
এতক্ষণ বরাবর করিলাম প্রশ্নোত্তর।
দেখাতে ধ্যানের রূপ রচিলাম প্রতিরূপ,
শূন্যে যেন ইন্দ্রধনু কান্ত, সুজীবন্ত তনু ;
পরালেম আবরি আনন কল্পনার বিশদ বসন।
এ অবগুণ্ঠন মাজে না জানি কেমন রাজে—
কেমন সুন্দর সাজে,
কার মুখে করিব শ্রবণ!
হায়, তিনি কোথায় এখন! ৫

আবৃত আকৃতিখানি জীবন্ত মাধুরীখানি—
প্রাণের প্রতিমাখানি
কার করে সমর্পণ করি!
কোথা সেই শ্যামাঙ্গী সুন্দরী! ৬

সরল-সরস মন, ভাবে ভোর বিলোচন ;
কার আছে তাঁহার মতন!
মনের ঘুমের ঘোরে কে দেখেছে প্রাণ ভরে
আধ আধ মেঘে ঢাকা চাঁদের কিরণ?
কোথা, তুমি কোথায় এখন! ৭

প্রাণ খুলে ধরিয়াছি গান, আপনার জুড়াইতে প্রাণ—
গাহিতে তোমার গুণগান—
করিতে তাঁহার স্তুতি যাঁরে করি ধ্যান।
করি অনুরাগ-স্নেহ শুনে, বা, না শুনে কেহ।

শূন্য করি বঙ্গভূমি   কোথায় রয়েছ তুমি,
বসি কোন দিব্যলোকে   চিরপূর্ণ চন্দ্রালোকে
শ্রোত্রপুটে করিতেছ পান!
আমার এ হৃদয়ের গান। ৮

আহা সেই মুখখানি   স্নেহমাখা মুখখানি
কেহই দিবে না আনি আর এ ধরায়!
কোথা—সহৃদয়া দেবী! গিয়েছ কোথায়! ৯

শুভ স্মৃতিখানি তব   জাগিতেছে অভিনব,
কুসুমের, আতরের সৌরভের-প্রায়
তুমি চলে গিয়েছ কোথায়!
সে সব প্রফুল্ল ফুল গিয়েছে কোথায়! ১০

শোক সংগীত

ফুল ফোটে না আর সাধের বাগানে,
মুকুলে মরিয়া যায় ব্যথা দিয়ে প্রাণে!
তবু যেন চারিপাশে   সদাই সৌরভ ভাসে,
সুদূরে সংগীতধ্বনি ; কেন গো কে জানে।
ঘুমঘোরে ভুলি ভুলি   স্বপনে এনেছি তুলি
এ মায়াকুসুমদাম করুণ নয়ানে   হের দেবী করুণ নয়ানে!

আজি তবে আসি ভাই!
কল্পনা কমলবনে   গাও মধুকরগণে!
যাই, নিজ গৃহে যাই!
প্রেয়সীর ঢলঢল বিকশিত আননে,
দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগভোলা নয়নে।
প্রেমের প্রসন্ন মুখ, সারদার স্তোত্রগান,
এ জগতে এই দুই আছে জুড়াবার স্থান!
ইতি।

শান্তি-গীতি

[রাগিণী ললিত ভৈরবী,—তাল তেতালা]

প্রেমের সাগরে ফুলতরণী, চির-বিকশিত নলিনী!
সৌরভেতে স্বর্গ হাসে, আকাশে থেমে দাঁড়ায়—
দেখতে তোমায়, থেমে দাঁড়ায় দামিনী।

আননে চাঁদের আল, চাঁচর কুন্তলজাল,
অধরে আনন্দজ্যোতি, নয়নে মন্দাকিনী হাসে. নয়নে মন্দাকিনী।
কে তুমি সুষমা মেয়ে, আছ মুখপানে চেয়ে,
আলো করে অন্তরাত্মা, আলো করে ধরণী।

সমীর আমোদে ভোর, ডেকে আনে ঘুমঘোর,
মধুর—মধুর গান আলসে অবশ প্রাণ,
কে গো, বাজায় বীণা, ঘুমায় প্রাণী,
প্রাণ যে আমার, কি হয়ে যায় জানিনি!

জাগিয়া অচেতন, ঘুমালে জাগে মন,
তুমি, সাধের স্বপনবালা, করুণা কমলিনী।

ও রাঙা চরণতলে, ধর্ম-অর্থ-মোক্ষ ফলে,
তুমি, মৃত্যুর অমৃত-লতা পাপ-তাপ-হারিণী।

তোমারে হৃদয়ে রাখি, সদাই আনন্দে থাকি,
আমার, প্রাণে পূর্ণচন্দ্রোদয় সারা রজনী।

নিসর্গ সংগীত

[রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালি,—ভজনের সুর।]

কি মহান অরুণ উদয়! (আজি রে)
(আহা) উদার—উদার এ প্রলয়!
প্রগাঢ় মেঘেতে ঢাকা,
ভানু নাহি যায় দেখা,
(কেবল) কিরণে কিরণে কিরণময়—
(মেঘরাশি) কিরণে কিরণে কিরণময়!
পালায়েছে সব তারা,
চাঁদ যেন দিশে-হারা,
(যেন) মায়ায় মোহিত সমুদয়।

গোধূলি
১৮৯৯

গোধূলি

নীল আকাশ মাঝে আধশশী শোভা পায়,
ঈষৎ গোলাপি মেঘ ঘেরিয়ে রয়েছে তায়।
উচে-নীচে তরঙ্গিয়া ভাসিছে শকুন সব,
চাতকেরা উড়ে উড়ে করে কিবে কলরব।
কালো মেঘে ঢাকা আছে আরক্ত রবির কায়া,
আধই সোনার আলো আধ-আধ কালো ছায়া।
দিগন্তে রয়েছে ঘিরে মেঘের ধবলা গিরি,
সোনার শিখর তার দেখি আমি ফিরি-ফিরি।
হোথায় বেগুনি মেঘ পরি যেন উড়ে যায়,
ছড়ায়ে দিয়েছে কিবে জরদ ওড়না গায়।
মগন তপন কাছে ধূমল আবরি ওঠে,
কিবে তার বুক বয়ে লাল লাল নদী ছোটে।

অতি স্নিগ্ধ রূপবতী প্রাচী দিগঙ্গনা-রানী
নীল বসনে কিবে ঢেকেছে আননখানি!
বায়স বাসার দিকে ঝটপট ছুটে যায়,
পেচক কোটর থেকে এদিক—ওদিক চায়।

শারদ পূর্ণিমা

আধ-আধ চাঁদের কিরণ!
শারদ পূর্ণিমা আজি সেজেছে কেমন!
লইয়ে নীরদ মালা,
কতই করিছ খেলা,
ক্ষণে আধ দরশন, ক্ষণে অদর্শন!

গীত নং ১

প্রভাত হয়েছে নিশি, আসি ভাই!
আর, প্রেমের বিরাগ রাগ নাহি চাই।
        হইব না পথহারা
        ওই জ্বলে শুকতারা!
দূর—অতি দূর বাঁশরি শুনিতে পাই।
        কল্পনা-ললনা-বুকে
        ঘুমায়ে ছিলাম সুখে,
দিনমণি দরশনে লাজে মনে মরে যাই।
        আসি হে জগৎবাসী,
        ভালোবাসো, ভালোবাসি!
চারিদিকে হাসিরাশি, এমন সুদিন নাই।

গীত নং ২

[রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্ত]

প্রাণে, সহেনা—সহেনা—সহেনাকো আর!
জীবন কুসুমলতা কোথা রে আমার।
        কোথা সে ত্রিদিব জ্যোতি,
        কোথা সে অমরাবতী,
ফুরাল স্বপনখেলা সকলি আঁধার।

এই যে হইল আলো ;
কই, কই, কোথা গেল ;
কেন এল, দেখা দিল, লুকাল আবার।
আপনি আকাশ-মাজে
কেন সেই বীণা বাজে,
সুধাংশুমণ্ডলে রাজে প্রতিমা তাহার—
ওই দেখো প্রতিমা তাহার।

মৃদু মৃদু হাসি হাসি
বিলায় অমৃতরাশি,
করুণা-কটাক্ষ-দানে জুড়ায় সংসার।
ফুটে ফুটে চারিপাশে
পদ্ম-পারিজাত হাসে,
সমীর, সুরভিময় আসে অনিবার—
ধীরে ধীরে আসে অনিবার।

এ নীল মানস-সর,
আহা কি উদারতর,
উদার রূপসী শশী, সকলি উদার!
এখনো হৃদয় কেন
সদাই উদাস যেন,
কি যেন অমূল্য নিধি হারায়েছে তার।

গীত নং ৩

[রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া]

কোথা লুকালে,
ত্যেজিয়ে আমারে।
ত্রিভুবন আলো করি এই যে জ্বলিতেছিলে!
লুকাল তপন-শশী,
ফুরাল প্রাণের হাসি,
চিরদিন এ জীবন তিমিরে ডুবালে!

গীত নং ৪

[রাগিণী-বিভাস—তাল ঠা-ঠুংরি]

কি হল কি হল হল রে, কি হল আমায়!
কেন কেন ত্রিভুবন তিমিরে মগন-প্রায়!
এলোকেশী কে-রূপসী
বলেতে হৃদয়ে পশি
দামিনী বজ্রাগ্নি যেন মাতিয়ে বেড়ায়।
উহু, প্রাণের ভিতরে
কেন গো এমন করে
ধরো ধরো ধরো ধরো, জীবন ফুরায়!

গীত নং ৫
[রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা]

সারদা—সারদা—সারদা কোথা রে আমার!
এজন্মে তোমারে আমি দেখিতে পাব না আর!

ত্যেজে এ মরত-ভূমি,
কোথা চলে গেলে তুমি!
এসো দেবী, এসো এসো দেখি একবার!

সয়েছি বিরহ-ব্যথা
ধরি ধরি আশালতা,
কি ঘোর এ শূন্যময়, কেবল আঁধার!

তুমিও গিয়েছ চলে,
ধরা গেছে রসাতলে ,
বাতাস-আকাশ ভরে করে হাহাকার!

"সাগর তরঙ্গে নাচিয়া বেড়াই,
দুরন্ত ঝটিকা-বালারে খেলাই,
কখনো আকাশে কখনো পাতালে
নিমেষে চলিয়া যাই ;
ঘোর ঘোরতর দুর্ধর্ষ সমরে
কাঁপে রণাঙ্গন বীর-পদ-ভরে,
এক হুংকারে স্তব্ধ চরাচর,
হরষে দেখিতে পাই। ১

"হুংকারে বিদরে অনন্ত আকাশ,
ছুটিয়া পালায় দুর্দান্ত বাতাস,
কোটি কোটি সূর্য ভেঙে চুরমার
কে কোথা ছড়িয়ে পড়ে ;
বীরশৃঙ্গ সব হিমালয় হতে
ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছোটে শূন্যপথে,
আকুল-ব্যাকুল ধায় উভরায়
জীমূত প্রলয়-ঝড়ে। ২

"অলকা-অমরা কাঁপে থরথরি,
চন্দ্রলোক ভেঙে পড়ে ঝরঝরি,
শূন্যে শূন্যে ধরা ঘুরিতে ঘুরিতে
কোথায় চলিয়া যায় ;
প্রলয়-পিনাক ঘোর ঘন রব,
ভয়ে জড়সড় যক্ষ-রক্ষ সব ;
ধেই-ধেই-ধেই নাচিয়া বেড়াই,
দৃক্‌পাত করি কায়? ৩

"দিগ্‌ দিগঙ্গনা আড়ষ্টের প্রায়,
বিকট দামিনী কটমট চায়,
ঘোর ঘর্ঘর উদগ্র অশনি
পদাগ্রে পড়িছে লুটে ;
হো হো! পৃথ্বীতটে তিষ্ঠিতে পারে না

ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া উগারিছে ফেনা
লাফায়ে লাফায়ে পাগল সাগর
আকাশে চলেছে ছুটে। ৪

"ঘোর কোলাহল গর্জে নীলজল,
দুলিব অম্বরে দেহ টলমল,
ছড়াইয়া দিব কালো কেশরাশি
বিজলি বেড়াবে তায় ;
জ্বলন্ত তারকা মালাকা গলায়,
উরজে লুটায়ে উরসে গড়ায়,
ধায় ধূমকেতু দীঘল অঞ্চল
গোমুখী নির্ঝর ভায়। ৫

"দুরুদুরু মেঘ-মৃদঙ্গ বাজাব,
মধুর নিনাদে জগৎ জাগাব,
জাগিবে মানব-দানব-দেবতা,
নবীন হরষময় ;
চেয়ে রবে সবে পিপাসী নয়ানে
কুতূহলী হয়ে গগনের পানে,
হেরিবে আনন্দে আননে আমার
তরুণ অরুণোদয়। ৬

"প্রতি নিশীথিনী বিরাম সময়ে,
স্ফুট-চন্দ্র-তারা ব্যোমের হৃদয়ে
প্রসারিয়া এই সুদীর্ঘ শরীর
শুয়ে থাকি আমি সুখে ;
মায়াময় মম অপরূপ জ্যোতি,
ছায়াপথ বলে যত ভ্রান্তমতি,
ব্যোম-গঙ্গা বলে কবি পাগলেরা
শুনি আমি হাসিমুখে। ৭

"সাগর-অম্বরা কুসুম জোগায়,
প্রচণ্ড পবন চামর ঢুলায়,
দিগ্‌বধূবালা সেবাসখী সব
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
নয়ন-কিরণে কমলা সঞ্চরে,
শুভ সরস্বতী অধরে বিহরে,
মহান অম্বর প্রিয় প্রাণপতি
সম্ভ্রমে প্রণয় যাচে।" ৮

মায়াময় তব জ্যোতি মনোহারী
বটে গো কালের অজেয় কুমারী,
মহা মহীয়সী উদার-রূপসী
অম্বর-হৃদয়-রানী!
অলীক স্বপন জনন মরণ,
চিরকাল তব নবীন যৌবন ;
তোমারি সন্তোষে হাসে ত্রিভুবন,
রোষেতে নিধন জানি। ৯

স্থির-ধীর নীল অনন্ত অপার
এই যে বিরাট ব্যোম পারাবার,
তুমি আভাময়ী মায়াতরী তার
চলিয়াছ ভাসি ভাসি ;
মৃদুল মৃদুল ঠেকে ঠেকে গায়
কিরণের ফেন উছলিয়া যায়,
দশদিক দিয়ে দেখিতে তোমায়
ফুটেছে তারকারাশি। ১০

এ নীল আকাশ তরল আরশি,
ব্রহ্মের বিমল মানস সরসী,
ফুটে ফুটে তায় ভাবের কুসুম
তারকা ছড়ায়ে আছে ;
তুমি স্বপ্নময়ী রাজহংসমালা
ঘুম-ঘোরে তাঁর কর লীলাখেলা,
বসি, হাসি-হাসি হেরিছে চন্দ্রমা
ধরার কোলের কাছে। ১১

অহো! আদি-দেব-স্বপন-রূপিণী,
অবোধ মানব কিছুই জানিনি,—
উদাস—উদাস অনন্ত আকাশ
চলি চলি কোথা যাও!
কার সঙ্গে ধেয়ে চলেছ কি হেতু
চন্দ্র-সূর্য-তারা-ধরা-ধূমকেতু!
বলো বলো বলো ওপারে কি আছে,
কিছু কি দেখিতে পাও? ১২

সেই কি আমার গৃহ চিরন্তন,
এই কিরে সুদু নাট-নিকেতন!
কেনই কেবল হাসিতে-কাঁদিতে

এখানে এসেছি সবে!
চকিতে ফুরাল রস-রঙ্গ-খেলা,
একেলা আসিনু, চলিনু একেলা,
কতই সাধের বসন-ভূষণ
কেন গো কাড়িয়া লবে! ১৩

কেন, মায়াদেবী! ছেড়ে দাও দাও,
পথ রোধ করি ঘুরিয়া বেড়াও!
উধাও উধাও ভেদিব আকাশ,
দেখিব আপন দেশ ;
ডুবিব সে মহা তমান্ধ সাগরে,
দূর—দূর—দূর—অতি দূরান্তরে
অসংখ্য জগৎ দীপ্-দীপ্ করে
দীপকের পরিবেশ। ১৪

ধীরে ধীরে ধীরে তিমির গভীরে
ঊর্ধ্ব-পদতল নিম্ন-নতশিরে
অনন্ত আরামে ঘুমায়ে ঘুমায়ে
তলায়ে তলায়ে যাব!
মাটির শরীর তিমিরে গলিয়া
পরান-পুতলী উঠিছে জাগিয়া,
জাগিয়া উঠিছে আলোকে আলোক,
কি এক পুলক পাব! ১৫

দূর পদতলে তিমির সংহতি,
ফোটেনাকো আর আকাশের জ্যোতি,
জগতের কোলাহল-হাহাকার
কালের সাগরে লীন ;
মধুর মধুর আলোক সঞ্চারি
প্রফুল্ল-মুরতি প্রাণী মনোহারী
কিরণ মণ্ডলে বেড়ায় সকলে,
কি এক মধুর দিন! ১৬

...

কেন কাদম্বিনী! দাঁড়ায়ে সমুখে
ঢাকিয়া রেখেছ অমৃত ময়ূখে!
ওই আধ-আধ চাঁদের আভাস
পাগল করেছে মোরে!
ধরি ধরি করি, ধরিতে না পারি,
চারিদিকে আমি কি যেন নেহারি!

কাঁদিয়া উঠেছে পরান-পুতলী,
বেঁধোনা বন্ধন-ডোরে! ৩১

বিশ্ববিমোহিনী দেবী! চলো চলো,
থল থল করে স্বচ্ছ নীল জল,
অতি স্নিগ্ধ এই উদার আকাশে
ঘুমাও আরামে মা-গো!
জাগো সরস্বতী অমৃত-বিজলি,
জাগো মা আমার হৃদয় উজলি,
কিরণে কিরণে চেতাও চেতনে,
জাগো মা, জাগো মা, জাগো! ৩২
....

গীতি

[ভৈঁরো—একতালা, ভজনের সুর]

কে রে বালা কিরণময়ী, ব্রহ্ম-রন্ধ্রে বিহরে!
দিক্ প্রকাশ, বিমল ভাস, বিমল হাস অধরে!
নাচিতে নাচিতে হৃদয় ধায়,
আকাশ ভেদিয়া কোথায় যায়,
অপরূপ একি নয়নে ভায়!
ভায় প্রাণের ভিতরে!

কেন দরদর নয়নে বারি,
প্রাণ ভরে আহা হেরিতে নারি!
কেন কেন শূন্যে বাহু পসারি!
কেন তনু শিহরে!

কোথা সে আমার সাধের ভবন,
কোথা প্রাণপ্রিয়া প্রিয় পরিজন,
কোথা চন্দ্র-তারা কোথা ত্রিভুবন!
মগন সুধার সাগরে!

অহো! মহাযোগী দাও প্রাণ খুলি,
দাও বাল্মীকি, শিরে পদধূলি,
গুরু-কৃপা-মোদ-ভরে ঢুলি-ঢুলি
ভ্রমিব স্বপন-নগরে—
চিরজীবন ভ্রমিব স্বপন-নগরে!

শরৎকাল
১৮৮২

মধ্যাহ্ন সংগীত

(গৌরসারঙ্গ—একতালা)

চরাচরব্যাপী অনন্ত আকাশে
প্রখর তপন ভায়,
দিগ্-দিগন্তর উদাস মুরতি
উদার স্ফূরতি পায়।

বিমল নীল নিথর শূন্য,
শূন্য—শূন্য—শূন্য—অগম শূন্য ;
দূর—অতিদূর দু-পাখা ছড়িয়ে
শকুন ভাসিয়া যায়।

শুভ্র শুভ্র অভ্ররাজি
ধবলা শিখরী সাজি
চলিয়াছে ধীরে ধীরে না জানি কোথায়!

নীরব মেদিনী, পাদপ নিঝুম্,
নত-মুখ ফুল-ফল,
নত-মুখী লতা নেতিয়ে পড়েছে
স্তবধ সরসী-জল ;
শান্ত সঞ্চরণ, শান্ত অরণ্যানী,
মূক বিহঙ্গম, মূঢ় পশু-প্রাণী,
'ঘুঘু্—ঘুঘু্ কাতরা কপোতী
করুণা করিয়া গায়।

স্তবধ নগর, স্তবধ ভূধর,
স্তব্ধ হয়ে আছে উদার সাগর,
ধুধু মরুস্থলী, বিহ্বল হরিণী
চমকি চমকি চায়।
স্তবধ ভুবন, স্তবধ গগন,
প্রাণের ভিতর করিছে কেমন,
তৃষায় কাতর, কঠোর মরুত!
একটুও নাহি বায়!
বিরামদায়িনী কোথা নিশীথিনী
স্নিগ্ধ-চন্দ্র-তারা-নক্ষত্র-মালিনী

মহা-মহেশ্বর-করুণা-রূপিণী
মোহিনীমায়ার-প্রায়!

লয়ে এসো সেই মেদুর সমীর,
ঝুরু—ঝুরু—ঝুরু, মধুর, অধীর,
স্নেহ-আলিঙ্গনে জুড়াব জীবন,
জুড়াব তাপিত কায়!

সন্ধ্যা সংগীত

(ভাগিরথী তীরে—দক্ষিণে হাবড়ার সেতু এবং উত্তরে নিমতলার শ্মশান)

ডুবেছে রবির কায়া, দিবা হল অবসান!
পড়েছে প্রশান্ত ছায়া জুড়ায়ে জগৎ-প্রাণ।
চারিদিক সুশীতল,
নিবে গেছে কোলাহল,
কিবে এক পরিমল ভাসিয়া বেড়ায়!
আলুয়ে পড়েছে ভব,
আলুয়ে পড়েছে সব,
আলুথালু হয়ে ধরা তিমিরে করিছে স্নান। ১

গঙ্গার স্নেহের কোলে
সমীরণ ঘুমে ঢোলে,
স্বপনে সাঁজের তারা মেলিছে নয়ান।
তীর-ভূমে তরুগণে
বসিয়াছে যোগাসনে,
কে তুমি প্রাণের প্রাণে তুলেছ পূরবীতান! ২

ঢুলিয়া পড়িছে মন,
দূর্বাদলে যোগাসন,
কি যেন স্বপন দেখি মুদিয়া নয়ন!
নাবিকেরা খুলে প্রাণ
দূরেতে ধরেছে গান,
কি সুধা করিছে পান ঘুমন্ত শ্রবণ! ৩

টুপটুপ শব্দ জলে,
আসিতেছে পলে-পলে,
কি জানি কি কথা বলে বুঝা নাহি যায় ;
ঘুমায়ে ঘুমায়ে ছেলে
কেন বাছা হেসে ফেলে,
শুনিতে সে স্বর্গ কথা সদা প্রাণ চায়। ৪

নিথর সলিল 'পরি
ধীরে ধীরে চলে তরী,
দু-পাখা ছড়ায়ে পরী ভেসেছে আকাশে ;
মধুর মন্থর গতি,
চলিয়াছে গর্ভবতী
সম্পূর্ণ-যৌবনা সতী পতির সকাশে। ৫

নৌকায় প্রদীপ জ্বলে,
তারকা ফুটেছে জলে,
জলতলে ঝলমলে বিশাল মশাল ;
লুকানো তপন-রেখা
ফের বুঝি যায় দেখা!
হারানো প্রণয় কেন এত লাগে ভালো! ৬

দু-পার জুড়িয়া সেতু,
যেন পড়ে ধূমকেতু,
যেন শুয়ে কোনো এক দৈত্য দুরাশয়,
লাল লাল চক্ষু মেলি,
নিদ্রা-মৃত্যু অবহেলি,
আক্রোশে শ্মশানপানে তাকাইয়া রয়। ৭

উঠিল কাঁসর-রোল,
শঙ্খ-ঘণ্টা উতরোল,
আরতি-প্রদীপ-মালা দোলে ঘাটে-ঘাটে ;
আর্দ্র হয়ে ভক্তিভরে
'মা—মা' শব্দ করে,
আনন্দের কোলাহলে দিক যেন ফাটে। ৮

আমার আনন্দ নাই,
আমার সে ভক্তি নাই!
সেই ভোলা খোলা প্রাণ হারায়ে আঁধারে,
করিয়া জ্ঞানীর ভান,
পুষি বুকে অভিমান,
ঘোর পৌত্তলিক—সদা পূজি আপনারে!

নগরীর মনোরথ
পূর্ণ করি রাজপথ,
হাসিয়া উঠিল কিবা প্রসারিয়া কায়া!
সুন্দরী আলোকমালা
সারি দিয়ে করে খেলা,
বাতাসে তরুর তলে খেলা করে ছায়া। ১০

আর তো লাগে না ভালো,
কে তোরা জ্বালালি আলো!
কোথায় হারাল বল ঘুমন্ত হৃদয়!
চাহিতে আকাশপানে
কি যেন বাজিছে প্রাণে,
কাঁদিয়া উঠিছে যেন তারা সমুদয়। ১১

উদয় না হতে হায়
শশীকলা অস্তে যায়,
মুমূর্ষুর প্রাণ যেন ঝিকঝিক করে!
বিষণ্ণ শ্মশান-ভূমি,
ঘুমায়ে রয়েছ তুমি!
কার ওই চিতানল ভস্মের ভিতরে! ১২
প্রতিদিন কোলাহল,
প্রতিদিন চিতানল,
প্রতিদিন জগতের উদয়-বিলয়!
এই যে অসংখ্য তারা,
অজয়-অমরপারা,
এরাও কি বিনাশের বশীভূত নয়। ১৩

অনন্ত কালের সিন্ধু,
বিশ্ব বুদ্বুদের বিন্দু,
এই ভাসে, এই হাসে, মিলায় আবার ;
এসেছি বা কোথা হতে,
ফিরে যাব কি জগতে,
কিছুই জানি না ঠিক-ঠিকানা তাহার! ১৪

বিন্দু বিন্দু পড়ে জল,
চঞ্চল চাতকদল
উড়ে উড়ে অন্ধকারে করে কলগান!
আমি কেন এইখানে
চাহিয়া শ্মশানপানে
কিছুতেই নাহি পারি ফিরাতে নয়ান! ১৫

ও কে গো কাতর স্বরে
আনমনে গান করে
একাকিনী বিষাদিনী চেয়ে নদীপানে
ওরো কি আমারি মতো
হৃদি-রাজ্য বজ্রাহত!
ফোটে না কুসুম আর সাধের বাগানে! ১৬

ধূমকেতু

(১২ আশ্বিন, বুধবার, পূর্ণিমা, ১২৮৯ সাল)

এই যে উঠেছে ধূমকেতু!
কে বলে রে অমঙ্গল-হেতু!
কি মহান শুভ্র পুচ্ছ
গ্রহ-তারা করি তুচ্ছ
ওড়ে যেন বিজয়ের কেতু! ১

ওই! শুকতারার মতন
মুখ-প্রভা প্রশান্ত কেমন!
যদিও আবৃত কায়া
কেমন উদার ছায়া!
মুখেই প্রকাশ পায় মানুষ যেমন! ২

একদিকে চন্দ্র অস্ত যায়,
অন্যদিকে অরুণ উদয়,
মধ্যে কেতু দীপ্তিমান
মহামনা তেজীয়ান
স্বগৌরবে দাঁড়াইয়া রয়। ৩

ডুবে যাবে ক্ষণকাল পরে
তপনের কিরণ সাগরে
এখনো মুখেতে হাসি
অন্তরে আনন্দরাশি,
মহতের মন নাহি মরে। ৪

স্নেহেতে চাঁদের পানে চায়
যেন আলিঙ্গন দিতে যায় ;

পূর্বদিকপানে চেয়ে
যেন মহানিধি পেয়ে
আনন্দে আপনি চলে যায়। ৫

ধায় তিমি ধরার সাগরে,
মহাশূন্য অনন্ত-অম্বরে
ধেয়ে ধেয়ে অবিরত
বলো হে দেখিলে কত
মহান বড়বানল প্রজ্জ্বলিছে দিগ্-দিগন্তরে! ৬

কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চন্দ্রদ্বীপ
স্বভাবের সুধার প্রদীপ,
তেজস্বী মনের কাছে
স্নেহ যেন ফুটে আছে,
হর্ষভরে করে দীপ্-দীপ্। ৭

বলো কত তোমার মতন
ধায় ধূমকেতু অগনন,
পথের ঠিকানা নাই,
তারি কাছে ছুটে যাই
পাই যারে মনের মতন। ৮

তুমি এক প্রেমের পাগল,
আপনার ভাবে ঢলঢল,
কে তোমায় ভালোবাসে,
কে তোমায় উপহাসে,
ভ্রূক্ষেপ নাই সে-সকল। ৯

পতঙ্গের পাগল পরান,
অনাসে অনলে ত্যজে প্রাণ,
তপনের কাছে তুমি
তাই কি এসেছ ভাই!
বিধির কি এমনি বিধান? ১০

আসিয়াছ বহুদিন পরে,
ধরণীরে দেখিবার তরে,

আনন্দে ভগিনী তব
করেন মঙ্গলোৎসব,
দিকে দিকে পাখি গান করে। ১১

কুসুমের সৌরভ লইয়া,
সমীরণ চলিছে ধাইয়া,
চঞ্চল চাতক সব
করি করি কলরব
ছুটিয়াছে উন্মত্ত হইয়া। ১২

চলেছে বকের মালা
নীলাকাশ করি আলা
করিবারে ব্যজন তোমায়,
নীরদ দিয়েছে দেখা,
আবরিতে রবিরেখা
ওই কিবে আসে পায় পায়! ১৩

ঘেরে আছে দিগঙ্গনাগণ,
কিবে সব প্রফুল্ল আনন,
কেমন হরষভরে
তোমারে বরণ করে!
মাজে তুমি কেতু বিমোহন! ১৪

মানুষে জানে না তব মান,
চিরকালই অমঙ্গল-জ্ঞান,
এমন সুন্দর রূপ,
করিয়াছে কি বিরূপ!
হৃদি-হীন মিছে বুদ্ধিমান। ১৫

দেবরানী

স্বপন নগরে বেড়িয়ে বেড়াই
ঢুলিয়া ঢুলিয়া আপন মনে,
কখন বিহরি শিখরী শিখরে,
কখন বা ভ্রমি বিজন বনে। ১

কখনো কখনো কলপনা-যানে
আরোহণ করি আকাশে ভাসি,
দেখি বোঁ-বোঁ করে ঘোরে গ্রহ-তারা,
ঘোরে দূরে দূরে অনলরাশি। ২

ফিরে ফিরে চাই পৃথিবীর পানে,
গিরি-নদ-নদী মিলায়ে যায় ;
উদার সাগর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর,
ডোরা-ডোরা-ডোরা রেখার প্রায়। ৩

দেখিতে দেখিতে একি আচম্বিতে
কোথায় সে-সব উবিয়ে গেল!
শূন্য-শূন্য-শূন্য—মহাশূন্যময়
নীল নিথর আকাশ এল। ৪

আহা আহা একি সমুখে আমার,
একি এ বিচিত্র আলোকোদয়,
চন্দ্র-সূর্য নাই, অপরূপ ঠাঁই,
কোটি কোটি যেন চাঁদের কিরণে
সদাই কিরণময়! ৫

ভাসে নীলাম্বরে ফুলে ফুলময়
প্রসারিত পথ সমুখে একি!

পদ-পরশনে চমকিয়া ফুল
ফুটিয়ে হাসিল আমারে দেখি। ৬

ঝুরু-ঝুরু-ঝুরু গন্ধে ভরপুর
কেমন পাবন সমীর বায়!
কোথা হতে ভেসে আসে মৃদুগীত,
না জানি কে হেন মধুর গায়! ৭

না জানি কোথায় বাজে বেণু-বীণা,
উদাস—উদাস হৃদয়-প্রাণ,
না জানি কিসের সুরভি সৌরভ
তর করে দেয় মগজ-ঘ্রাণ! ৮

বিমল-সলিলা নদী মন্দাকিনী
দুলে দুলে যেন মনেরি রাগে
কুলুকুলু ধ্বনি আধ-আধ বাণী,
খেলিছে কেমন মেখলাভাগে! ৯

দূরে দূরে সব নধর মন্দার
দু-ধারে দাঁড়ায়ে আছে ;
কত অপরূপ প্রাণী মনোহর
বেড়িয়ে বেড়ায় কাছে। ১০

রূপে আলো করি ঘুমায় কেমন
দেবদেবীগণ কুসুমদলে!
নেত্র-পত্র-পক্ষ্ম কাঁপায়ে কাঁপায়ে
ধীরি-ধীরি-ধীরি অনিল চলে। ১১

জ্যোতির্ময় বপু, রোমাঞ্চ কিরণে
উজলিয়া দশদিশি,
মন্দাকিনীতটে যোগে নিমগন
দীপ্ত দীপ্ত সপ্তঋষি। ১২

নিমীল লোচন, প্রফুল্ল কপোল,
হাসিরাশি যেন ধরে না মুখে ;
কোন সুধাপানে সদাই বিহ্বল,
মহাসুখী কোন মহান্ সুখে? ১৩

বহি বহি পড়ে জলে অশ্রুজল,
কনক-কমল ফুটিয়া তায়,
লহরী-মালায় দুলিতে দুলিতে
হাসিতে হাসিতে ভাসিয়া যায়। ১৪

ফুলে ফুলময় কমলকানন,
কে তুমি মা হেথা করিছ খেলা!
ঢলঢল তব বিমল মুখানি,
হেরে জুড়াইল প্রাণের জ্বালা। ১৫

.....

গীতি

[রাগিণী কালাংড়া,—তাল যৎ]

এমন অপরূপ রূপ কভু হেরি নাই নয়নে!
কে এ বালা করে খেলা কনক-কমলকাননে!

একি অপরূপ ঠাঁই,
চন্দ্র নাই, সূর্য নাই,
কোটি চন্দ্র হাসিতেছে বিমল রূপের কিরণে!

আপনি আকাশ-মাজে
চারিদিকে বীণা বাজে,
দূরে দূরে ইন্দ্রধনু দুলিছে নীল গগনে।
ধরো গো আকাশবালা,
মানস-কুসুমমালা!
পাসরি যন্ত্রণাজ্বালা লুটিব রাঙা চরণে!

বাউল বিংশতি

প্রথম দল—

[বাউলের সুর—রাগিণী ভৈরবী,—তাল একতালা।]

ভবে কেউ দুষী নয়, আমিই দূষী।
বিরোধ বিষম লেঠা, ভালোবাসি হাসিখুশি।
বিধাতা নহেন বাম,
সুখভরা ধরাধাম,
হৃদয় আনন্দধামে নিরানন্দ কেন পুষি!

মার কোলে ছেলে হাসে,
চাঁদ হাসে নীলাকাশে,
উদয় অচলে কিবে হাসে উষা অকলুষী!

সকলি তো নিজ দোষ,
কার প্রতি করি রোষ,
পরে মিছে দোষী করে কেন আপনারে তুষি!

হাসো-খেলো মনসাধে,
কাজ নাই বিসম্বাদে,
দু-দিনের তরে আহা কেন রে ভাই রোযারুষি! ১

দ্বিতীয় দল—

[বাউলের সুর—রাগিণী পাহাড়ি,—তাল তেতালা]

ভবের খেলা চমৎকার।
এর, কোথাও ফাঁসি, কোথাও হাসি, কোথাও ওঠে হাহাকার।
লক্ষ্মীদেবী হিরণ্ময়ী কিরণে কিরণ,
পেঁচা, বিচিত্র বাহন.

খেলে পদ্মবনে আপন মনে, পরিয়ে পদ্মের হার—
সরস্বতী পরিয়ে পদ্মের হার।

দ্যাখে আপন ফোঁটা, গোটা সপ্ত-সমুদ্র সমান,
যত খেঁকী-তেজীয়ান ;
রাখে, প্রাণ দিয়েও পরের মান, এমন সুজন—
হরি হে, এমন সুজন মেলা ভার!

বিশ্বশাস্ত্র-পাঠকের প্রাণ অনন্ত-উদার
প্রেমস্নেহ পারাবার,
মিটমিটে গ্রন্থ-কীটে মহিমা বোঝে না তার। ২

প্রথম দল—

[বাউলের সুর—রাগিণী যোগিয়া,—তাল তেওলা]

হৃদি কঠিনে,
আমিও তো ভাই, কারো কিছু বুঝিনে।
আহা, সেই রসের সাগর, প্রেমের আকর, ভুলেও তাঁরে ডাকিনে!
খোলা-প্রাণ ভোলা-মন বনের পাখি,
তুচ্ছ সুখের তরে ধরে তারে পিঞ্জরে রাখি,
তার প্রাণটা কত কাতরে বেড়ায়. দেখেও চোকে দেখিনে।
সরল পশু, সরল শিশু, সরলা নারী,
কতই সবাই ভালোবাসে, সবাই আমারি,
আমি সেই, ভালোবাসা পেতে পটু, ফিরে দিতে জানিনে।
নূতন রূপের রাশি প্রাণের হাসি হাসে যুবতী,
মনের কুতূহলে কৌতুকিনী মধুর মুরতি,
তার, মায়ের মতন আদর করে নয়ন ভরে হেরিনে।
জ্যোস্নায় তরু-লতা মনের কথা কতই কয়ে যায়,
বাতাসে হেলেদুলে বাহু তুলে আলিঙ্গন চায় ;
আমি, কাতান তুলে কাটতে দাঁড়াই, সাধের সোহাগ মানিনে—
তাদের সাধের সোহাগ মানিনে!
তোমার উদার স্নেহে
সুখে প্রাণ আছে দেহে,
কৃপা করো, হে করুণাময় দয়ামায়া-বিহীনে। ৩

দ্বিতীয় দল—

[বাউলের সুর—রাগিণী পাহাড়ি,—তাল তেতালা]

প্রেমের মানুষ চেনা যায়।
তার, হাসি-হাসি মুখশশী , খুশি ফোটে চেহারায়।
সদাশিব, সদানন্দ, সরল অন্তর,
কেহ নাহি আপন-পর ;
সে জানে না দুনিয়াদারি, ভালোবাসে দুনিয়ায়।

আপন মনে আপনি মগন,
ঢুলুঢুলু ঢোলে দু-নয়ন,
সে, কি যেন মধুর বাঁশি সদাই শুনিতে পায়। ৪

....

প্রথম দল—

[বাউলের সুর—রাগিণী ভৈরবী অথবা পূরবী—তাল ঢিমে তেতালা]

বেলা নাই, বেলা নাই রে, হয়েছে যাবার বেলা!
ভাঙা হাটে নবীন ঠাটে আরো কত খেলবি রে—
ও পাগল মন, খেলবি রে রসের খেলা!
চারিদিক ধুঁয়ার আকার,
সমুখে বিষম ব্যাপাব,
কোথায় পালাব এবার, কে জুড়াবে প্রাণের জ্বালা—
আমার কে জুড়াবে প্রাণের জ্বালা? ৭

দ্বিতীয় দল—

[নিধুবাবুর সুর—রাগ ভৈরব—তাল একতালা]

সে মুখকমল সদা ঢলঢল, হাসি-হাসি,
সুখে দেখি রে ভাই।
প্রেমের আনন্দ-মাঝে মরণের ভয় নাই।
মধুর-মধুর-মধুর প্রাণ,
মধুর-মধুর-মধুর ধ্যান,

অতি মধুর সেই—ই দিন, পূর্ণ পরিতোষ পাই।
না জানি কোথায় কি ফুল ফোটে,
সৌরভে হৃদয় নাচিয়া ওঠে,
মত্ত হয়ে খোলা প্রাণে প্রেমের মহিমা গাই। ৮

প্রথম দল—

[বাউলের সুর—রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা]

সবই গেছি ভুলে,
আমি সবই গেছি ভুলে!
জাগো হে প্রাণের প্রাণ দাও মনের ধাঁদা খুলে!

ভিতরে কাতরে প্রাণী,
সুখী ভেবে অভিমানী,
মরণ যে কি বিষাদ, যেন তা জানিনে মূলে।

আহা সে পবিত্র পদ
পূর্ণানন্দ, নিরাপদ,
পরম সম্পদ আমার ত্যজি, পূজি নারীকুলে!

করুণ কিরণে কার
বিকশিল প্রেম আমার,
সৌরভে উন্মত্ত হয়ে কারে দিলেম বিনিমূলে!
স্নেহ, ভক্তি, ভালোবাসা,
মেটে না—মেটে না আশা,
পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত বসি সুধা সিন্ধু-কূলে। ৯

দ্বিতীয় দল—

[নন্দবিদায় যাত্রার সুর—রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান]

সে দুটি নয়ন!
জীবন আমার।
ত্রিভুবন হাসিতেছে কিরণে তাহার।
সে সুধাংশু করি পান
জুড়ায়েছে মন-প্রাণ,
হেসে-খেলে চলে যাবে, ভাবনা কি তার!

যে জন্যে এখানে আসা,
পরিপূর্ণ সে পিপাসা ;
রুধিয়া অন্যের আশা থাকিব না আর—
বেশি, থাকিব না আর। ১০

...

প্রথম দল—

কোথায়!
দাও দরশন!
কাতর হয়েছে প্রাণ, রহে না জীবন।

চিরসাধনের ধন!
ধ্যানে কেন অদর্শন!
চেতন চেতনাহীন, মনে নাহি মন।
নয়ন মুদিয়া থাকি
কে যেন মুছায় আঁখি,
চমকি চাহিয়া দেখি বহে সমীরণ—
শুধু বহে সমীরণ!
থাকি বিশ্ব চরাচরে
ডাকি মহা মহেশ্বরে,
কেহ কি আমার ধ্বনি করে না শ্রবণ—
কাতর-হৃদয়-ধ্বনি করে না শ্রবণ? ১৭

দ্বিতীয় দল—

["সুর—যে যাতনা যতনে, মনে মনে মন জানে।
পাছে লোকে হাসে শুনে, লাজে প্রকাশ করিনে।"]

কে, কে জানে, আমারে ভালোবাসে, মনে মনে!
যখন যেখানে আছি, চেয়ে আছে মুখপানে!
কে আমার কাছে কাছে
সদাই আগুলে আছে!
দেখিবারে ডাকি প্রাণ ভরে,—
তারে দেখিবারে ডাকি প্রাণ ভরে ;
আকাশে প্রকাশে আসি হাসি-হাসি চন্দ্রাননে। ১৮

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ মে (৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২) কলকাতায় জোড়াবাগান অঞ্চলে বিহারীলালের জন্ম। যে-গলিতে অবস্থিত পৈত্রিক বাড়িতে কবি জন্মগ্রহণ করেন, এখন সেই গলির নামকরণ হয়েছে 'বিহারীলাল চক্রবর্তী লেন'। পিতা : দীননাথ চক্রবর্তী (প্রকৃত উপাধি : চট্টোপাধ্যায়)।

শৈশব : দীননাথের প্রথম দুটি ছেলে শৈশবে মারা যাওয়াতে বিহারীলাল বংশের কুলপ্রদীপ ছিলেন। চার বছর বয়সে বিহারীলাল মাকে হারান। ঠাকুরমার আদরে শিশুর দুরন্তপনা বাড়ে। বাল্যকালে তিনি কিছুটা ছিপছিপে ও কাহিল ছিলেন। সেই সময়ে প্রচলিত নিয়মানুসারে হাঁটাপথে শ্রীক্ষেত্রে তীর্থদর্শনে যান। অঙ্গসঞ্চালন ও প্রভূত আহার্য-গ্রহণের ফলে তাঁর শরীর গড়ে ওঠে। দীর্ঘাকৃতি, সবলকায়, খাড়া দেহ ও হৃষ্ট-পুষ্ট শরীরের অধিকারী বিহারীলাল কৈশোর থেকে সাহসী ও অকুতোভয় ছিলেন।

শিক্ষা : প্রথাগত বিদ্যাশিক্ষায় অনাগ্রহ ছিল। কয়েকমাস জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে এবং তিন বছর সংস্কৃত কলেজে পড়েছিলেন বলে জানা যায়। পরে বাড়িতে দেবনাথ মুখোপাধ্যায়, রামকমল ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের কাছে সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করেন।

বিবাহ : ১৮৫৪ সালে প্রতিবেশী কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের কন্যা অভয়া দেবীর সঙ্গে বিহারীলালের বিবাহ হয়। বিবাহের চার বছর পরে মৃত-সন্তান প্রসবকালে সূতিকাগৃহে বিকারগ্রস্ত হয়ে অভয়ার দেহাবসান ঘটে। 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যে 'সরলা' নামে তৃতীয় সর্গে কবির পত্নীস্মৃতি লিপিবদ্ধ আছে। ১৮৬০ সালে পিতা দীননাথ বিহারীলালের দ্বিতীয়বার বিবাহ দেন। পাত্রী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কাদম্বরী দেবী। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের 'প্রিয়তমা' নামে নবম সর্গে সম্ভবত তিনি কাদম্বরী দেবীর কথাই বলেছেন।

কর্মজীবন : বিহারীলালের প্রপিতামহ মনোহর হালিশহরের জনৈক সুবর্ণবণিকের দান গ্রহণ করে 'পতিত' হন এবং কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন।

সেই সময় থেকে চক্রবর্তী-পরিবার পুরুষানুক্রমে কলকাতার সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের পৌরোহিত্য-কার্য করেন। দীননাথের পরে বিহারীলালও সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের পৌরোহিত্য-কর্মকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন।

পত্রিকা-চালনা : পূর্ণিমা (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯), সাহিত্য-সংক্রান্তি (১৩ মে ১৮৬৩), অবোধ-বন্ধু (এপ্রিল ১৮৬৩)।

গ্রন্থ : স্বপ্নদর্শন (গদ্যরূপক কাব্য) ১৮৫৮; সঙ্গীত-শতক (১৮৬২); বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০); নিসর্গসন্দর্শন (১৮৭০); বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০); প্রেমপ্রবাহিনী (১৮৭০); সারদামঙ্গল (১৮৭৯)।

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। (গ্রন্থাবলী : স্বর্গীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী-বিরচিত : অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী-সম্পাদিত)। প্রথম খণ্ড, ১৯০০ (সারদামঙ্গল, মায়াদেবী, শরৎকাল, ধূমকেতু, দেবরানী, বাউল-বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সংগীত)। দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯১৩ (বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গসন্দর্শন, বন্ধুবিয়োগ, প্রেমপ্রবাহিনী, স্বপ্নদর্শন, সঙ্গীতশতক)।

মৃত্যু : ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১) ৫৯ বছর বয়সে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।